IFIC

আমাদের কথা

নিউজলেটার

জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৫

আইএফআইসি হাইলাইটস্ | ক্রিয়েটিভ কর্নার | সাফল্যের স্বাক্ষর
ক্যারিয়ার উন্নয়ন | আপনার ভাবনা | রং-তুলির গল্প

পূর্বকথা

নতুন বছরের আবাহনে আইএফআইসি ব্যাংক ২০২৬ সালকে বরণ করেছে রূপান্তর ও অগ্রগতির এক অনন্য অধ্যায় হিসেবে। বিগত বছরের সাফল্য ও অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে অংশীজনদের আস্থা ও টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনে আমাদের নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছি অগ্রগতির ধারাবাহিকতায়। আমাদের ১৪০০-এর অধিক শাখা ও উপশাখার বিস্তৃত আল্পনায় আমরা প্রান্তিক মানুষের হৃদস্পন্দন ছুঁয়েছি; আর আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ সিক্ত হয়েছে অবিচল আস্থায়।

ব্যাংকিংয়ের গাণিতিক ব্যস্ততা আর যান্ত্রিকতার কঠোর আবরণে আমাদের সহকর্মীদের অন্তরে যে সৃজনশীলতার ধারা বহমান, তাকে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি জানাতেই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। এই সৃজনশীল প্রাণশক্তিই আমাদের মনের দিগন্তকে প্রসারিত করে এবং পেশাগত জীবনের ক্লান্তি ছাপিয়ে জোগায় অনাবিল প্রশান্তি। তাই, গভীর অনুরাগ থেকেই সংকলিত হয়েছে নিউজলেটার 'আমাদের কথা'। এখানে ঠাঁই পাওয়া প্রতিটি গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ আর রঙের মাধুরী আপনাদের সংবেদনশীল মনের এক অনন্য প্রতিচ্ছবি।

এবারের সংখ্যায় আইএফআইসি ব্যাংকের সহকর্মীদের যে মননশীল চিন্তা ও আগামীর স্বপ্নগাথা ফুটে উঠেছে, তা আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় ও অর্থবহ করে তোলে। সেই সাথে সহকর্মীদের পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্যদের সৃজনশীল কলকাকলি এই সংখ্যাটিকে দিয়েছে এক স্নিগ্ধ পূর্ণতা।

আমরা বিশ্বাস করি, 'আমাদের কথা' কেবল একটি সাময়িকী নয়; এটি আমাদের সম্মিলিত সংকল্প, সংহতি ও সৃষ্টিশীলতার এক শৈল্পিক দর্পণ। আপনাদের এই স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ আগামীর প্রতিটি বাঁকে আমাদের জোগাবে নতুন উদ্দীপনা ও প্রেরণা।

আইএফআইসি ব্যাংকের এই জয়যাত্রা অব্যাহত থাকুক।

IFIC
গ্রাহকই শক্তি
সাফল্যই সাহস
যাত্রা দুর্নিবার
প্রায় অর্ধশতকের ব্যাংকিং সেবার পথচলায়
আমরা পেয়েছি অনন্য সব অর্জন
৩২.৭৫%
সরকারি মালিকানা
১৪০০+
শাখা-উপশাখা
২২ লক্ষ+
গ্রাহক
৫১ হাজার+
কোটি টাকা আমানত
৩,২০,০০০+
আমার ব্যাংক
মোবাইল অ্যাপ ব্যবহারকারী
৬,০০০+
সুদক্ষ জনশক্তি
৮০%
তরুণ কর্মীবাহিনী
৩০%
নারী কর্মী
সেবায়, সাফল্যে, আস্থায় সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাব একসাথে
ব্যাংকিং সেবা নিতে আসুন
যেকোনো শাখা-উপশাখায়
বিস্তারিত জানতে কল করুন
১৬২৫৫
০৯৬৬৬৭১৬২৫৫

ভেতরের পাতায়

০৪ মাননীয় চেয়ারম্যান-এর শুভেচ্ছা বার্তা

০৫ ব্যবস্থাপনা পরিচালক-এর কথা

০৬ ফাইন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস্ হাইলাইটস্

০৯ প্রোডাক্ট, সার্ভিস ও ধারাবাহিক কার্যক্রম

১৮ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত তথ্য

১৯ নতুনের বার্তা

২২ ক্যারিয়ার উন্নয়ন কার্যক্রম

২৬ আইএফআইসি নিয়ে আপনার ভাবনা

৩০ রং-তুলির গল্প

৩২ কবিতা

৩৫ গল্প ও স্মৃতিচারণ

৪১ ভ্রমণকথা

৪৬ ফটোগ্রাফি

৪৭ ইভেন্টস্

৬১ সাফল্যের স্বাক্ষর

৬২ পরিবারে যারা এলো

৭০ যাদের হারিয়েছি

মাননীয় চেয়ারম্যান-এর শুভেচ্ছা বার্তা

প্রতিটি নতুন বছর আমাদের সামনে এগিয়ে যাওয়ার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। ২০২৫ সাল আইএফআইসি ব্যাংকের জন্য অগ্রগতি, রূপান্তর ও সুদৃঢ় অবস্থান প্রতিষ্ঠার একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। পূর্ববর্তী বছরের অভিজ্ঞতা ও অর্জনের ভিত্তিতে আমরা এই বছরেও ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছি এবং ব্যাংকের প্রতি গ্রাহক ও অংশীজনদের আস্থা আরও সুসংহত হয়েছে।

এই সময়ে আমরা আমানত ও বিনিয়োগে ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি অর্জনের পাশাপাশি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় আরও শৃঙ্খলা এনেছি। খেলাপি ঋণ নিয়ন্ত্রণ, ডিজিটাল ব্যাংকিং সম্প্রসারণ, নারী উদ্যোক্তা ও এসএমই খাতে অর্থায়ন বৃদ্ধি এবং পরিবেশবান্ধব ও টেকসই ব্যাংকিং কার্যক্রমে আমরা উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছি। এসব সাফল্যের পেছনে আমাদের প্রতিটি সহকর্মীর নিষ্ঠা, পেশাদারিত্ব ও দলগত প্রচেষ্টার অনন্য অবদান ছিল।

আইএফআইসি ব্যাংকের নিউজলেটার 'আমাদের কথা'র জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৫ সালের সংখ্যা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এই প্রকাশনা কেবল আমাদের কার্যক্রমের প্রতিফলন নয়; এটি আমাদের সহকর্মীদের চিন্তা, সৃজনশীলতা ও ইতিবাচক মানসিকতার একটি শক্তিশালী প্রকাশভঙ্গি। কর্মক্ষেত্রে সৃজনশীল চর্চা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান-উভয়ের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, ঐক্য, স্বচ্ছতা ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে এগিয়ে গেলে প্রতিটি চ্যালেঞ্জই আমাদের জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করে। এই বিশ্বাসকে ধারণ করেই আইএফআইসি ব্যাংক ভবিষ্যতেও একটি আধুনিক, দায়িত্বশীল ও আস্থাভাজন আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে তার যাত্রা অব্যাহত রাখবে।

আমি আশা করি, এই সংখ্যাটি আমাদের সকলের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা, আত্মবিশ্বাস ও গর্বের অনুভূতি জাগিয়ে তুলবে এবং সামনের দিনগুলোর জন্য আমাদের আরও অনুপ্রাণিত করবে।

মো. মেহমুদ হোসেন
চেয়ারম্যান
আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি

ব্যবস্থাপনা পরিচালক-এর কথা

সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অগ্রগতির এই নিরবচ্ছিন্ন যাত্রায় আমরা প্রতিনিয়ত এগিয়ে চলেছি। এই অগ্রযাত্রার গতি ও দিকনির্দেশনা নিরূপণে সময়ের পরিক্রমায় আমাদের আত্মপর্যালোচনার জন্য ক্ষণিক বিরতি নেওয়া প্রয়োজন হয়। এই আত্মপর্যালোচনায় ব্যক্তি ও পেশাগত জীবনের এই অন্তর্দর্শন থেকে তৈরি হওয়া অনুভূতি আর অভিজ্ঞতা প্রকাশের জন্য আপনাদের কাছে আইএফআইসি নিউজলেটার 'আমাদের কথা' একটি প্রাতিষ্ঠানিক প্ল্যাটফর্ম হয়ে উঠেছে।

প্রতিষ্ঠান হিসেবে আমরা গত বছর উদ্‌যাপন করেছি আইএফআইসি ব্যাংকের ৪৯ বছরের বর্ণিল পথচলা। দেশের সর্ববৃহৎ ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক, তরুণ ও দক্ষ নেতৃত্বনির্ভর জনবল এবং তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল তারল্য অবস্থান- এই সমন্বিত শক্তির ওপর ভর করেই আইএফআইসি ব্যাংক আস্থা পুনর্গঠন ও দীর্ঘমেয়াদি টেকসই প্রবৃদ্ধির পথে অগ্রসর হওয়ার প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে। সহকর্মী হিসেবে প্রতিনিয়ত নিজেদের গড়ে তোলার এই ধারাবাহিক যাত্রায় আমরা যেমন নিজেদের সমৃদ্ধ করছি, তেমনি এই আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়ে আমরা সমাদৃত হচ্ছি। 'আমাদের কথা' নিউজলেটারে আপনাদের লেখায় ফুটে উঠেছে এই সম্মিলিত প্রচেষ্টারই প্রতিচ্ছবি। তাই কর্মব্যস্ততার মাঝেও যারা লেখনীর মাধ্যমে নিজেদের ভাব প্রকাশ করেছেন, তাঁদের অংশগ্রহণ এই প্রকাশনাকে অর্থবহ করে তুলেছে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয় ও পরিচালনা পর্ষদের সকল সদস্যের প্রতি তাঁদের নিরলস দিকনির্দেশনা ও সহযোগিতার জন্য। আমি একই সঙ্গে ধন্যবাদ প্রকাশ করছি সকল সহকর্মীবৃন্দের প্রতি, তাদের অবিরত প্রচেষ্টা ও একনিষ্ঠতার জন্য, যার ফলে আইএফআইসি ব্যাংক প্রতিদিনই নতুন থেকে নতুনতর উচ্চতায় পৌঁছে যাচ্ছে।

এই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আমরা ভবিষ্যতের পথচলায় আরও দৃঢ় ও আত্মবিশ্বাসী হবো- এই প্রত্যাশায় সকলের সুস্বাস্থ্য ও মঙ্গল কামনা করছি।

সৈয়দ মনসুর মোস্তফা
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি

হাইলাইটস্

ফাইন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস্ ডিভিশন

টোটাল অ্যাসেট

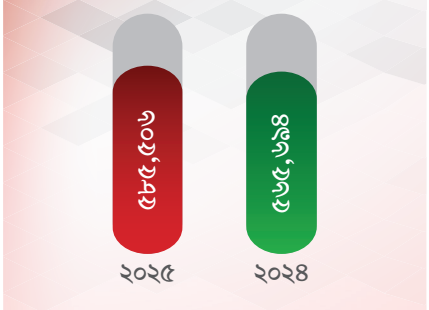

২০২৫ সালের বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন অনুসারে ব্যাংকের মোট সম্পদের পরিমাণ ৩.৫০% বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৫৮৫,৫০৬ মিলিয়ন টাকা, যা বিগত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৯,৮১২ মিলিয়ন টাকা বেশি।

ডিপোজিট

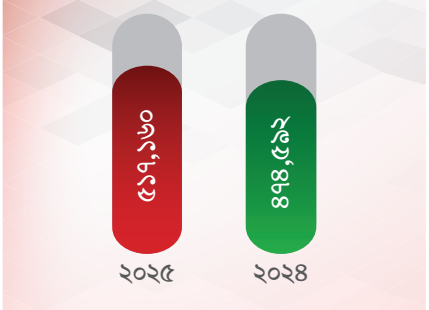

২০২৫ সালের বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন অনুসারে ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ৪২,৫৬৮ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৫১৭,১৬০ মিলিয়ন টাকায় উপনিত হয়েছে, যা বিগত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৮.৯৭% বেশি।

আইএফআইসি আমার একাউন্ট

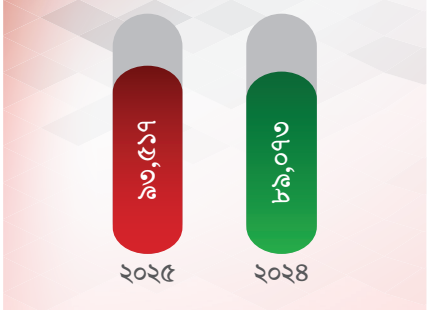

ব্যাংকের গ্রাহক সমাদৃত ফ্ল্যাগশিপ প্রোডাক্ট 'আইএফআইসি আমার একাউন্ট' বিগত বছরের তুলনায় ৪.৯৯% বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমান স্থিতি দাঁড়িয়েছে ৯৩,৫১৭ মিলিয়ন টাকা।

আইএফআইসি সহজ একাউন্ট

ব্যাংকের আরেকটি ফ্ল্যাগশিপ প্রোডাক্ট 'আইএফআইসি সহজ একাউন্ট'-এর স্থিতি দাঁড়িয়েছে ১০,৮৪৮ মিলিয়ন টাকা, যা বিগত বার্ষিকের তুলনায় ৪৫.৮০% বেশি।

ইনভেস্টমেন্ট

২০২৫ সালে ব্যাংকের মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ৫৩.৪৫% বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৬৬,৮৪৩ মিলিয়ন টাকা, যা বিগত বছরের একই সময়ের তুলনায় ২৩,২৮৩ মিলিয়ন টাকা বেশি।

গ্রাহকবান্ধব সেবার স্বীকৃতি

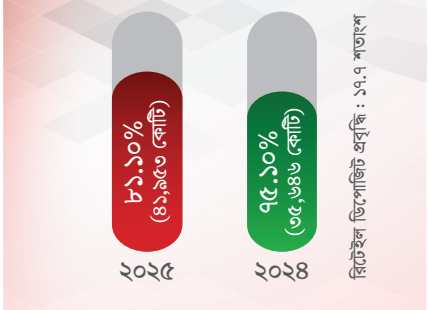

২০২৫ সালে ব্যাংকের মোট রিটেইল ডিপোজিটে প্রবৃদ্ধি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮১.১০%, যা টাকার হিসেবে ৪১,৯৫৩ কোটি টাকা। রিটেইল ডিপোজিট প্রবৃদ্ধির শতাংশ হিসেবে ১৭.৭%।

সুষম তারল্য ব্যবস্থাপনা

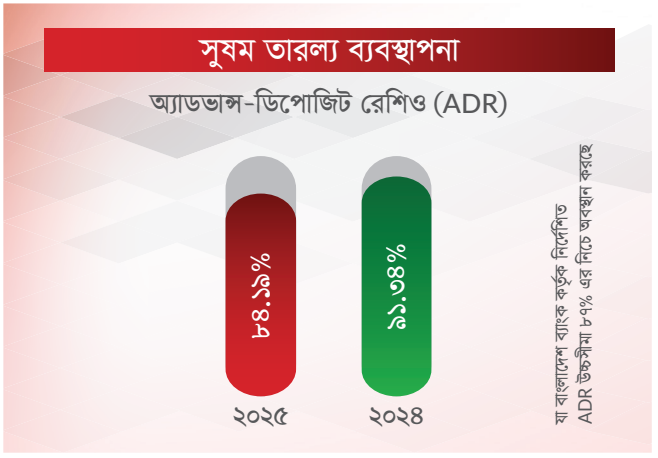

ব্যাংকের তারল্য ব্যবস্থাপনায় অ্যাডভান্স-ডিপোজিট রেশিও ৮৪.১৯%, যা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্দেশিত উচ্চসীমা ৮৭% এর নিচে রয়েছে। ব্যাংকের তারল্য ব্যবস্থাপনা ও সামগ্রিক স্থিতিশীলতা ব্যাংককে করেছে শক্তিশালী।

শক্তিশালী সুরক্ষা, দৃঢ় প্রতিশ্রুতি

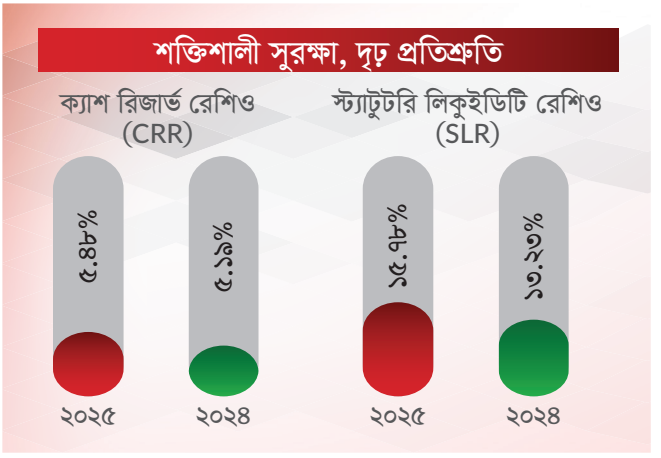

২০২৫ সালের শেষে ব্যাংকের ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও (CRR) ৫.৪৮% ও স্ট্যাটুটরি লিকুইডিটি রেশিও (SLR) ১৫.৭৮% ব্যাংকের শক্তিশালী আর্থিক দৃঢ়তা এবং আমানতের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

২০২৫ সালের বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন অনুসারে ব্যাংকের মোট সম্পদের পরিমাণ ৩.৫০% বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৫৮৫,৫০৬ মিলিয়ন টাকা, যা বিগত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৯,৮১২ মিলিয়ন টাকা বেশি। একই সময়ে ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ৪২,৫৬৮ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৫১৭,১৬০ মিলিয়ন টাকায় উপনিত হয়েছে, যা বিগত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৮.৯৭% বেশি। ২০২৫ সালে ব্যাংকের মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ৫৩.৪৫% বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৬৬,৮৪৩ মিলিয়ন টাকা, যা বিগত বছরের একই সময়ের তুলনায় ২৩,২৮৩ মিলিয়ন টাকা বেশি এবং ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫-এ ব্যাংকের ঋণ-আমানত অনুপাত দাঁড়িয়েছে ৮৪.১৯%, যা বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশিত উচ্চসীমা ৮৭% থেকে কম।

ব্যাংকের গ্রাহক সমাদৃত ফ্ল্যাগশিপ প্রোডাক্ট 'আইএফআইসি আমার একাউন্ট' বিগত বছরের তুলনায় ৪.৯৯% বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমান স্থিতি দাঁড়িয়েছে ৯৩,৫১৭ মিলিয়ন টাকা। বিগত বছরের একই সময়ের তুলনায় ব্যাংকের মেয়াদি আমানত ১১.৭৫% বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমান স্থিতি দাঁড়িয়েছে ৩১৭,৭৮৯ মিলিয়ন টাকা। এছাড়াও ব্যাংকের আরেকটি ফ্ল্যাগশিপ প্রোডাক্ট 'আইএফআইসি সহজ একাউন্ট'-এর স্থিতি দাঁড়িয়েছে ১০,৮৪৮ মিলিয়ন টাকা, যা বিগত বার্ষিকের তুলনায় ৪৫.৮০% বেশি।

IFIC

আইএফআইসি

আমার প্রতিবেশী

শাখা-উপশাখায় দেশের বৃহত্তম ব্যাংক আইএফআইসি আপনার প্রতিবেশী হয়ে ছড়িয়ে আছে সারা দেশে

- প্রত্যেক শাখা-উপশাখাতেই আছে ওয়ান স্টপ সার্ভিস-সহ সকল ব্যাংকিং সেবা
- এজেন্ট নয়, সরাসরি ব্যাংকের সাথে ব্যাংকিং
- এক শাখা বা উপশাখার গ্রাহক হলেই দেশের যেকোনো আইএফআইসি শাখা বা উপশাখা থেকে সেবা নেয়া যায় সহজেই

আমাদের কোথাও কোনো এজেন্ট নেই

প্রোডাক্ট, সার্ভিস ও ধারাবাহিক কার্যক্রম

লক্ষ্য অর্জনের গল্প

শেখ আখতার উদ্দীন আহমেদ

ব্যাংকিং পেশায় কর্মরত প্রত্যেকের কাছেই 'টার্গেট' শব্দটি অত্যন্ত পরিচিত। শাখা হোক কিংবা প্রধান কার্যালয়- প্রতি বছরই আমাদের সামনে নতুন নতুন লক্ষ্য নির্ধারিত হয়। ডিপোজিট, অ্যাডভান্স, রিকভারি ও প্রফিট- এই চারটি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়েই একটি ব্যাংকের অগ্রযাত্রা। তবে এসব টার্গেট কেবল সংখ্যার হিসেব নয়; বরং এগুলো আমাদের দায়িত্ববোধ, নিষ্ঠা, সৃজনশীলতা এবং টিম ওয়ার্কের সক্ষমতার বাস্তব প্রতিফলন।

টার্গেট অর্জনের মুহূর্তে যে আত্মতৃপ্তি ও মানসিক প্রশান্তি তৈরি হয়, তা একজন ব্যাংকারকে পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আরও আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। এমনই এক যাত্রার গল্প শেয়ার করতে চাই, যার শুরুটা হয়েছিল আমার ব্যাংকিং পেশায় যোগদানের একেবারে প্রথম ধাপে।

চাকরি জীবনের শুরুতে আমাকে উত্তরবঙ্গের একটি শাখায় পদায়ন করা হয়। নতুন এলাকা, নতুন সংস্কৃতি এবং নতুন কর্মপরিবেশ- সবকিছুই তখন আমার জন্য ছিল শেখার এক বিশাল সুযোগ। যোগদানের অল্প কিছুদিনের মধ্যেই প্রধান কার্যালয় থেকে শাখার জন্য নির্ধারিত ডিপোজিট, অ্যাডভান্স, রিকভারি ও প্রফিটের বার্ষিক টার্গেট এসে পৌঁছায়। পরবর্তীতে সেই টার্গেট ডিপার্টমেন্ট-ভিত্তিকভাবে কর্মকর্তা পর্যায়ে বণ্টন করা হয়।

আমি তখন সদ্য যোগদানকারী একজন প্রবেশনারি অফিসার। অভিজ্ঞতা সীমিত হলেও আমার ওপর যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল, তা ছিল যথেষ্ট চ্যালেঞ্জিং, বিশেষ করে অ্যাকাউন্ট ওপেনিং ও ডিপোজিট প্রোকিউরমেন্টের ক্ষেত্রে। প্রথমে বিষয়টি কিছুটা কঠিন মনে হলেও ভেতরে ভেতরে একটি দৃঢ় সংকল্প জন্ম নেয়- এই টার্গেট শুধু পূরণই নয়, বরং এর মাধ্যমেই ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের আস্থা অর্জন করতে হবে।

কর্মস্থল ছিল জেলা সদরে, তবে আমার বাসা ছিল শহরতলির একটি হিন্দু-মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায়। সৌভাগ্যক্রমে, নিয়মিত ভোরবেলা হাঁটার অভ্যাস আমার আগে থেকেই ছিল। এই অভ্যাসই পরবর্তীতে আমার টার্গেট অর্জনে বড় সহায়ক হয়ে ওঠে। প্রতিদিন ফজরের নামাজ শেষে মসজিদ থেকে বের হয়ে আশপাশের পাড়া-মহল্লায় হাঁটতে বের হতাম। এলাকাবাসীর সঙ্গে কুশল বিনিময়, সৌজন্যমূলক আলাপ এবং ধীরে ধীরে পরিচয়ের পরিধি বাড়তে থাকে।

শুরুতে এটি ছিল নিছক সামাজিক যোগাযোগ। কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এই যোগাযোগ আস্থায় রূপ নেয়। মানুষ আমাকে বিশ্বাস করতে শুরু করে। আমি তাদের আর্থিক সক্ষমতা, সঞ্চয়ের অভ্যাস এবং ব্যাংকিং চাহিদা বোঝার চেষ্টা করি। পাড়ার

দাদা-বৌদি, ভাই-ভাবীদের অনেকেই আমার মাধ্যমে ধীরে ধীরে ব্যাংকে নতুন হিসাব খোলার উদ্যোগ নেন।

এক সময় পুরো এলাকায় আমি একজন পরিচিত মুখ হয়ে উঠি। এমনও পর্যায় আসে, যখন আমাকে আর আলাদা করে পাড়ায় যেতে হয় না- ব্যাংকে নতুন হিসাব খুলতে এলে অনেকেই সরাসরি আমার ডেস্কেই আসেন। এতে শুধু আমার ব্যক্তিগত টার্গেট অর্জনই সহজ হয়নি, বরং শাখার সামগ্রিক পারফর্ম্যান্সেও ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। সহকর্মীদের মধ্যেও পারস্পরিক সহযোগিতা ও পেশাগত সৌহার্দ্য আরও দৃঢ় হয়।

পরবর্তী ধাপে আমি শহরের ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের দিকে মনোযোগ দিই। কাজের ফাঁকে কিংবা অবসরে তাদের সঙ্গে বসে আলাপ করি, ব্যবসার বাস্তবতা বুঝি এবং তাদের আর্থিক প্রয়োজনের সঙ্গে ব্যাংকের পণ্যের যথাযথ সমন্বয় করি। এই সম্পর্ক গড়ে ওঠে বিশ্বাসের ভিত্তিতে, যার ফলশ্রুতিতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ডিপোজিট সংগ্রহ ও ঋণ প্রদান সম্ভব হয়।

দিন গড়ায়, মাস যায়। বছর শেষে দেখি নির্ধারিত টার্গেট সফলভাবে অর্জিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, ধারাবাহিক পারফর্ম্যান্সের স্বীকৃতিস্বরূপ শাখা ব্যবস্থাপকের কাছ থেকে প্রশংসাপত্র লাভ করি। এই স্বীকৃতি আমার আত্মবিশ্বাস বহুগুণে বাড়িয়ে দেয় এবং ভবিষ্যতের পথচলায় একটি শক্ত ভিত্তি তৈরি করে।

এই যাত্রা এখানেই থেমে থাকেনি। কর্মজীবনের শুরুতে টার্গেট অর্জনের যে অভ্যাস তৈরি হয়েছিল, তা পরবর্তী বছরগুলোতেও অব্যাহত থাকে। মহান আল্লাহর অশেষ রহমতে প্রায় প্রতি বছরই নির্ধারিত টার্গেট পূরণ করার সৌভাগ্য হয়েছে এবং একাধিকবার প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি ও পুরস্কার অর্জিত হয়েছে।

আমি গভীরভাবে বিশ্বাস করি সততা, নিষ্ঠা, ইতিবাচক মনোভাব এবং প্রবল ইচ্ছাশক্তি থাকলে কোনো লক্ষ্যই অসম্ভব নয়।

উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও
চিফ অব লোন পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্ট

খেলাপি ঋণমুক্তি : ব্যাংকিং শৃঙ্খলা, চ্যালেঞ্জ ও সমাধান

মোমেনীনা বিন্‌তে মাক্‌সুদ

ব্যাংকিংয়ের মূল ভিত্তি হলো আমানত সংগ্রহ ও ঋণ বিতরণ। কম সুদে আমানত গ্রহণ করে ব্যাংক তহবিল তৈরি করে এবং ঝুঁকি মূল্যায়ন শেষে তা উচ্চ সুদে ঋণ হিসেবে প্রদান করে। এই ভারসাম্যই ব্যাংকের স্থায়িত্ব ও লাভজনকতা নিশ্চিত করে। পুরো প্রক্রিয়া পরিচালিত হয় কঠোর আন্তর্জাতিক-জাতীয় নীতিমালা ও কমপ্লায়েন্সে। সুদের ব্যবধান লাভ সৃষ্টি করলেও প্রকৃত মুনাফা আসে তখনই, যখন ঋণ সময়মতো আদায় হয়।

ঋণ আদায় ব্যাহত হলে কী হয়?

ঋণ আদায় বন্ধ হলে ব্যাংকের আয় কমে এবং আয়-ব্যয়ের ভারসাম্য নষ্ট হয়। এতে আর্থিক ক্ষতি ও অস্থিরতা তৈরি হয়। আমানতের সুদ, বেতন, প্রযুক্তি ও অবকাঠামোর মতো নিয়মিত ব্যয় চলতেই থাকে। কিন্তু ঋণ আদায় না হলে এসব ব্যয় ব্যাংককে মেটাতে হয়, যা দীর্ঘমেয়াদে স্থায়ী আর্থিক ঝুঁকি সৃষ্টি করে।

ঋণ আদায়ের দুই ধারা

ঋণ আদায় সাধারণত দুইভাবে বিভক্ত :

১. অশ্রেণিকৃত ঋণ আদায়
২. শ্রেণিকৃত (খেলাপি) ঋণ আদায়

এই দুইয়ের মধ্যে বিশেষভাবে কঠিন ও চ্যালেঞ্জপূর্ণ হলো খেলাপি ঋণ আদায়। কারণ, এটি শুধু আর্থিক বিষয় নয়; সামাজিক, আইনগত, নৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক নানা মাত্রার সমন্বিত ফলাফল।

সুস্থ ক্রেডিট কালচার : শক্তিশালী ব্যাংকের পূর্বশর্ত

একটি শক্তিশালী ব্যাংকের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো সুসংহত ও সুশৃঙ্খল ক্রেডিট কালচার। সাধারণত ঋণের জীবনচক্রে ছয়টি ধাপ অনুসরণ করা হয় :

১. ঋণগ্রহীতা নির্বাচন
২. ঋণ প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়ন
৩. ঋণ অনুমোদন
৪. ঋণ ডকুমেন্টেশন এবং ঋণ বিতরণ
৫. ঋণ পর্যবেক্ষণ এবং আদায়
৬. খেলাপি ঋণ পুনরুদ্ধার

এই ধাপগুলোর যেকোনো একটির ত্রুটি বা অনিয়ম পুরো ঋণপ্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে ঋণকে খেলাপিতে পরিণত করতে পারে। তাই, প্রথম পাঁচ ধাপই ব্যাংকের ক্রেডিট কালচারের মূল ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত। প্রতিটি ধাপে যথাযথতা নিশ্চিত করা

গেলে শেষ ধাপ, অর্থাৎ খেলাপি ঋণ পুনরুদ্ধারের প্রয়োজনীয়তা অনেকাংশেই হ্রাস পায় এবং ঋণ পুনরুদ্ধার সহজ হয়।

খেলাপি ঋণ আদায় কেন এত কঠিন এক বাস্তবচিত্র

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে খেলাপি ঋণ আদায় একটি পরিশ্রমসাধ্য এবং বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জ। এর পেছনে রয়েছে :

১. অর্থের মালিকানা পরিবর্তনের জটিলতা
অর্থ গ্রাহকের হাতে গেলে তা পুনরুদ্ধারে উল্লেখযোগ্য সময়, শ্রম, আইনগত প্রস্তুতি ও ধৈর্যের প্রয়োজন হয়।

২. আইন প্রয়োগের ধীরগতি
বছরের পর বছর মামলার ধীরগতি রিকভারি কার্যক্রমকে বিলম্বিত করে। এছাড়া খেলাপি গ্রাহকরা বিভিন্ন পর্যায়ে রিট আবেদন করে আরও সময়ক্ষেপণ করে।

৩. বৃহৎ খেলাপিদের প্রভাবশালী অবস্থান
নীতি, প্রশাসন বা রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে অনেক ক্ষেত্রে আদায় অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হয়।

৪. ক্ষুদ্র ও মাঝারি খেলাপিদের আর্থিক দুর্বলতা
দীর্ঘ আইনগত লড়াইয়ে তারা দুর্বল হয়ে পড়ে; পরিশোধে আগ্রহী হলেও সুদ-জরিমানায় ঋণের পরিমাণ ঋণগ্রহীতার সক্ষমতার বাইরে চলে যায়।

৫. নিলাম প্রক্রিয়ার অনাগ্রহ
ক্রেতার অনাগ্রহে জামানত বিক্রি বাধাপ্রাপ্ত হয়, ফলে রিকভারি বাধাপ্রাপ্ত হয়।

৬. অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও বৈশ্বিক নেতিবাচক প্রভাব
খেলাপি ঋণ পুনরুদ্ধারে অর্থনৈতিক চাপ, রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং বৈশ্বিক অনিশ্চয়তা একক কিংবা সম্মিলিতভাবে রিকভারি প্রক্রিয়াকে আরও চ্যালেঞ্জিং করে তোলে।

ফলে, ঋণ আদায় বিলম্বিত হলে ব্যাংকের ক্ষতি বাড়ে, আমানতের সুদ অব্যাহত থাকে, cost of fund বৃদ্ধি পায় এবং প্রভিশনের চাপও বহুগুণে বাড়ে।

সম্ভাব্য সমাধান : যেভাবে এগোতে হবে

খেলাপি ঋণ মোকাবিলায় শুধু আইনগত পদক্ষেপ যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন সমন্বিত কৌশল, ধৈর্য, দক্ষতা এবং নিবেদিত টিমওয়ার্ক।

এছাড়া নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো আদায় কার্যকারিতা ত্বরান্বিত করে :

- ঋণ আদায় প্রক্রিয়ায় bottleneck শনাক্তকরণ ও সংশোধন
- রিকভারির মামলা ত্বরান্বিত করা
- প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নিলাম কার্যক্রম সক্রিয় রাখা
- সামাজিকভাবে নৈতিক চাপ সৃষ্টি এবং ঋণ পরিশোধে উৎসাহিত করা
- নিয়মিত গ্রাহক ফলো-আপ এবং
- দক্ষতার সাথে Negotiation, Mediation ও Arbitration সম্পন্ন করা
- প্রতিটি খেলাপি ঋণের Root Cause Analysis করা এবং সে মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া

উপরোক্ত সকল কার্যক্রম অবশ্যই প্রযোজ্য নীতিমালা এবং পূর্ণাঙ্গ কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করে সম্পাদন করতে হবে।

আমার কথা

মাঠ পর্যায়ে রিকভারি কার্যক্রম পরিচালনার অভিজ্ঞতা থেকে প্রতীয়মান হয় যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণ পুনরুদ্ধার করা তুলনামূলকভাবে বৃহৎ ঋণের চেয়ে সহজতর। আইএফআইসি ব্যাংকের রিকভারি বিন্যাস বিশ্লেষণ করলেও দেখা যায়, SME ও রিটেইল সেগমেন্টে রিকভারি হার তুলনামূলকভাবে অধিক। এর পেছনে কয়েকটি সুস্পষ্ট কারণ রয়েছে :

- কল সেন্টার টিমের মাধ্যমে সফটওয়্যার-নির্ভর নিয়মিত মনিটরিং
- Door to Door রিকভারি কার্যক্রম পরিচালনা
- SOP অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন
- শাখা পর্যায়ে রিকভারি টিম গঠন, টার্গেট প্রদান এবং হেড অফিসের মাধ্যমে নিয়মিত ফলো-আপ
- শাখাসমূহ পরিদর্শন করে খেলাপি ঋণগ্রহীতার সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে পুনরুদ্ধার কার্যক্রম পরিচালন করা।
- বারংবার খেলাপি ঋণগ্রহীতাদের সাথে প্রধান কার্যালয়ের অফিসার/ এক্সিকিউটিভ আলোচনার মাধ্যমে সমাধানে আসা।

এছাড়াও SME ও রিটেইল গ্রাহকদের মধ্যে নিম্নলিখিত ইতিবাচক প্রবণতা পরিলক্ষিত হয় :

- ঋণের অর্থ নিয়মিত পরিশোধের ক্ষেত্রে নৈতিকতা ও আর্থিক শৃঙ্খলার প্রতিফলন
- ঋণের বিপরীতে পর্যাপ্ত জামানতের মাধ্যমে এক্সপোজার কাভারেজ নিশ্চিতকরণ
- আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে ইতিবাচক সাড়া ও সহযোগিতামূলক মনোভাব
- অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক মুদ্রানীতির পরিবর্তনের প্রভাবে তুলনামূলকভাবে কম সংবেদনশীলতা
- দেশে যেসব ব্যাংকের NPL হার তুলনামূলকভাবে নিম্ন রয়েছে, তাদের অধিকাংশই SME ও Retail নির্ভর ব্যাবসায়িক কৌশল অনুসরণ করে- যা আইএফআইসি ব্যাংকের জন্যও নীতি নির্ধারণে একটি ইতিবাচক দিকনির্দেশনা হতে পারে।

এক কথায় বলা যায়- "রিকভারির সাফল্য কেবল একটি পদক্ষেপের ফল নয়, বরং ধারাবাহিক প্রচেষ্টা, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এবং সুশাসনের মিলিত ফসল।"

এমপ্লয়ি আইডি : ০০২১৫৪
হেড অব লোন পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন
প্রধান কার্যালয়

খেলাপি ঋণ উদ্ধারে আইনি দৃষ্টিভঙ্গি

গোবিন্দ চন্দ্র দাস

খেলাপি ঋণ আমাদের দেশের জন্য বর্তমানে একটি অন্যতম বৃহৎ জাতীয় সমস্যা। ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণ বেড়ে গেলে সমগ্র অর্থনীতিতে তার বিরূপ প্রভাব পড়ে। দেশের অর্থনৈতিক কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ে। মুদ্রানীতি ব্যাহত হয়। মুদ্রাস্ফীতি বাড়ে। বৈদেশিক বাণিজ্য হুমকিতে পড়ে। দেশের রিজার্ভ কমে যায়। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ব্যাংক এবং ব্যক্তিগতভাবে ব্যাংকাররা নানাবিধ ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য জোড়দার রিকভারি কার্যক্রম পরিচালনা করা ভিন্ন অন্য পথ খোলা নেই। দেশের অর্থনীতি বাঁচাতে, ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রি বাঁচাতে, ব্যাংকারদের নিজেদের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য খেলাপি ঋণ উদ্ধার কার্যক্রম জোর দিতে হবে।

সাধারণত দুইটি প্রক্রিয়ায় রিকভারি কার্যক্রম পরিচালিত হয় :

১. আইনগত পন্থায় কিন্তু আদালতের বাইরে

২. আইন-আদালতের মাধ্যমে

১. আইনগতপন্থায় কিন্তু আদালতের বাইরের কার্যক্রম

কোনো গ্রাহক খেলাপিতে পরিণত হলে বা পরিণত হওয়ার উপক্রম হলে বেশ কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।

ভিজিট টিম গঠন : শাখা ব্যবস্থাপকের নেতৃত্বে একটা ভিজিট টিম (খেলাপি ঋণ উদ্ধার কমিটি/টিম) গঠন করা। যারা বিশেষভাবে উক্ত শাখার খেলাপি ঋণ উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এখানে উল্লেখ্য যে, কেন্দ্রীয়ভাবে ব্যাংকের রিকভারি হেড-এর নেতৃত্বে একটি ভিজিট টিম থাকবে। যারা বড়/গুরুত্বপূর্ণ/প্রয়োজনমতো সমগ্র ব্যাংকের খেলাপি গ্রাহকদের নিকট থেকে ঋণ উদ্ধারে বিশেষভাবে কাজ করবে।

যোগাযোগ : এই টিমটি উক্ত শাখার সমস্ত খেলাপি গ্রাহকের সাথে যোগাযোগ করবে। এই যোগাযোগ নানাভাবে করা যায়। যেমন :

ক) তাকে ফোন দেয়া

খ) বাড়িতে গিয়ে দেখা করা

গ) ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে দেখা করা

কাউন্সেলিং : খেলাপিতে পরিণত হলে গ্রাহকের সম্মান নষ্ট হবে, সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হবে, নতুন ঋণ পাবে না, পরবর্তীতে মামলা/মোকদ্দমা হলে আইনি খরচ/কোর্ট-কাচারির খরচ বাড়বে, তথা হেনস্থা বাড়বে, ইত্যাদি বিষয়াদি গ্রাহককে বুঝিয়ে বলতে হবে।

সামাজিক চাপ প্রয়োগ : তার আত্মীয়-স্বজন, তথা পিতা-মাতা, ভাই-বোন, শ্বশুরবাড়ি, ইত্যাদিতে গিয়ে বিষয়টি নিয়ে বিনয়ের সাথে কথা বলা সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা/ওয়ার্ড কাউন্সিলের চেয়ারম্যান/মেম্বারদের সহযোগিতা নিয়ে সামাজিক চাপ প্রয়োগ করা।

বন্ধকি সম্পত্তি তত্ত্বাবধান : সংশ্লিষ্ট বন্ধকি সম্পত্তি ঘনঘন পরিদর্শন করা বন্ধকি সম্পত্তিতে ব্যাংকের সাইনবোর্ড অবস্থান নিশ্চিত করা সাইনবোর্ড না থাকলে প্রয়োজনে নতুন করে প্রদান করা। এক্ষেত্রে বাধাপ্রাপ্ত হলে, স্থানীয় থানা-পুলিশের সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে।

২. আইন-আদালতের মাধ্যমে

উপরিলিখিত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ব্যাংক সাধারণত খেলাপি ঋণ উদ্ধারে দুই ধরনের মামলা/মোকদ্দমা দায়ের করে থাকে।

- চেক ডিজঅনার মামলা (নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্ট অ্যাক্ট, ১৮৮১ অনুযায়ী)
- অর্থ ঋণ আদালতের মামলা (অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ অনুযায়ী)

চেক ডিজঅনার মামলা

যারা রিকভারিতে কাজ করেন, তারা সাধারণত চেক ডিজঅনারের মামলা দায়েরের পদ্ধতি সম্পর্কে বেসিক ধারণা রাখেন। তারপরও সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

- চেক-এর মেয়াদের মধ্যে তথা চেকে বর্ণিত তারিখ হতে ০৬ মাসের মধ্যে নগদায়নের জন্য প্লেস করতে হবে।
- ব্যাংকের কাউন্টারে স্বাভাবিকভাবে ব্যাংকের বিধিবিধান অনুযায়ী তা ডিজঅনার করতে হবে। ডিজঅনার স্লিপটি যত্নসহকারে সংরক্ষণ করতে হবে পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য।

- ডিজঅনার হওয়ার পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে গ্রাহককে নোটিশ দিতে হবে (লিগ্যাল নোটিশ)।
- লিগ্যাল নোটিশ প্রাপ্তির পরবর্তী ৩০ দিন গ্রাহক কর্তৃক চেকে বর্ণিত টাকা পরিশোধের সময়সীমা। উক্ত সময়সীমার মধ্যে টাকা পরিশোধ না করলে তার পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে অবশ্যই মামলা দায়ের করতে হবে। না হলে, মামলা তামাদিতে বারিত হবে।

চেক ডিজঅনার মামলার ক্ষেত্রে প্রায়ই কিছু সমস্যা তৈরি হয়, যা অনেক ক্ষেত্রেই শাখার ব্যবস্থাপক বা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ করণীয় বুঝতে পারেন না। এ ধরনের কিছু সমস্যা ও সমাধান তুলে ধরছি।

ক) জয়েন্ট একাউন্টের ক্ষেত্রে কোনো গ্রাহক মারা গেলে মামলা হবে কি না

উত্তর হলো- হ্যাঁ। ধরেন দুইজন ব্যক্তি মিলে একটা অপরাধ করার পর একজন মারা গেলে অপর জীবিত ব্যক্তির কি শাস্তি হবে না? নিশ্চয়ই হবে। তাহলে এক্ষেত্রেও চেক ডিজঅনারের মামলা জীবিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে চলবে। এক্ষেত্রে লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করার সময় একটু ভাষাগত পরিবর্তন আনতে হবে। চেকগুলো প্রদান করা হয় ঋণ মঞ্জুরির সময়। ব্যাংক কর্তৃক টাকা প্রদানের অনেকগুলো শর্তের একটি হলো- জামানতি চেক প্রদান করা। উক্ত শর্ত মেনেই গ্রাহক ঋণ গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে লিগ্যাল নোটিশে চেক প্রদানের তারিখ কৌশলে বর্ণনা করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ :

"জনাব,

উপরিলিখিত মক্কেলের নির্দেশনা মোতাবেক আমরা আপনি/আপনারা লিগ্যাল নোটিশ গ্রহীতা/গ্রহীতাগণকে নিম্নোক্ত লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করিতেছি :

১. ---------- (নোটিশ দাতার পরিচিতি)

২. ----------। মঞ্জুরিপত্রের শর্ত মোতাবেক ঋণ পরিশোধের শর্ত হিসেবে ঋণ মঞ্জুরের সময় আপনি ০২ নং লিগ্যাল নোটিশ গ্রহীতা আমার মোয়াক্কেলের অনুকূলে আপনার স্বহস্তে স্বাক্ষরিত কতকগুলি সিকিউরিটি চেক প্রদান করিয়াছেন, তন্মধ্যে একটি চেক যাহার নাম্বার ---------- ; যাহার একাউন্ট নাম্বার ----------এবং একাউন্টটির নাম- ----------।

৩. পরবর্তীতে আপনি ০২ নং লিগ্যাল নোটিশ গ্রহীতা ঋণের শর্ত মোতাবেক ঋণ পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হন। অন্তে, বিগত ১৭/০৯/২০২৪ ইং তারিখে আমার মক্কেল উক্ত চেক নং CAI 2916308, যাহার মূল্যমান ---------- (কথায়-----) টাকা মাত্র নগদায়নের জন্য আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি, -------- শাখায় জমা প্রদান করিলে তাহা অপর্যাপ্ত তহবিল (Insufficient Fund) মর্মে ডিজঅনার হয়, যাহা নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্ট অ্যাক্ট, ১৮৮১ এর ১৩৮ ধারার বিধান মোতাবেক একটি ফৌজদারি অপরাধ।

এমতাবস্থায়, আপনি/আপনারা অত্র লিগ্যাল নোটিশ গ্রহীতা/নোটিশ গ্রহীতাগণকে আইনি নোটিশ প্রদান করা যাইতেছে যে, অত্র নোটিশ প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে চেক-এ উল্লিখিত---------- (কথায়-----) টাকা মাত্র আমার মোয়াক্কেলের বরাবরে পরিশোধ করিবেন, অন্যথায় আমার মোয়াক্কেল উপযুক্ত/ক্ষেত্রমতো আইন আদালতের আশ্রয়-প্রতিকার প্রার্থী হইবেন। সেক্ষেত্রে, উদ্ভূত যাবতীয় অবস্থার জন্য আপনি/আপনারা অত্র লিগ্যাল নোটিশ গ্রহীতা /নোটিশ গ্রহীতাগণই দায়ী থাকিবেন।"

নোটিশের মূলকথা এভাবে বর্ণনা করা হলে উক্ত সমস্যাটি সমাধান করা সম্ভব। এভাবে বর্ণনার ফলে কোনো অপ্রাসঙ্গিক তথ্যের অবতারণা করতে হয় না, আবার মামলা করতে কোনো সমস্যাও হবে না।

খ) চেক-এর অ্যামাউন্ট কোনটা হবে

এক্ষেত্রে মঞ্জুরিপত্রের শর্ত শিরোধার্য। সাধারণত চেক সংক্রান্ত শর্ত থাকে যে প্রতি ০৬ মাসিক কিস্তির জন্য একটি করে চেক এবং একটি মাস্টারচেক, যা সমস্ত ঋণের লিমিটকে কাভার করে। সুতরাং দুই ধরনের চেক থাকে। কিস্তি চেক এবং মাস্টারচেক। কিস্তি চেক-এর ক্ষেত্রে মাসিক কিস্তির পরিমাণকে ০৬ দ্বারা গুণ করলে তা পাওয়া যাবে। ধরুন মাসিক কিস্তি ১০ টাকা। তাহলে চেক অ্যামাউন্ট হবে ১০*৬= ৬০ টাকা। যার তারিখ হবে ৬ষ্ঠ রিপেমেন্টের তারিখ। পক্ষান্তরে মাস্টারচেক-এর অ্যামাউন্ট হবে ঋণের লিমিট। অর্থাৎ ঋণের লিমিট যদি ৫০ লাখ হয়, তাহলে মাস্টারচেকেও ৫০ লাখ হবে। মাস্টারচেক-এর কোনো তারিখ হয় না। কেননা ঋণটি কবে খেলাপি হবে সেটা কেউই জানে না। এই চেকগুলো চার্জ ডকুমেন্টস সম্পাদন করার সময় পূরণ করে নেয়াটাই সঙ্গত। যদিও পরবর্তীতে পূরণ করে নেয়াতে আইনগত সমস্যা নেই। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে তা মঞ্জুরিপত্রের শর্ত মোতাবেক হয়। কোনোভাবেই তার বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই।

আউটস্ট্যান্ডিং কম/বেশি হলে : আউটস্ট্যান্ডিং অ্যামাউন্ট সংশ্লিষ্ট ঋণটির লিমিটের কম হোক আর বেশি হোক, লিমিটের উপরেই মামলা করতে হবে। কেননা গ্রাহক চেক দিয়েছেন লিমিটের, আউটস্ট্যান্ডিং-এর নয়। হয় কিস্তি চেক-এর মামলা করতে হবে অথবা মাস্টারচেক দিয়ে। এর ব্যত্যয় হওয়ার সুযোগ নাই।

গ) কিস্তি চেক-এ মামলা করা

কিস্তি চেক-এ মামলা করার একটা বিশেষ সুবিধা হলো ০৬ মাস পরপর উক্ত গ্রাহকের বিরুদ্ধে মামলা করা যাবে। ০৬ মাসের মধ্যে একাউন্টটি রেগুলার না করলে আবার একটা মামলা করা যাবে। এভাবে একটার পর একটা মামলা চলতে থাকবে। কেননা, প্রত্যেক চেক ডিজঅনার একটি আলাদা অপরাধ। এতে আইনগত খরচ বেশি হওয়ার একটা চান্স থাকে। যেটা একটু কৌশলে কমিয়ে আনা সম্ভব, যেমন : ঋণ অ্যামাউন্ট কম হলে লিগ্যাল নোটিশ-এর বিল কমানো, মামলা পরিচালনার বিল কমানো যেতে পারে। এতে আইনজীবীদেরও নাখোশ হওয়ার কারণ নেই। কেননা, ০৬ মাস পরপর মামলা হওয়ার সম্ভাবনা হলে, আইনজীবীদেরও মামলা প্রাপ্তির সংখ্যা বাড়বে।

ঘ) **নোটিশ প্রাপ্তি সংক্রান্ত জটিলতা**

চেক ডিজঅনার-এর মামলা করার ক্ষেত্রে আরেকটি সমস্যা আমরা প্রায়ই পাই, তা হলো ডিজঅনারের নোটিশ প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত গ্রাহক টাকা পরিশোধ করার একটা সময় পায়। যদি নোটিশই না পায়, তাহলে কীভাবে সেই সময় গণনা হবে। কেননা ব্যাংকের কোনো নোটিশ গেলেই নানা অবৈধ পন্থায় সেই খেলাপিরা ডাকপিয়নের চিঠি বিলি বন্ধ করে দেয়। ফলে, পোস্ট রিপোর্ট আসে যে ঠিকানায় কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। এক্ষেত্রে অনেক ব্যাংকার বুঝে উঠতে পারেন না। আবার অনেক প্যানেল আইনজীবীও অজ্ঞতাবশত বিষয়টা বুঝতে পারেন না। ফলে, পত্রিকায় লিগ্যাল নোটিশ প্রকাশ করে বসেন। এভাবে আইনগত খরচ বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে জেনারেল ক্লজেস অ্যাক্ট, ১৮৯৭ প্রযোজ্য। উক্ত আইনের ধারা ২৭ অনুযায়ী রেজিস্টার্ড পোস্টের মাধ্যমে কোনো চিঠি পাঠালে উক্ত চিঠি পোস্ট করার দিনই 'ডেলিভার্ড' হয়েছে বলে ধরে নেয়া হবে। ফলে, চেক ডিজঅনারের নোটিশ প্রদানের ক্ষেত্রে কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হলে উক্ত আইনের ধারা উল্লেখ করে শুনানি করলেই ব্যাপারটা সমাধান সম্ভব। এভাবে পত্রিকায় প্রকাশের খরচ বাঁচানো যায়। ঝামেলাও এড়ানো সম্ভব।

অর্থ ঋণ মামলা

অর্থ ঋণ আদালত প্রতিষ্ঠা করাই হয়েছে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের খেলাপি ঋণ পুনরুদ্ধার করার নিমিত্তে। ব্যাংকগুলো প্রায়শই খেলাপি গ্রাহকদের বিরুদ্ধে এই মোকদ্দমা দায়ের করে থাকে। অর্থ ঋণ মোকদ্দমা দায়ের করার ক্ষেত্রে কিছু বিষয় খেয়াল রাখা গুরুত্বপূর্ণ। যেমন :

১. অর্থ ঋণ আদালত আইনের ১২(৩) ধারা অনুযায়ী নিলাম বিক্রয়ের জন্য সচেষ্ট হওয়া। এই পর্বে সম্পত্তি বিক্রয় করা সম্ভব হলে অনেক সময়, শ্রম ও অর্থ বেঁচে যায়।

২. ১২(৫) ধারার ব্যবহার বৃদ্ধি করা। সাধারণত ব্যাংকগুলো এই ধারার সুবিধা নিতে অভ্যস্ত না। তবে এই ধারার মাধ্যমে রিকভারি কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা সম্ভব। যদিও এক্সিকিউটিভ/ডিসি অফিসগুলোতে এ ব্যাপারে যথাযথ বোঝাপড়ার ঘাটতি আছে বা অনীহা আছে। তবে, যথাযথ আইনি যুক্তি উপস্থাপনের মাধ্যমে এই সমস্যা সমাধান সম্ভব, তথা এই ধারার মাধ্যমে রিকভারি ত্বরান্বিত করা সম্ভব।

৩. যথাযথভাবে মোকদ্দমায় বিবাদীদেরকে উপস্থাপন।

৪. ঋণের সাথে সম্পর্কিত সকল বিষয় যথাযথভাবে উপস্থাপন।

৫. পাওনা টাকার হিসাব যথাযথভাবে প্রদান।

৬. জামানত থাকলে, যথাযথভাবে জামানতী সম্পত্তি আরজিতে উল্লেখ।

৭. চার্জ ডকুমেন্টস যথাযথভাবে উল্লেখ এবং আরজির সাথে সংযুক্তকরণ।

৮. সমন স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় না গেলে বিকল্প পদ্ধতিতে পত্রিকার মাধ্যমে সমন জারি করা।

৯. পারতপক্ষে হাতে-হাতে সমন জারি করার ব্যবস্থা করা, যাতে পত্রিকায় প্রকাশের খরচ না লাগে।

১০. যথাযথভাবে সাহসিকতার সাথে আদালতে স্বাক্ষী-জেরা সম্পন্ন করা।

১১. মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সদা-সচেষ্ট থাকা।

১২. মূল অর্থ ঋণ মোকদ্দমা রায় প্রাপ্তির পর এক বছরের জন্য অপেক্ষা না করে ডিক্রিতে প্রদত্ত টাকা পরিশোধের সময়সীমা অবসানের পরপরই জারি মোকদ্দমা দায়ের করা।

১৩. আদালতে নিলাম কার্যক্রম সম্পর্কে যথার্থ ধারণা রাখা।

১৪. অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ৩৪ ধারার বিধান মোতাবেক দেওয়ানী আটকাদেশের উদ্যোগ নেয়া। এক্ষেত্রে অনেকের ভুল ধারণা আছে যে- ৩৩(১) এবং ৩৩(৪) ধারার নিলাম না করলে ৩৪ ধারার গ্রেপ্তারি পরওয়ানা চাওয়া যাবে না। আইনের সুস্পষ্ট বিধান হলো- কমপক্ষে একবার নিলাম করে/চেষ্টা করেই ৩৪ ধারা মোতাবেক ওয়ারেন্ট চাওয়া যায়। সুতরাং ৩৩(১) এর নিলামের পরপরই খেলাপি/দায়িকের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরওয়ানা প্রার্থনা করা যায়।

১৫. সাধারণত দেখা যায় ব্যাংকরারা অজ্ঞতাবশত ৩৩(৫) ধারায় বেঁচা-বিক্রি-দখলের সনদ নিয়েই বসে থাকে। এক্ষেত্রে অবশ্যই আদালতের মাধ্যমে বন্ধকি সম্পত্তি দখলের ব্যবস্থা করতে হবে উক্ত সনদ প্রাপ্তির সাথে সাথে। নতুবা উক্ত ধারার যথার্থ ফলাফল পাওয়া সম্ভব না।

১৬. একই কথা প্রযোজ্য ৩৩(৭) এর মালিকানা সনদ নিয়েও। উক্ত সনদ প্রাপ্তির সাথে সাথে যথাযথভাবে আদালতের মাধ্যমে দখল নিতে হবে। দখলি পরওয়ানা না হলে অনেক ক্ষেত্রেই পরবর্তীতে এসি ল্যান্ড অফিস নামজারি করতে অপারগতা প্রদর্শন করে।

পুনঃতফসিল/পুনর্গঠন/এক্সিট

মোকদ্দমা হওয়ার পূর্বে বা মোকদ্দমা চলাকালীন অথবা মোকদ্দমা নিষ্পত্তির পরেও তথা সবসময়ই গ্রাহকের অবস্থাভেদে, তাদের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট সার্কুলার পরিপালন সাপেক্ষে গ্রাহকের ঋণটি পুনঃতফসিল/ পুনর্গঠন/ এক্সিট সুবিধা দেয়া যায়। এসব ক্ষেত্রে ব্যাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মেনে চলতে হবে।

পরিশেষে বলা যায় সমগ্র ব্যাংকিং খাত খেলাপি ঋণের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ জরুরি। সর্বতোভাবে খেলাপি ঋণ পুনরুদ্ধারে মনোনিবেশ না করলে এই ভয়াবহতা থেকে উদ্ধার পাওয়া সম্ভব নয়- দেশের অর্থনীতি ভালো হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৪৭৪৯
আইন কর্মকর্তা, লিগ্যাল অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়

সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থা : বৈশ্বিক নিরাপত্তা মানদণ্ডে সুরক্ষিত ব্যাংকিং

মো. বাঁধন আহমেদ তপু

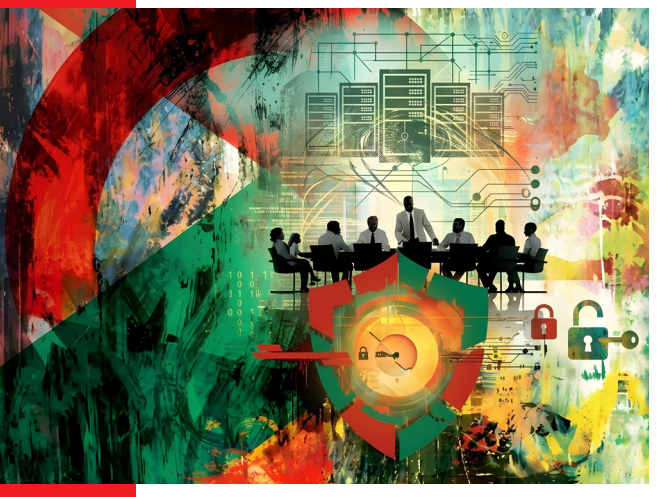

বিশ্বব্যাপী ব্যাংকিং খাতে সাইবার নিরাপত্তাকে এখন স্থিতিশীলতা ও ব্যবসা অব্যাহত রাখার একটি মূল ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। শীর্ষস্থানীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কাঠামোর অধীনে কাজ করে, যেখানে সার্বক্ষণিক নজরদারি, আগাম ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং স্পষ্ট দায়বদ্ধতার ওপর জোর দেওয়া হয়। এসব বৈশ্বিক চর্চার লক্ষ্য শুধু সাইবার হুমকি মোকাবিলা করা নয়, বরং ডিজিটাল আর্থিক ব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা বজায় রাখা, গ্রাহকের আস্থা নিশ্চিত করা এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থার নিয়মকানুন মেনে চলা।

আইএফআইসি ব্যাংক-এর সাইবার সিকিউরিটি কার্যক্রমও এই আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসরণ করেই গড়ে তোলা হয়েছে। আমাদের অপারেটিং মডেলে রয়েছে স্বীকৃত গভর্ন্যান্স ফ্রেমওয়ার্ক, সর্বাধুনিক সুরক্ষা প্রযুক্তি এবং সুসংগঠিত কার্যপ্রক্রিয়া– যার মাধ্যমে সাইবার নিরাপত্তা ব্যাংকের জন্য একটি কার্যকর, সক্রিয় এবং পরিমাপযোগ্য সুরক্ষা ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে।

প্রযুক্তিনির্ভর সুরক্ষা কাঠামো

আধুনিক বৈশ্বিক সাইবার নিরাপত্তা কৌশলে একাধিক স্তরের সুরক্ষা ব্যবস্থা, স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তি এবং দক্ষতা বিশ্লেষণের ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। আইএফআইসি ব্যাংক এই নীতিগুলো অনুসরণ করে একটি শক্তিশালী ও কার্যকর সুরক্ষা কাঠামো বাস্তবায়ন করেছে।

প্রিভিলেজড অ্যাকসেস ম্যানেজমেন্ট (PAM)

গুরুত্বপূর্ণ সিস্টেমে প্রবেশাধিকার (অ্যাডমিন) নিরাপদ রাখতে আইএফআইসি ব্যাংক একটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত আধুনিক PAM সমাধান ব্যবহার করছে। এর মাধ্যমে সিস্টেম বা অ্যাপ্লিকেশন-এ উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবহারকারীর কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ফলে অপব্যবহার বা অননুমোদিতভাবে সার্ভার-এ প্রবেশ করার ঝুঁকি অনেকটাই কমে যায়।

নেক্সট জেনারেশন এন্ডপয়েন্ট প্রোটেকশন ও অ্যান্টিভাইরাস

আইএফআইসি ব্যাংক-এর ৫,৫০০টিরও বেশি এন্ডপয়েন্টে Extended Detection & Response (EDR) প্ল্যাটফর্ম চালু করা হয়েছে। মেশিন লার্নিং ও ব্যবহারগত বিশ্লেষণ (behavioral analytics) ব্যবহার করে এই ব্যবস্থা সাধারণ অ্যান্টিভাইরাসের থেকে অধিক কার্যকরভাবে, দ্রুত এবং কম ভুলে কাজ করে। এর ফলে নতুন ধরনের জিরো-ডে হুমকি এবং জটিল ও দীর্ঘমেয়াদি সাইবার আক্রমণ (APT) তাৎক্ষণিকভাবে শনাক্ত ও প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়।

ডার্ক ওয়েব ও অ্যাটাক সারফেস ম্যানেজমেন্ট

অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থার পাশাপাশি আইএফআইসি ব্যাংক ডার্ক ওয়েব পর্যবেক্ষণ সুবিধা ব্যবহার করছে, যার মাধ্যমে আগেভাগেই তথ্য ফাঁসের ঝুঁকি শনাক্ত করা যায়। এতে করে কোনো অপারেশনাল ক্ষতি হওয়ার আগেই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে কর্মী ও গ্রাহকের তথ্য কোথাও প্রকাশ পাচ্ছে কি না তা শনাক্ত করা যায়, পাশাপাশি আইএফআইসি ব্যাংক-কে লক্ষ্য করে ছড়ানো ভুয়া তথ্যও চিহ্নিত করা সম্ভব হয়– যাতে প্রয়োজন হলে দ্রুত ব্যবস্থা ও সংশোধন করা যায়।

সিকিউরিটি ইনফর্মেশন অ্যান্ড ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট (SIEM)

সাইবার নিরাপত্তায় স্পষ্ট নজরদারি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ– যে হুমকি দেখা যায় না, তা প্রতিরোধ করাও সম্ভব নয়। এই লক্ষ্যেই আইএফআইসি ব্যাংক একটি আধুনিক ও আন্তর্জাতিক মানের কেন্দ্রীয় SIEM প্ল্যাটফর্ম চালু করেছে, যা SOAR (Security Orchestration, Automation and Response)-এর সঙ্গে সমন্বিত। এর ফলে রিয়েল-টাইমে সিস্টেম পর্যবেক্ষণ এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে সাইবার ঘটনার দ্রুত সমাধান সম্ভব হয়।

এই অবকাঠামোর মাধ্যমে নেটওয়ার্ক ও সিস্টেমের সব কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে নজরদারিতে থাকে এবং সম্ভাব্য হুমকি দ্রুত নিয়ন্ত্রণ করা যায়। সকল নিরাপত্তা সংক্রান্ত লগ একটি কেন্দ্রীয় ড্যাশবোর্ডে সংরক্ষণ করা হয়, যার মাধ্যমে একক নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র থেকেই পুরো প্রতিষ্ঠানের ওপর হওয়া বাহ্যিক আক্রমণের স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। এই সমন্বিত তথ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনা দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যকর প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যাংকের কার্যক্রম সুরক্ষিত রাখতে সহায়তা করে।

সিস্টেমের দুর্বলতা মূল্যায়ন (VAPT)

নতুন ও ক্রমাগত পরিবর্তনশীল সাইবার হুমকির মোকাবিলায়

এগিয়ে থাকতে হলে সিস্টেমের দুর্বলতাগুলো আগেভাগেই শনাক্ত করা অত্যন্ত জরুরি। এ লক্ষ্যেই আইএফআইসি ব্যাংক প্রতি তিন মাসে একবার গুরুত্বপূর্ণ সব ডিজিটাল অবকাঠামোর ওপর নিয়মিত ভালনারেবিলিটি অ্যাসেসমেন্ট পরিচালনা করে। এর মধ্যে সার্ভার, ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন এবং মোবাইল প্ল্যাটফর্ম অন্তর্ভুক্ত থাকে।

এই মূল্যায়নের ফলাফল সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে উপস্থাপন করা হয়, যাতে অতিস্বল্প সময়ে প্রয়োজনীয় সমাধান নেওয়া যায়। এই আগাম উদ্যোগের মাধ্যমে দুর্বলতাগুলো আক্রমণকারীর হাতে পড়ার আগেই শনাক্ত ও সমাধান করা সম্ভব হয়।

২৪×৭ সিকিউরিটি অপারেশনস সেন্টার (SOC)

আন্তর্জাতিক মানের ব্যাংকিং সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থায় সার্বক্ষণিক নজরদারি একটি অপরিহার্য শর্ত। এই লক্ষ্যেই আইএফআইসি ব্যাংক একটি ২৪×৭ সিকিউরিটি অপারেশনস সেন্টার (SOC) স্থাপন করেছে। তিনটি শিফটে দায়িত্বপ্রাপ্ত টিমের মাধ্যমে এই SOC নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিচালিত হয়, ফলে যেকোনো সাইবার ঘটনা দ্রুত শনাক্ত ও তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিক্রিয়া জানানো সম্ভব হয়।

আইএফআইসি ব্যাংক-এর SOC বিশ্লেষকরা রিয়েল-টাইমে অ্যালার্ট ট্রায়াজ, নিরাপত্তা হুমকি বিশ্লেষণ করে থাকেন। প্রতিদিন গড়ে SOC টিম ১০,০০০-এরও বেশি সিকিউরিটি আক্রমণ শনাক্ত ও প্রতিরোধ করে, যা ব্যাংকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তুলে ধরে।

কার্যক্রমের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে SOC-তে একটি সুসংগঠিত রিপোর্টিং ফ্রেমওয়ার্ক চালু আছে, যা প্রযুক্তিগত ফলাফলকে পরিচালনা পর্যায়ের তথ্য Intelligence-এ রূপান্তরিত করে :

- দৈনিক অপারেশনাল সারাংশ : ঘটনার সারসংক্ষেপ
- সাপ্তাহিক বিশ্লেষণাত্মক রিপোর্ট : হুমকির প্রবণতা চিহ্নিত করা
- মাসিক ব্যবস্থাপনা রিপোর্ট : ঝুঁকির অবস্থা ও প্রতিক্রিয়ার কার্যকারিতা মূল্যায়ন

এই রিপোর্টিং ব্যবস্থা স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা এবং পরিচালনা পর্যায়ের নজরদারি নিশ্চিত করে, এবং দেখায় যে দৈনন্দিন SOC কার্যক্রম সরাসরি ব্যাংকের কৌশলগত সুরক্ষা কার্যক্রমকে সমর্থন করছে।

আন্তর্জাতিক সনদপত্রের মাধ্যমে সাইবার নিরাপত্তা শক্তিশালীকরণ

আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি ISO 27001 এবং PCI-DSS দ্বারা সনদপ্রাপ্ত। আন্তর্জাতিকভাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো নিরাপত্তা মান নিশ্চিত করতে এই ধরনের স্বীকৃত ফ্রেমওয়ার্কের ওপর নির্ভর করে। আইএফআইসি ব্যাংক ISO/IEC 27001:2022 অনুসরণ করে তথ্য নিরাপত্তা শক্তিশালী করে এবং PCI-DSS মান মেনে কার্ডহোল্ডারের তথ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করে। এই সনদগুলো প্রমাণ করে যে আমাদের নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণ, নীতি এবং কার্যপ্রণালী বিশ্বমানের মানদণ্ডে পৌঁছেছে।

ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ সাইবার নিরাপত্তা নীতি ও প্রক্রিয়ার একটি পূর্ণাঙ্গ সেট ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, তথ্য সুরক্ষা, প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ, ঘটনার পরিচালনা এবং অডিট তদারকি নিশ্চিত করে। এসব কাঠামো প্রতিষ্ঠানের সব কার্যক্রমে নিরাপত্তা মানকে স্ট্যান্ডার্ডাইজড রাখে এবং তা নিরবচ্ছিন্ন পর্যালোচনা ও উন্নয়নের আওতায় থাকে।

কর্মী সচেতনতা ও প্রতিষ্ঠানগত প্রস্তুতি

মানবিক উপাদান সাইবার আক্রমণ প্রতিরোধের সবচেয়ে দুর্বল সংযোগ হতে পারে। এটি বোঝার ফলে আইএফআইসি ব্যাংক নিয়মিত সাইবার নিরাপত্তা সচেতনতা প্রোগ্রাম চালু করে। এই উদ্যোগগুলো কর্মীদের সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ফিশিং এবং অপারেশনাল হুমকি চিনতে ও প্রতিরোধ করতে সক্ষম করে। নিরাপত্তা সচেতন কর্মী তৈরি করা আন্তর্জাতিক সেরা চর্চার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং এটি প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরে সাইবার নিরাপত্তাকে সার্বিক দায়বদ্ধতা হিসেবে দৃঢ় করে।

পরিশেষে

আইএফআইসি ব্যাংক তাদের সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনায় আন্তর্জাতিক মানের নিয়মনীতি, পর্যবেক্ষণ এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। স্বীকৃত নিরাপত্তা কাঠামো, সার্বক্ষণিক SOC কার্যক্রম, আধুনিক প্রযুক্তি এবং দক্ষ কর্মীদের মাধ্যমে ব্যাংকটি তার সাইবার নিরাপত্তা বিনিয়োগকে বাস্তব ও কার্যকর সুরক্ষায় রূপ দিয়েছে। এর ফলে গ্রাহকের আস্থা বজায় থাকে, প্রতিষ্ঠানের বিশ্বাসযোগ্যতা রক্ষা পায় এবং বৈশ্বিক আর্থিক পরিবেশে উদ্ভূত নতুন নতুন সাইবার হুমকির জন্য ব্যাংকের ডিজিটাল সিস্টেম সবসময় নিরাপদ ও প্রস্তুত থাকে।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৪৭৪৩
সাইবার সিকিউরিটি অপারেশনস্
প্রধান কার্যালয়

IFIC

Bill Payments

Mobile Top UP

MFS

Fund Transfer

Credit Card Payment

সহজে, সবখানে
হাতের মুঠোয়

আইএফআইসি
আমার ব্যাংক

SCAN QR CODE
TO DOWNLOAD
THE APP

বিস্তারিত : ১৬২৫৫ ০৯৬৬৬৭ ১৬২৫৫

মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত তথ্য

নতুন নিয়োগকৃত কর্মকর্তার সংখ্যা **৫৯৬** জন

পুরুষ
৫১৬ জন
(৮৭%)

নারী
৮০ জন
(১৩%)

নারী-পুরুষ কর্মীর সংখ্যা **৫৮২০** জন

পুরুষ
৪১৯৩ জন
(৭২.০৪%)

নারী
১৬২৭ জন
(২৭.৯৬%)

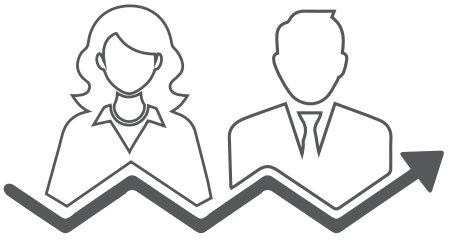

মোট পদোন্নতি **৭৮৯** জন

পরিবারের নবজাতক শিশু সদস্য **৯৫** জন

প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণের ধরন	গ্রহীতার সংখ্যা
(ক) কোর ব্যাংকিং	৬,৩৪২
(খ) সফ্‌ট স্কিল	৬০৬
(গ) অপারেশনাল এক্সেলেন্স	৩,২৯১

নতুনের বার্তা

জনাব শেখ আকতার উদ্দীন আহমেদ

উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও
চিফ অব লোন পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্ট

জনাব শেখ আকতার উদ্দীন আহমেদ আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি'র উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। দীর্ঘ ২৭ বছরের দেশীয় ও বৈদেশিক ব্যাংকিং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন জনাব আহমেদ ১৯৯৮ সালে ন্যাশনাল ব্যাংক পিএলসি'তে প্রবেশনারি অফিসার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। কর্মজীবনের শুরুতেই তিনি জেনারেল ব্যাংকিং, ক্রেডিট ম্যানেজমেন্ট, বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন এবং ফরেন রেমিট্যান্স কার্যক্রমে দৃঢ় ভিত্তি গড়ে তোলেন। পরবর্তী সময়ে শাখা ও প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন নেতৃস্থানীয় পদে দায়িত্ব পালনকালে তিনি ধারাবাহিকভাবে অপারেশনাল উৎকর্ষ ও কৌশলগত দূরদর্শিতার পরিচয় দেন।

দেশের বাইরে তিনি এক দশকেরও বেশি সময় চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন, যেখানে দেশব্যাপী ফরেন রেমিট্যান্স কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালনা, শাখা সম্প্রসারণ এবং বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব গড়ে তোলায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। দেশে ফিরে তিনি ন্যাশনাল ব্যাংক পিএলসি'তে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ডিভিশনের প্রধানের দায়িত্বের পাশাপাশি উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

জনাব আহমেদের পেশাগত দর্শন মূলত সততা, টিমওয়ার্ক এবং ধারাবাহিক উন্নয়নের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। বাস্তবমুখী সিদ্ধান্ত গ্রহণ, উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন টিম গঠন এবং শৃঙ্খলাভিত্তিক কর্মকাণ্ডে তিনি সুপরিচিত। তাঁর বিস্তৃত নেতৃত্বের গুণাবলি এবং সাফল্যের অভিজ্ঞতা আইএফআইসি ব্যাংকের কৌশলগত প্রবৃদ্ধি, পুনরুদ্ধার কার্যক্রম, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং সেবা উৎকর্ষে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

জনাব মোহাম্মদ রশীদুল কবীর রাজীব

চিফ রিস্ক অফিসার

আইএফআইসি ব্যাংকের চিফ রিস্ক অফিসার (CRO) হিসেবে জনাব মোহাম্মদ রশীদুল কবীর রাজীব ডিসেম্বর ২০২৫-এ যোগদান করেছেন। এই ভূমিকায় তিনি ব্যাংকের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামোকে শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন। বিশেষ করে ঝুঁকি শাসন (Risk Governance), মূলধন পুনর্গঠন (Capital Restoration) এবং সম্পদের গুণগত মান উন্নয়ন।

দুই দশকেরও বেশি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন দক্ষ রিস্ক প্রফেশনাল হিসেবে জনাব রাজীবের রয়েছে Prompt Corrective Action (PCA), IFRS 9 Expected Credit Loss (ECL), Operational Risk, Basel III, ICAAP, Stress Testing এবং Risk-Based Supervision (RBS)-এ গভীর দক্ষতা। তিনি সমস্যাগ্রস্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা, মূলধন অপ্টিমাইজেশন এবং টেকসই রিস্ক ট্রান্সফরমেশন বাস্তবায়নে প্রমাণিত সাফল্যের অধিকারী।

আইএফআইসি ব্যাংকে যোগদানের পূর্বে তিনি ব্যাংক এশিয়ার চিফ রিস্ক অফিসার এবং সিটি ব্যাংক ও সিটি ব্যাংক এনএ-তে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রিস্ক ম্যানেজমেন্ট পদে কাজ করেছেন।

জনাব রাজীব অস্ট্রেলিয়ার মোনাস ইউনিভার্সিটি থেকে অ্যাপ্লাইড ফাইন্যান্সে স্নাতকোত্তর এবং ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি থেকে ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস-এ এমবিএ ডিগ্রি অর্জন করেছেন।

নতুনের বার্তা

জনাব মোঃ মোজাহিদ কবির

হেড অব ইন্টারনাল কন্ট্রোল অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স

আইএফআইসি ব্যাংকের হেড অব ইন্টারনাল কন্ট্রোল অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স (ICC) হিসেবে জনাব মোঃ মোজাহিদ কবির গত ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে যোগদান করেছেন। তিনি ব্যাংকের সার্বিক কার্যক্রমে শক্তিশালী কমপ্লায়েন্স চর্চা বজায় রাখার পাশাপাশি নিয়ন্ত্রক সংস্থার বিধি প্রতিপালন এবং সুশাসন নিশ্চিত করতে জোরদার ভূমিকা রাখবেন। ২৬ বছরের কর্মঅভিজ্ঞতাসম্পন্ন জনাব কবিরের রয়েছে ব্রাঞ্চ ব্যাংকিং, ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ক্রেডিট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ইন্টারনাল কন্ট্রোল, কমপ্লায়েন্স, ইন্টারনাল অডিট এবং নিয়ন্ত্রক তদারকির মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিস্তৃত অভিজ্ঞতা। তিনি ফরেনসিক অডিট, ফরেন সাবসিডিয়ারি অডিট এবং রেমিট্যান্স ব্যবসা-সহ বিভিন্ন পেশাগত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। আইএফআইসি ব্যাংকে যোগদানের পূর্বে তিনি ন্যাশনাল ব্যাংকে হেড অব ইন্টারনাল কন্ট্রোল অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স ডিভিশন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও, তিনি বাংলাদেশভিত্তিক একটি শীর্ষস্থানীয় ফিনটেক প্রতিষ্ঠান এসএসএল কমার্স লিঃ, পদ্মা ব্যাংক, প্রাইম ব্যাংক, ডেল্টা লাইফ ইন্স্যুরেন্সে বিভিন্ন সিনিয়র পদে দায়িত্ব পালন করেছেন।

জনাব কবির ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে মাস্টার অব কমার্স (M.Com) ডিগ্রি অর্জন করেছেন এবং চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সির ফাইনাল পার্টের গ্রুপ-১ সম্পন্ন করেছেন।

জনাব খন্দকার আনোয়ার এহতেশাম

হেড অব ব্র্যান্ডিং, কমিউনিকেশনস অ্যান্ড কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স

আইএফআইসি ব্যাংক-এর ব্র্যান্ডিং, কমিউনিকেশনস ও কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স বিভাগের প্রধান হিসেবে জনাব খন্দকার আনোয়ার এহতেশাম সেপ্টেম্বর ২০২৫-এ আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এই পদে তিনি ব্যাংকের ব্র্যান্ড ইমেজ আরও সুদৃঢ় করা, জনসংযোগ কার্যক্রমকে এগিয়ে নেওয়া এবং মিডিয়া ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে সম্পর্ক আরও কার্যকরভাবে বৃদ্ধিতে কাজ করবেন। জনাব এহতেশাম মার্কেটিং কমিউনিকেশনস, বিজ্ঞাপন, ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপনা, জনসংযোগ এবং কোয়ালিটেটিভ রিসার্চে প্রায় দুই দশকের সমৃদ্ধ ও বহুমুখী অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। তাঁর কর্মজীবনে বিজ্ঞাপনী সংস্থা, ব্যাংকিং ও তথ্যপ্রযুক্তিসহ বিভিন্ন খাতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি কোকা-কোলা, নেসলে, আমেরিকান এক্সপ্রেস, ইন্টেল, সিমেন্স এবং বার্জার পেইন্টস-সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও দেশীয় ব্র্যান্ডের সঙ্গে কাজ করেছেন। এছাড়া ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি (ইউসিবি), ব্যাংক এশিয়া, ঢাকা ব্যাংক এবং ন্যাশনাল ব্যাংক-এর ব্র্যান্ডিং ও রি-ব্র্যান্ডিং কার্যক্রমে নেতৃত্বপ্রদানকারী ভূমিকা পালন করেছেন।

জনাব এহতেশাম দেশের শীর্ষস্থানীয় দুইটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মার্কেটিং ও কমিউনিকেশন বিষয়ে স্নাতক, স্নাতকোত্তর এবং উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্ল্যাটফর্মে ভিজিটিং ফ্যাকাল্টি ও গেস্ট স্পিকার হিসেবে অবদান রেখেছেন। পেশাগত জীবনের বাইরে তিনি একজন সৌখিন স্ট্রিট ও ডকুমেন্টারি ফটোগ্রাফার; তার কাজ দেশ-বিদেশে প্রদর্শিত, প্রকাশিত এবং স্বীকৃত হয়েছে। তাঁর সম্পর্কে আরও জানতে ভিজিট করুন: https://anwarehtesham.com

জনাব মোঃ জাকির হোসেন

হেড অব কার্ডস অ্যান্ড ডিজিটাল ব্যাংকিং

আইএফআইসি ব্যাংকের হেড অব কার্ডস অ্যান্ড ডিজিটাল ব্যাংকিং হিসেবে জনাব মোঃ জাকির হোসেন গত ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে যোগদান করেছেন। তিনি ব্যাংকের কার্ড ব্যবসায় টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জন, শক্তিশালী লাভজনকতা নিশ্চিতকরণে কার্যকর পোর্টফোলিও গঠন এবং বাজার চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক কার্ড ও রিটেইল অ্যাসেট পণ্য উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন।

জনাব হোসেন-এর রয়েছে প্রোডাক্ট ইনোভেশন, সেলস্ স্ট্র্যাটেজি এবং ফিন্যান্সিয়াল টেকনোলজিতে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা। দেশের ক্যাশলেস উদ্যোগে তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণ QR-ভিত্তিক পেমেন্ট, মার্চেন্ট অ্যাকুইজিশন এবং অ্যালায়েন্স বিজনেস ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে ডিজিটাল ব্যাংকিং সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তাঁর নেতৃত্বে কার্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (CMS) ও সুইচ মাইগ্রেশন, মার্চেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম উন্নয়ন, ই-পেমেন্ট গেটওয়ে (EPG) বাস্তবায়ন, ই-কেওয়াইসি (e-KYC) প্রকল্প এবং মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ইন্টিগ্রেশনের মতো গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ বাস্তবায়িত হয়েছে।

জনাব হোসেন প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি থেকে ফাইন্যান্সে এমবিএ এবং IBAIS ইউনিভার্সিটি থেকে CSIT-তে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ১৭ বছরেরও বেশি ব্যাংকিং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন জনাব হোসেন এর আগে ব্র্যাক ব্যাংক, দ্য সিটি ব্যাংক, লংকাবাংলা ফাইন্যান্স, এনআরবি ব্যাংক এবং এবি ব্যাংকে গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্বস্থানীয় পদে থেকে দায়িত্ব পালন করেছেন।

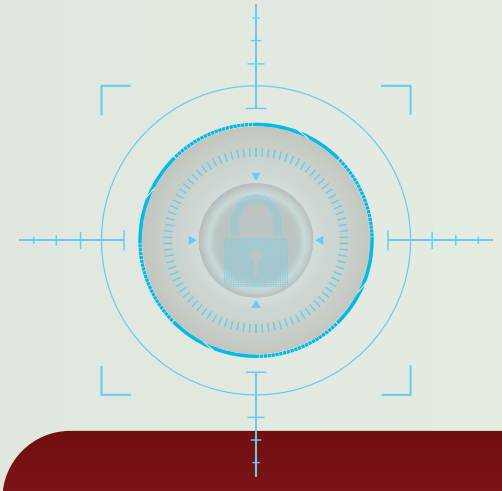

আপনার IFIC কার্ড/অ্যাপের PIN/OTP/CVV/ Expiry/Password কাউকে জানাবেন না, সন্দেহজনক QR/Link স্ক্যান/ক্লিক করবেন না। IFIC ব্যাংক গ্রাহকের কাছে এ সকল কর্মকাণ্ড করতে কখনও অনুরোধ করে না।

বিস্তারিত ১৬২৫৫

১৬২৫৫ ০৯৬৬৬৭ ১৬২৫৫ IFICBankPLC www.ificbank.com.bd

ক্যারিয়ার উন্নয়ন কার্যক্রম

আইএফআইসি ব্যাংকে বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মকর্তাদের পদোন্নতি প্রদান

পেশাগত কর্মদক্ষতা ও টেকসই প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার স্বীকৃতি স্বরূপ জুলাই থেকে ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত আইএফআইসি ব্যাংকের বিভিন্ন পর্যায়ে ৭৮৯ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। 'সেলিব্রেটিং ক্যারিয়ার প্রগ্রেশন' শীর্ষক পদোন্নতি প্রদান আয়োজনে মাসের প্রথম সপ্তাহে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট সদস্যদের উপস্থিতিতে কর্মকর্তাদের পদোন্নতিপত্র প্রদান করা হয়।

৪র্থ ব্যাচ ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি (ল' ও আইটি) সমাপনী অনুষ্ঠান

এমটি (ল' ও আইটি) ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

লিডারশিপ বিষয়ক সেশন

টিম বিল্ডিং অ্যান্ড লিডারশিপ বিষয়ক প্রশিক্ষণ

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট সচেতনতামূলক সেশন

ফাইন্যান্সিয়াল অ্যানালাইসিস বিষয়ক বিশেষ সেশন

ট্রেড প্রসেসিং বিষয়ক বেসিক কোর্স

সিএমএসএমই রিস্ক ও রিটেইল রিস্ক (সিআরএম ডিভিশন) বিষয়ক কর্মশালা

ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের জন্য বাস্কেট এক্সারসাইজ

'ক্রেডিট প্রপোজাল প্রস্তুতকরণ' বিষয়ক প্রশিক্ষণ

পেনশন স্কিম বিষয়ক প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশে সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও অর্থবছর ২০২৫-২০২৬ এর বাজেট বিষয়ক প্রশিক্ষণ

‘টিম বিল্ডিং অ্যান্ড লিডারশিপ’ বিষয়ক প্রশিক্ষণ

‘বিল্ডিং টুগেদার, টুওয়ার্ডস টুমরো’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম

ক্রেডিট ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ

‘লোন মনিটরিং ও এনপিএল ম্যানেজমেন্ট’ বিষয়ক কর্মশালা

‘লোন মনিটরিং ও এনপিএল ম্যানেজমেন্ট’ বিষয়ক কর্মশালা

আইএফআইসি নিয়ে আপনার ভাবনা

আইএফআইসি'তে বিচিত্র অভিজ্ঞতা

মশিউর রহমান তালুকদার রিজভি

ঘটনা ১

International Finance and Investment Corporation Bank সংক্ষেপে আইএফআইসি ব্যাংক। আরো সংক্ষেপে আইএফসি ব্যাংক। জি, ঠিকই পড়েছেন। আইএফআইসি ব্যাংক! কীভাবে? বলছি। টিএসও হিসেবে জয়েন করেছি রাজবাড়ী ব্রাঞ্চে। সেখান থেকে রিলিভিং-এ যাই বালিয়াকান্দি উপজেলার অন্তর্গত নলিয়া জামালপুর বাজার উপশাখায়। সেখানে কর্মরত অবস্থায় হাতে-কলমে কাজ শেখার দারুণ অভিজ্ঞতা অর্জন করি। ইনচার্জ শাকিল ভাই ও টিএসও অনিক ভাই দারুণ লোক। তাঁদের সাথে থেকে কীভাবে কাস্টমারের সাথে মিশে গিয়ে তাঁদেরই একজন হওয়া যায় তাই শিখলাম। একদিন হঠাৎ খেয়াল করলাম কাস্টমাররা কখনো আইএফআইসি ব্যাংক বলে না। তারা বলে আইএফসি ব্যাংক। আমার কাছে কেমন যেন মনে হলো। গভীরভাবে খেয়াল করার পর বুঝলাম তাঁদের এত বড় নাম পড়তে বেজায় অসুবিধা হয়। তাই তারা দেদারসে আইএফসি ব্যাংক, আইএফসি ব্যাংক বলে।

ঘটনা ২

একদিনের ঘটনা। আমাদের একজন পরিচিত কাস্টমার আরেকজনকে নিয়ে এসেছে একাউন্ট করানোর জন্য। বেশ ভালো কথা। যথারীতি একাউন্ট ওপেনিং-এর কাজ পড়েছে আমার ওপর। তো বিভিন্ন কথা বলতে বলতে হঠাৎ আমাদের পরিচিত কাস্টমার বললেন, "স্যার, এই লোক একাউন্ট করাতে চায় না। জোর করে নিয়ে আসলাম। সে কী বলতো জানেন?" আমি বললাম, কী বলতো? বলল, "আমরা মাটির নিচে টাকা রাখব তাও ব্যাংকে টাকা রাখব না। আর ইনি কিন্তু সত্যিই মাটির নিচে টাকা রেখেছেন। এই দেখুন প্লাস্টিকের ব্যাগে এখনো মাটি লেগে আছে।" আমি কৌতূহলী হয়ে তাকিয়ে দেখি সত্যিই মাটি লেগে আছে। পরক্ষণেই ভাবলাম মানুষ কতটা আইএফআইসি-কে ভালোবাসলে এভাবে এমন একজন মানুষকে একাউন্ট করার জন্য ব্যাংকে নিয়ে আসতে পারে! সত্যিই অবাক হয়েছি তাঁর কাজ দেখে।

ঘটনা ৩

নাম তাঁর আয়ুব আলী। পেশায় হলুদ ব্যবসায়ী। সে নলিয়া জামালপুর বাজার উপশাখার বেজায় ভক্ত। সে আমাদের সার্ভিসে এতটাই সন্তুষ্ট যে আমাদের শাখা ছাড়া আইএফআইসি'র অন্য শাখা বা উপশাখায় যেতেই চায় না। রবিবার দিন সকাল সকাল ব্যাংকে ২৫ লাখ টাকা ক্যাশ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। ভাউচার লিখতে লিখতে সে বলছে, "ভাই বৃহস্পতিবার খুলনায় গিয়েছিলাম ব্যবসার কাজে। সেখানে এক পার্টি থেকে ২৫ লাখ পেমেন্ট নিয়েছি। সেই টাকা ক্যাশে খুলনা থেকে নিজের সাথে নিয়ে এসেছি।" আমরা বললাম, ভাই এত রিস্ক নিয়ে কেন এত টাকা এত দূর বহন করে আনলেন? খুলনার যেকোনো শাখা বা উপশাখায় জমা দিলেও তো হতো। তাছাড়া বৃহস্পতিবার জমা দিলে দুই দিনের ইন্টারেস্টও পেতেন। সে আমাদের অবাক করে দিয়ে বলল, "ভাই আপনাদের সাথে আমার এত মহব্বত হয়ে গেছে, আপনাদের ব্যবহার আর সার্ভিস এত ভালো লাগে যে অন্য কোনো ব্যাংক তো দূরে থাক; আপনাদের অন্য কোনো শাখা বা উপশাখাতে যেতেও মন চায় না। আর দুই দিনের ইন্টারেস্টের কথা না হয় বাদই দিলাম।" একজন ব্যাংকের কর্মকর্তা হিসেবে

কাস্টমার থেকে এই ধরনের ফিডব্যাক পাওয়া আসলে অন্যরকম অনুভূতি।

এরকম কতশত ঘটনার প্রতিনিয়ত সাক্ষী হই। তাই, দুটো লাইন আইএফআইসি সম্পর্কে না বললেই নয়–

"এখানে সেখানে সবখানে
তাকিয়ে দেখো আইএফআইসি ব্যাংক,
প্রতিবেশী হয়ে ছড়িয়ে আছে
তোমার বাড়ির আঙিনাতে।"

এমপ্লয়ি আইডি : ০১১০৪৮
রাজবাড়ী শাখা, রাজবাড়ী

সংখ্যার বাইরে মানুষ, আর আমার প্রথম সাহস

কামরুন নাহার

আইএফআইসি ব্যাংকে যোগ দেওয়ার আগের দিনগুলো আজও মনে পড়ে। এই প্রতিষ্ঠানেই আমার প্রথম চাকরি, এখানেই আমার প্রথম ইন্টারভিউ, আর এখান থেকেই শুরু হয়েছিল আমার প্রথম আর্থিক লেনদেনের বাস্তব অভিজ্ঞতা। তখন সবকিছুই নতুন– পরিবেশ, নিয়ম, মানুষ, দায়িত্ব। ভয় ছিল, দ্বিধা ছিল, কিন্তু তার চেয়েও বেশি ছিল নিজেকে প্রমাণ করার ইচ্ছা।

ব্যাংকিং পেশা বাইরে থেকে দেখলে সংখ্যার খেলা– ডিপোজিট, প্রফিট, টার্গেট। কিন্তু কাজ করতে করতে আমি বুঝেছি, সংখ্যার আড়ালে লুকিয়ে থাকে মানুষের গল্প, বিশ্বাস আর সম্পর্ক। প্রথম দিকে কাউন্টারে বসে একজন গ্রাহকের সাথে কথা বলতেও পিছিয়ে আসতাম। কিন্তু প্রতিদিনের কাজ, সহকর্মীদের সহযোগিতা আর গ্রাহকদের আস্থা ধীরে ধীরে আমাকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছে।

এই চাকরিই আমাকে স্বনির্ভর করেছে– শুধু আর্থিকভাবে নয়, মানসিকভাবেও। আজ আমি মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারি, সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করতে পারি, প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি নির্ভয়ে। যে সাহস একদিন ছিল না, সেটি গড়ে উঠেছে এই ব্যাংকের প্রতিটি কর্মদিবসের মধ্য দিয়ে।

উপশাখায় দায়িত্ব নেওয়ার সময় চ্যালেঞ্জ ছিল প্রচুর। লোকেশনাল ভ্যালনারেবিলিটি, অর্থনৈতিক অস্থিরতা, নেগেটিভ মার্কেট নিউজ– সব মিলিয়ে ডিপোজিট সাসটেইন করাই ছিল সবচেয়ে বড় পরীক্ষা। অনেক সময় গ্রাহক আসতেন উদ্বিগ্ন মুখে, প্রশ্ন থাকত একটাই– "টাকা কি নিরাপদ?"

আমি তখন ব্যাংকারের পাশাপাশি একজন শ্রোতা হয়ে উঠেছি। হিসাবের খাতা খোলার আগে খুলেছি কথোপকথন। বোঝানোর চেষ্টা করেছি আইএফআইসি'র শক্ত ভিত, ট্রান্সপারেন্সি আর দীর্ঘমেয়াদি কমিটমেন্ট। কখনো একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, কখনো একজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক– প্রতিটি গ্রাহকের গল্প আলাদা হলেও বিশ্বাসের জায়গাটা ছিল এক।

গত দু'বছরে সবচেয়ে বড় সাফল্য ছিল গ্রাহকের ফিরে আসা। একজন গ্রাহক একদিন বলেছিলেন, "আপনাদের ব্যবহারটাই আমাদের ভরসা।" এই একটি বাক্যই আমার কাছে সব অর্জনের চেয়ে বড়।

আইএফআইসি ব্যাংক আমাকে শিখিয়েছে– ব্যাংকিং মানে শুধু লেনদেন নয়, এটি দায়িত্ব, সম্পর্ক আর বিশ্বাসের নাম। এই প্রতিষ্ঠানের সাথেই আমার প্রথম সাহস, প্রথম আত্মবিশ্বাস আর প্রথম পরিচয় নিজের শক্তির সাথে।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৬২২৪
স্টিল মিল উপশাখা, চট্টগ্রাম

প্রতিটি রিকভারি কেস আলাদা– "চাপ নয়, কৌশলই শক্তি"

হাসান আলী

আইএফআইসি ব্যাংক আমার কাছে শুধু একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান নয়; এটি একটি দায়িত্বশীল ও মূল্যবোধনির্ভর ব্যাংকিং সংস্কৃতির প্রতীক। রিকভারি টিমে কাজ করার অভিজ্ঞতা আমাকে খুব কাছ থেকে বুঝতে শিখিয়েছে– একটি ব্যাংকের প্রকৃত শক্তি কেবল তার আর্থিক সাফল্যেই নয়, বরং তার নীতিমালা, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং টেকসই সমাধান প্রদানের সক্ষমতায় নিহিত।

রিকভারি কার্যক্রম অনেকের কাছে কেবল অর্থ আদায়ের প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, কিন্তু আইএফআইসি ব্যাংক এই ধারণাকে অনেক আগেই ভেঙে দিয়েছে। এখানে রিকভারি মানে চাপ প্রয়োগ নয়; বরং পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে, গ্রাহকের বাস্তবতা অনুধাবন করে, SOP ও নীতিমালার ভেতরে থেকে একটি গ্রহণযোগ্য সমাধানে পৌঁছানো। এই দৃষ্টিভঙ্গিই আইএফআইসি ব্যাংক-কে অন্যদের থেকে আলাদা করে।

Overdue বা Classified Account প্রতিটি কেসই ভিন্ন, প্রতিটি গ্রাহকের গল্প আলাদা। আইএফআইসি ব্যাংক আমাদের শিখিয়েছে, কোনো একক সমাধান সব ক্ষেত্রে কার্যকর হয় না। তাই কৌশল, ধৈর্য ও পেশাদারিত্বের সমন্বয় ঘটিয়েই আমাদের এগোতে হয়। রিকভারি টিম হিসেবে আমরা শুধু ব্যাংকের স্বার্থরক্ষা করি না; একই সঙ্গে গ্রাহককে আর্থিক স্থিতিশীলতায় ফিরিয়ে আনার পথ তৈরি করি।

আইএফআইসি ব্যাংক-এর শক্তিশালী SOP, স্পষ্ট গাইডলাইন এবং ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট রিকভারি কাজকে আরও কার্যকর করেছে। এখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ হয় তথ্যনির্ভর ও ঝুঁকি বিবেচনায় রেখে। এর ফলে রিকভারি কার্যক্রম হয় স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক এবং দীর্ঘমেয়াদে ফলপ্রসূ।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো আইএফআইসি ব্যাংক মানবিক মূল্যবোধকে কখনোই উপেক্ষা করে না। আর্থিক সংকটে থাকা গ্রাহকের সাথে আচরণে সহানুভূতি ও সম্মান বজায় রাখার বিষয়টি আমাদের সংস্কৃতির অংশ। এই ভারসাম্যই ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে আস্থার সম্পর্ক টিকিয়ে রাখে।

রিকভারি বিভাগের অংশ হিসেবে কাজ করতে গিয়ে আমি পেশাগত দক্ষতার পাশাপাশি দায়িত্ববোধ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা অর্জন করেছি। প্রতিটি কেস আমাদের শেখায়– ধৈর্য, কৌশল এবং নৈতিকতার সমন্বয় ছাড়া টেকসই রিকভারি সম্ভব নয়। আইএফআইসি ব্যাংক এই শিক্ষাগুলো বাস্তব কাজে প্রয়োগ করার সুযোগ তৈরি করে দেয়।

সবশেষে বলতে চাই, আইএফআইসি ব্যাংক-এর সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা আমাকে গর্বিত করে। রিকভারি টিমের একজন সদস্য হিসেবে আমি বিশ্বাস করি– সঠিক কৌশল, মানবিকতা এবং পেশাদারিত্বের সমন্বয়েই টেকসই রিকভারি সম্ভব। এই সংস্কৃতি আমাদের প্রতিদিন আরও দায়িত্বশীলভাবে কাজ করতে অনুপ্রাণিত করে এবং ব্যাংকের সামগ্রিক সাফল্যে অবদান রাখতে উৎসাহ দেয়।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৭৭৩২
লোন পারফর্ম্যান্স ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন, প্রধান কার্যালয়

গ্রামীণ ব্যাংকিং ও আমার ভাবনা

আর কে আসিফ খান

আমি ২০২১ সালে আইএফআইসি ব্যাংকে যোগদান করি এবং ২০২৩ সালে পাবনা জেলার সাঁথিয়ায় কর্মস্থল পাই। গ্রামীণ ব্যাংকিংয়ের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ ও চ্যালেঞ্জিং খাতে আমাকে সম্পৃক্ত করার জন্য আইএফআইসি ব্যাংকের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। ব্যাংক আমাকে একটি উপশাখার দায়িত্ব দিয়ে উপশাখা ইনচার্জ হিসেবে পাঠায়। অর্থাৎ একটি আউটলেটের সার্বিক ভালো-মন্দের দায়িত্ব আমার ওপর ন্যস্ত করা হয়। আমি এই সুযোগটি আন্তরিকভাবে গ্রহণ করি।

গ্রামীণ অর্থনীতি শক্তিশালী করা এবং গ্রামের মানুষকে ব্যাংকিং সেবার আওতায় আনার লক্ষ্যে আমাদের টিমের কাজ শুরু হয়। আমরা দিনরাত চেষ্টা করেছি সাধারণ মানুষকে ব্যাংকের সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে বোঝাতে এবং সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করতে। তবে বিষয়টি মোটেও সহজ ছিল না। মানুষের মানসিকতা ও বাস্তবতা বিবেচনায় নিয়ে আমাদের বারবার পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনতে হয়েছে।

এই যাত্রায় আইএফআইসি ব্যাংকের বিভিন্ন উদ্যোগ আমাদের অনেক সহায়তা করেছে। বিশেষ করে 'প্রতিবেশী উৎসব' ও 'মধুমাস' কর্মসূচি গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সঙ্গে আমাদের সেতুবন্ধন তৈরি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শুরুতে সাঁথিয়ায় বড় একটি চ্যালেঞ্জ ছিল উপশাখা ব্যাংকিং ধারণা। অনেকেই কখনো এত স্বল্প কর্মী নিয়ে মূলধারার ব্যাংকিং দেখেননি, ওয়ান স্টপ সার্ভিস সম্পর্কে তাঁদের ধারণা ছিল না। ধীরে ধীরে আমরা বোঝাতে সক্ষম হই যে, আইএফআইসি ব্যাংকে এক কাউন্টার থেকেই সব সেবা পাওয়া যায়।

প্রথম দিকে সবচেয়ে বেশি বিস্ময় তৈরি করেছিল মাত্র ১০ মিনিটে হিসাব খোলার সুবিধা। পরবর্তীতে এটি এলাকায় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং মানুষ বুঝতে শুরু করে যে আইএফআইসি ব্যাংকে হিসাব খুলতে কোনো ঝামেলা নেই।

আমার অভিজ্ঞতায়, গ্রামীণ ব্যাংকিংয়ের সবচেয়ে বড় অন্তরায় হলো সাধারণ মানুষের ব্যাংকভীতি। তারা মনে করে, অল্প টাকা সঞ্চয়ের জন্য ব্যাংকে গিয়ে হয়রানির শিকার হতে হবে। এই ভয় দূর করাই ছিল আমার প্রধান লক্ষ্য। আমি বিশ্বাস করি, একজন বা দু'জন গ্রাহক যদি সত্যিই অনুভব করেন যে ব্যাংক তাঁদের সম্মান দিচ্ছে ও অগ্রাধিকার দিচ্ছে, তাহলে বাকিরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসতে শুরু করবে।

গুজব ও অপপ্রচারও গ্রামীণ ব্যাংকিংয়ের একটি বড় বাধা। এমন গ্রাহকও পেয়েছি, যারা নিরাপত্তার অভাবে বা গুজবে টাকা মাটির নিচে কলসিতে রাখেন। গ্রামীণ ব্যাংকিংয়ে কৃষকদের ক্ষেত্রে সিজনভিত্তিক ঋণ প্রদান করতে হবে এবং স্থানীয় বিশ্বস্ত ব্যবসায়ীদের সুপারিশে বা জামানতদারের মাধ্যমে ঋণ প্রদান করলে খেলাপি ঝুঁকি কম থাকবে।

গ্রামীণ ব্যাংকিংকে ছোট করে দেখার সুযোগ নেই। এখানে কাজ করতে হলে মানুষের মনস্তত্ত্ব বুঝতে হয়। ৫০০ টাকার ডিপিএস করতেও যে গ্রাহক আসেন, তাকেও সমান গুরুত্ব দিতে হবে। নতুবা তিনি আর ব্যাংকে ফিরবেন না, বরং নেতিবাচক ধারণা ছড়াবেন।

একবার ভ্যানে করে আমি আর তালহা (আমার অফিস সহকারী) যাচ্ছিলাম, ভ্যানচালক তালহাকে বলছে– "নতুন ব্যাংকটা ভালোই, কম লোক দিয়ে খুব দ্রুত সেবা দেয়, আমি ৫০০ টাকার ডিপিএস করেছি, চা পর্যন্ত খাওয়াইছে।" সে খেয়াল করেনি, আমি পাশেই বসে ছিলাম।

গ্রামীণ মানুষকে ব্যাংকের গুরুত্ব বোঝাতে হবে, আর্থিক সাক্ষরতা বাড়াতে হবে এবং সব কার্যক্রম কাগজের বাইরে মাঠপর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে– উঠান বৈঠক, পাড়া-মহল্লার আলোচনা এসবই গ্রামীণ ব্যাংকিংয়ের প্রাণ। কারণ, গ্রামীণ অর্থনীতি আমাদের জাতীয় অর্থনীতির একটি বিশাল ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৬৮৩৬
মনিপুর বাজার উপশাখা, গাজীপুর

শাখা-উপশাখা পর্যায়ে গ্রাহক সেবায় আইএফআইসি ব্যাংকের করপোরেট প্রতিশ্রুতি

এস. এম. গিয়াস উদ্দিন

ব্যাংকিং খাতের ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে টেকসই প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে হলে শুধু আধুনিক পণ্য ও প্রযুক্তি নয়, প্রয়োজন গ্রাহককেন্দ্রিক, মানবিক এবং পেশাদার সেবার সমন্বয়। আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এই দর্শন ধারণ করে শাখা-উপশাখা পর্যায়ে গ্রাহক সেবাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে আসছে।

শাখা-উপশাখা পর্যায়ে প্রতিদিন বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার গ্রাহক ব্যাংকিং সেবা গ্রহণে আসেন। হিসাব খোলা, ঋণ সংক্রান্ত পরামর্শ, এসএমই ও নারী উদ্যোক্তা সেবা, ডিজিটাল ব্যাংকিং সহায়তা– প্রতিটি ক্ষেত্রেই গ্রাহকের প্রয়োজন ও প্রত্যাশা ভিন্ন। আইএফআইসি ব্যাংকের কর্মকর্তারা গ্রাহকের সেই ভিন্নতা বিবেচনায় নিয়ে পেশাদারিত্ব, স্বচ্ছতা ও আন্তরিকতার সঙ্গে সেবা প্রদান নিশ্চিত করেন। এর ফলে গ্রাহকের আস্থা যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি ব্যাংকের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

শাখা-উপশাখা পর্যায়ের একটি বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, এক প্রবীণ গ্রাহক ডিজিটাল ব্যাংকিং সংক্রান্ত জটিলতায় উদ্বিগ্ন হয়ে উপশাখায় উপস্থিত হন। বিষয়টি অনুধাবন করে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ধৈর্যের সঙ্গে পুরো প্রক্রিয়াটি সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে সমস্যার সমাধান দেন। গ্রাহকের সন্তুষ্ট প্রতিক্রিয়া প্রমাণ করে– মানবিক আচরণ ও দায়িত্বশীল সেবাই ব্যাংকিং উৎকর্ষের মূল ভিত্তি।

আইএফআইসি ব্যাংক নারী উদ্যোক্তা ও এসএমই খাতকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে শাখা-উপশাখা পর্যায়ে কার্যকর ভূমিকা

পালন করছে। নারী উদ্যোক্তাদের জন্য হিসাব খোলা থেকে শুরু করে ঋণ আবেদন ও প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়। একইভাবে এসএমই গ্রাহকদের ক্ষেত্রে ব্যবসার ধরন অনুযায়ী পরামর্শভিত্তিক সেবা প্রদান করা হয়, যা উদ্যোক্তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

ডিজিটাল রূপান্তরের এই সময়ে আইএফআইসি ব্যাংক প্রযুক্তিনির্ভর সেবার পাশাপাশি গ্রাহকের ব্যবহারিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতেও গুরুত্ব দিচ্ছে। মোবাইল অ্যাপ, ইন্টারনেট ব্যাংকিং ও কার্ড সেবা ব্যবহারে গ্রাহক যেন স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন, সে জন্য শাখা-উপশাখা পর্যায়ে সরাসরি সহায়তা প্রদান করা হয়। এতে করে প্রযুক্তিভীতি কাটিয়ে গ্রাহকরা ধীরে ধীরে ডিজিটাল ব্যাংকিংয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত হচ্ছেন।

একজন ব্যাংকার হিসেবে সবচেয়ে বড় সাফল্য হলো গ্রাহকের সন্তুষ্টি ও আস্থা অর্জন। কোনো গ্রাহক যখন নির্ভরতা ও বিশ্বাস নিয়ে আইএফআইসি ব্যাংককে তাঁর আর্থিক অংশীদার হিসেবে বেছে নেন, তখন সেটিই আমাদের পেশাদার দায়িত্ব পালনের সর্বোচ্চ স্বীকৃতি।

পরিশেষে বলা যায়, শাখা-উপশাখা পর্যায়ে পেশাদারিত্ব, মানবিকতা ও দায়িত্বশীলতার সমন্বয়ই আইএফআইসি ব্যাংকের গ্রাহক সেবার মূল শক্তি। এই ধারাবাহিক প্রচেষ্টার মাধ্যমেই আইএফআইসি ব্যাংক একটি আস্থাশীল ও টেকসই আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে এগিয়ে যাচ্ছে।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৭৩৫৮
কৈবল্যধাম উপশাখা, চট্টগ্রাম

রং-তুলির গল্প

সাবিনা ইয়াসমিন
এমপ্লয়ি আইডি : ০০৫২৫০
মিরপুর-১২ উপশাখা, ঢাকা

শাকিলা আলম আনিকা
এমপ্লয়ি আইডি : ০০৯৩৬৫
কাশিপুর উপশাখা, নারায়ণগঞ্জ

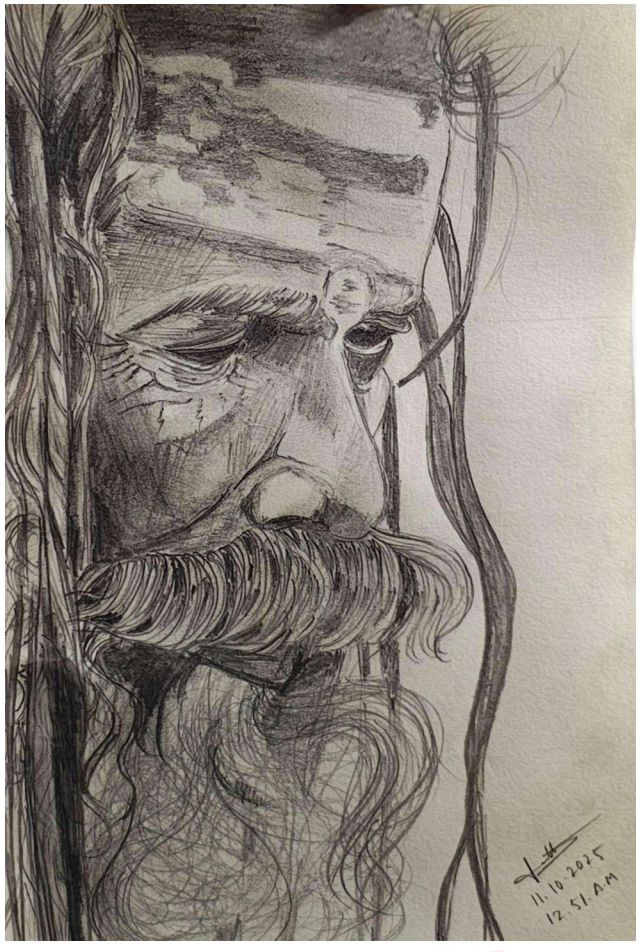

জয়ন্ত ভট্টাচার্য্য
এমপ্লয়ি আইডিঃ ০০৬৬৬১
শান্তিরহাট উপশাখা, চট্টগ্রাম

শাকিলা আলম আনিকা
এমপ্লয়ি আইডি : ০০৯৩৬৫
কাশিপুর উপশাখা, নারায়ণগঞ্জ

আশরাফুল করিম
এমপ্লয়ি আইডি : ০১১০২৩
ধড়কোড়া উপশাখা, কুমিল্লা

কবিতা

অতঃপর স্বাধীন বাংলা

ইফতেখার হোসেন চৌধুরী

তারা কত না হিংস্র হয়,
স্বার্থের প্রাণে শুধু খোঁচার আদলে
পূর্ণ সত্যের প্রাণ লয়,
তারা কত না হিংস্র হয়।

ভোগে কত না মত্ত রয়,
সবে দুবেলা নির্বাক উদরে
তবু বাঁচার যুদ্ধে না মিলে ক্ষয়,
ভোগে কত না মত্ত রয়।

রক্তের খেলায় শ্রেষ্ঠে সাধুর কথা কয়,
প্রথমে উজানার প্রাপ্তি মারে,
অতঃপর গলাকাটা লাশের ভয়–
রক্তের খেলায় শ্রেষ্ঠে সাধুর কথা কয়।

পাপীর নেইকো পাপের ভয়,
ঢাকিতে জোড়া, মিশে পুণ্য রম্যে
সুযোগে প্রভুর বিরুদ্ধে কথা কয়,
পাপীর নেইকো পাপের ভয়।

কত না আয়াসে সিদ্ধি পায়,
আরোপে হাসে, অপ্রয়োজনে লুটে
সম্ভবে মৃতের গলা টিপে লয়,
মূর্খের বাসনা
কত না আয়াসে সিদ্ধি পায়।

আদতে তারা কত না নির্বোধ হয়,
যে বাটে স্বর্গের নিদ্রায় হাসে
মৌলিক চাহিদায় ভরপুর আয়াসে,
ভুলে যায় সবি সে শাসিতের দয়া আপাময়!
আদতে তারা কত না নির্বোধ হয়।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৭৭৯০
কবিরহাট উপশাখা, নোয়াখালী

সুনিশ্চিত অনিশ্চয়তা

মোঃ হাসিব মাহমুদ

তোমাদের সম্মুখে সুনিশ্চয়তার খাঁচা রাখলেই–
তোমরা পরিযায়ী না হয়ে পোষা পাখি হও।
অতঃপর উন্মুক্ত আকাশের লোভে,
নিঃশব্দে চিবিয়ে খাও তোমাদেরই নির্দোষ ঠোঁট।

তোমরা স্নায়ুতে পোষো অভিলাষ, শরীরে পোষো স্বাচ্ছন্দ্য,
আরামকেদারায় শুয়ে তোমাদের পাহাড় দেখার শখ।
সামগ্রিক পরিবর্তন তোমাদের একান্তই কাম্য– অথচ
হাতের তালুতে জমছে নিয়ত সাংবিধানিক মেদ।

স্বপ্ন দেখতে পয়সা কিংবা পরিশ্রম লাগে না বলে–
সচেতন বিভ্রমে তোমাদের চোখের পাতা হয়েছে ভারী,

পিঠ হয়েছে কুঁজো, পা হয়েছে বাঁকা...
অজান্তেই তোমরা পকেটে পুষেছ– ভিক্ষাবৃত্তির হাত।

তোমাদের সম্মুখে সুনিশ্চিত জীবন রাখলেও–
বারবার তোমরা ফিরে যেতে চাও– অভিলাষী মৃত্যুর দিকে।

এমপ্লয়ি আইডি : ০১০২৬৪
মোল্লাহাট উপশাখা, বাগেরহাট

প্রস্তাব

মনীষা খন্দকার

প্রস্তাব, আমার একটি প্রস্তাব ছিল;
প্রস্তাব– অতীতের ভুল সংশোধনের,
প্রস্তাব– বর্তমানকে আগলে রাখার,
প্রস্তাব– সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ার।

প্রস্তাব এ সময়ের, এ প্রজন্মের।
প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম চলছে,
প্রস্তাব পরিবর্তনের পরিক্রমায় আছে।

এ পরিবর্তন মনের রক্তক্ষরণে,
এ পরিবর্তন দেহের আঘাতে,
এ পরিবর্তন সময়ের ব্যবধানে মন ও দেহের ব্যথা লাঘবে।

আজ এ ক্ষণে জীবনের প্রস্তাব পরিবর্তন বা স্থায়িত্বে নয়,
আজ এ ক্ষণে প্রস্তাব একসাথে পথ চলার; পরিবর্তন বা স্থায়ীকে গ্রহণ করার মাঝে–
প্রস্তাব একসাথে পথ চলার, নয়তো সমান্তরাল রেখার অবস্থানে।

প্রস্তাব লক্ষ্য অর্জনে অটুট মনোবলের–
সফলতা আর সুদিনের মাঝে।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৩৯২২
এসএমই রিস্ক ম্যানেজমেন্ট, প্রধান কার্যালয়

তোমার-আমার

মো. রনি হাওলাদার

তোমার সাথে আকাশ দেখব বলে
নীল মেঘের দেশে রামধনু আঁকি।
দু'চোখজুড়ে তারার রাজ্যে
তোমার-আমার আকাশ দেখা বাকি।

রোজ সকালে ঘাসের বুকে
বিন্দু বিন্দু শিশির নিয়ে
ভালোবাসার জলছবি আঁকি–
তোমার-আমার কুয়াশা দেখা বাকি।

গোধূলির আবির মেখে
রক্তিম সূর্যাস্তের সাক্ষী হবে নাকি?
শেষ বিকেলে তোমার-আমার সমুদ্র দেখা বাকি।

সবুজে সবুজে মিতালি আর
কিচিরমিচির পাখির ডাকাডাকি–
তোমার-আমার পাহাড় দেখা বাকি।

স্বপ্নগুলো সত্যি হবে যা ছিল কল্পনায়,
এমন সুখে স্রষ্টা যেন মহিমান্বিত করেন আমায়।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৮৭৩৯
ইছাপুরা বাজার-মুন্সিগঞ্জ উপশাখা, মুন্সিগঞ্জ

ধারণ করো

সৈয়দা তানজিনা বেগম

ধারণ করো সেই স্নিগ্ধ ভোর,
যেখানে রোদ ওঠে নরম সুরে;
জীবন-ব্যস্ততার মাঝেও যেন
একটু আশ্বাস রাখে।

ধারণ করো সেই মেঘলা দিন,
যেখানে বৃষ্টি দুঃখ ভুলে যেতে শেখায়;
ভেজা জানালার কাচে লিখে রাখে
সব না-বলা কথার গভীর পরিচয়।

ধারণ করো হৃদয়ের আলো,
যা ঝড়ের রাতেও নেভে না কখনো;
মানুষ পথ হারালেই সেখানে পায়
নিরাপদ থাকার অন্তরঙ্গ কারণ।

ধারণ করো ভালোবাসা–
যে ভালোবাসা দাবি করে না কিছু;
শুধু দেয়, শুধু থাকে
আকাশের মতো– নিঃশব্দ, বিস্তৃত, স্থির।

ধারণ করো তুমি নিজে,
নিজেকে;

কারণ তুমি হারালে, সব হারায়;
আর তুমি জিতলে, জিতে যায়
তোমার চারপাশের পুরো পৃথিবীটাই।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০১০৭৫
স্টক এক্সচেঞ্জ শাখা, ঢাকা

প্রত্যাশা

প্রণব মোদক

রাতটুকু আর যতখানিই বাকি,
আর যতটুকুই বা তক্কেতক্কে থাকা।
কবে পোহাবে শুকতারার কাল,
আর হবে পাখি তুমি আমার।

কাল ফুরোলে যদি আসো তুমি,
হোক না তর্জমা আমার কবিতাখানি।
কত মুক্তো এনে দেবো বলো,
যদি সাড়া পায় নিয়তিখানি।

কত সমুদ্রবৎ মহাবিপদ,
আর ঝঞ্ঝা বারণাবত,
রক্তপ্রদর আঘাত নিয়ে
এলেম তোমার কাছে।
ফিরাবে কি এখনি!!
গান না শুনিয়ে শেষ??

রাতটুকুই তো বাকি।
এরপর আবদার শুরু।
বদ্ধ যখন তোমার আঁচলে,
ঘ্রাণ নেবো কি শুধু!!!

আর যদি দেখো পথ হারিয়ে,
দূরে চলে যাই কভু,
পিছু ডেকো তুমি প্রত্যাশা মোর,
আছে এ অধিকারটুকু।

এমপ্লয়ি আইডি : ০১০৫৪৯
ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অফিস, প্রধান কার্যালয়

চিরদিনই অম্লান

প্রদীপ চন্দ্র দাস

কোনো বাঁধনেই বাঁধা যাবে না,
কোনো প্রকোষ্ঠেও বন্দি রাখা যাবে না;
কোনো বিশেষণেও বিশেষিত করা যাবে না,
কোনো নির্দিষ্ট সীমারেখাও নেই;
কোনো গণ্ডির মধ্যেও সে আবদ্ধ নয়।

কোনো পর্যায়েই এর আবেগ কমে না,
কোনো পরাশক্তির নিকটও এর পরাজয় নেই;
কোনো কূটকৌশলেও নয়!

কোনো ঢেউই এর কূলে চির ধরাতে পারে না,
কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগেও নয়!
কোনো অশুভ শক্তির পক্ষেও জয়ী হওয়া সম্ভব নয়।

কোনো প্রতারকও প্রতারিত করতে পারে না,
কোনো শত্রুও 'বন্ধু ও বন্ধুত্বের' সাথে পেরে উঠবে– এমনটি ভাবে না;
কোনো দিনও এটা ম্লান হবার নয়, বরং চিরদিনই অম্লান।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৩১৭১
প্রগতি সরণি শাখা, ঢাকা

গল্প ও স্মৃতিচারণ

হেমন্তের এক প্রান্ত বিকেল

সৈয়দা তানজিনা বেগম

হেমন্তের এক প্রান্ত বিকেল মানেই আমার কাছে এক অদ্ভুত নীরবতা। রোদটা তখন তীব্র নয়, আকাশে যেন হলুদ আর ধূসর রং মিশে থাকে। ঠিক এই সময়টাতেই তোমার ছবিটা হঠাৎ করে মনে পড়ে যায়, কোনো কারণ ছাড়াই, কোনো ডাক ছাড়াই। মনে হয়, এই বিকেলগুলোই বুঝি তোমাকে মনে করিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছে।

তুমি হারিয়ে গিয়েছিলে একদিন, খুব সাধারণভাবে। না কোনো অভিযোগ, না কোনো বিদায়। মানুষ আসলে এভাবেই হারিয়ে যায়, হঠাৎ, নীরবে। কিন্তু মানুষ হারিয়ে গেলেও তার রেখে যাওয়া চিহ্নগুলো হারায় না। তোমার লেখা চিঠিগুলো আজও আছে। সেগুলো পড়ে থাকে পুরোনো বইয়ের ভাঁজে, ড্রয়ারের কোণে, ঠিক শুকনো পাতার মতো; রং ফিকে, ছোঁয়া দিলে ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা, তবু অদ্ভুতভাবে জীবিত।

আমি যখন সেই চিঠিগুলো পড়ি, মনে হয় সময় থমকে গেছে। শব্দগুলো আগের মতোই আছে, কিন্তু অনুভূতিগুলো আরও গভীর হয়ে উঠেছে। তখন বুঝি, কাগজ শুধু কাগজ নয়, ওরা স্মৃতি ধরে রাখার নীরব ক্ষমতা রাখে। শুকনো পাতার মতোই, ঝরে পড়লে হালকা শব্দ হয়, কিন্তু সেই শব্দটাই বুকের ভেতর অনেক দূর পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

হেমন্ত আমাকে শিখিয়েছে ছেড়ে দেওয়ার সৌন্দর্য। গাছগুলো সবুজ হারায়, কিন্তু প্রতিবাদ করে না। পাতা ঝরে পড়ে, তবু মাটিকে দোষ দেয় না। তুমি যেমন চলে গিয়েছিলে, কিছু প্রশ্ন রেখে, কিছু উত্তর না দিয়ে। তোমার চলে যাওয়ায় শূন্যতা তৈরি হয়েছিল, কিন্তু সেই শূন্যতার ভেতরেই আমি নিজেকে খুঁজে পেয়েছি।

সময়ের সাথে সাথে আমি বদলেছি। চিঠিগুলো আর প্রতিদিন পড়া হয় না, কিন্তু ফেলে দেওয়ার সাহসও হয় না। কারণ সেগুলো শুধু তোমার নয়, আমারও ইতিহাস। মানুষ হারিয়ে যায়, সম্পর্কের রূপ বদলায়, কিন্তু কিছু স্মৃতি সময়ের সীমানা মানে না।

আজও হেমন্তের কোনো এক প্রান্ত বিকেলে, রোদ যখন নরম হয়ে আসে, বাতাসে যখন শুকনো পাতার গন্ধ থাকে, আমি থেমে যাই। তখন তোমার ছবিটা আবার মনে পড়ে যায়। আর মনে হয় মানুষ হারিয়ে যায় ঠিকই, কিন্তু তার চিঠিগুলো, তার স্মৃতিগুলো, শুকনো পাতার মতো হলেও, জীবনের ভাঁজে ভাঁজে পড়ে থেকেই গল্প বলে যায়।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০১০৭৫
স্টক এক্সচেঞ্জ শাখা, ঢাকা

বেকারের বিয়ে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম

বিএ পাস করতে না করতেই বড় ভাইয়া পাশের বাসার পিয়া খাতুনের সাথে বিয়ের কথা ফাইনাল করে ফেলল।

আমি বললাম, "একটা চাকরির ব্যবস্থা তো আগে হোক, না হলে পিয়া খাতুন আমাকে বাসর রাতেই ঘায়েল করে ফেলবে।" ভাইয়া গম্ভীর গলায় বলল, "ভয় পাস না। বিয়ে মানুষকে মানুষ বানায়।" এই 'মানুষ বানানোর প্রকল্পে' নিজের একমাত্র জীবন উৎসর্গ করলাম।

পিয়া খাতুনকে আগে থেকে খুব একটা দেখিনি। শুধু জানতাম, সে রান্না ভালো পারে, আর রাগলে প্রেশার কুকারও নাকি হুইসেল বাজানো বন্ধ করে দেয়। পিয়া খাতুন সম্পর্কে পাড়ায় আর যা যা শোনা যেত, তার সারসংক্ষেপ হলো :

- মুখে ফিল্টার নেই
- যুক্তি দিলে আগুনে ঘি ঢালে
- ভুল করলে দ্বিতীয় সুযোগ দেয় না, সরাসরি রায় দেয়।

এই তথ্যগুলোই আমার রাতে ঘুম হারাম করে দিয়েছিল। আমি ভাইয়াকে বললাম, "এই মেয়ে তো চাকরি না পেলে আমাকে নুন-লবণ দিয়ে রান্নায় ব্যবহার করবে!" ভাইয়া আবারও গম্ভীর স্বরে বলল, "আরে, মেয়ে মানুষ একটু কড়া না হলে সংসার চলে?" এই প্রশ্নের উত্তর আমি বিয়ের পরেই পেলাম।

বিয়ের দিন আমাকে সাজানো হলো এমনভাবে, আয়নায় তাকিয়ে নিজেকেই ভয় লাগছিল! মনে হচ্ছিল, এই লোকটা যদি চাকরি না পায়, সরাসরি নাট্যদলের ভিলেন হতে পারবে! বিয়ের দিন পিয়া খাতুন লাল শাড়ি পরে এমনভাবে তাকাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল এই শাড়ির ভেতরে লুকিয়ে আছে পুরো একটা পুলিশ স্টেশন। আমি সলজ্জ মুচকি হাসলাম। সে এমনভাবে তাকাল, যেন হাসিটাও অপ্রয়োজনীয় বিলাসিতা।

কাজি কাবিন পড়ালেন। আমি 'কবুল' বলার সময় একটু কাঁপলাম। পিয়া খাতুন ফিসফিস করে বলল, "জোরে বলো, সিদ্ধান্তহীন মানুষ আমার সহ্য হয় না।" আমি তখনই বুঝে গেলাম এ সংসারে আমি শুধু 'হ্যাঁ' বলার লোক! আর সিদ্ধান্ত পিয়া খাতুনের।

বাসর রাতে ঘরে ঢুকেই সে বলল, "বসো।"

আমি বসলাম।

"চাকরির খবর কী?"

আমি বললাম, "খবর আছে কিন্তু চাকরি নেই। না, মানে চাকরি খুঁজছি।"

"কত দিন ধরে?"

"বিএ পাসের পর থেকে।"

"মানে এখনো বেকার!"

এই 'বেকার' শব্দটা সে এমনভাবে বলল, মনে হলো এটা কোনো অপরাধের ধারা।

সে আবার বলল, "শোনো, আমি অলস স্বামী পছন্দ করি না। কাল থেকে সকাল সাতটায় ঘুম থেকে উঠে বের হবা। দুপুরে ফিরলে খবর আছে। যাও এখন শুয়ে পড়ো।"

ভাবছিলাম এটা কি বিয়ে, না কি সামরিক প্রশিক্ষণ?

এক ঘুমে বাসর রাত কেটে গেল! বিয়ের তিন দিনের মাথায়ই বুঝে গেলাম এটা সংসার না, একেবারে মিলিটারি ক্যাম্প। পিয়া খাতুন এখানে কমান্ডার-ইন-চিফ, আর আমি সদ্য ভর্তি হওয়া এক কাঁচা রিক্রুট। সকালে আমি একটু দেরি করে ঘুম থেকে উঠেছি। পিয়া খাতুন দূর থেকে গলা ছুঁড়ে মারল, "এই যে! ঘড়ি কি আজ ছুটি নিয়েছে?"

আমি চোখ কচলাতে কচলাতে বললাম, "আজ বের হতে একটু দেরি হবে।"

সে সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা আঘাত, "চাকরি কি বুঝে অপেক্ষা করে?"

কোনো সিলেবাসে এই প্রশ্নের উত্তর ছিল না।

নাস্তা দিতে গিয়ে সে বলল, "খাও। কিন্তু মনে রেখো, এই ডিমের পয়সা ইনভেস্টমেন্ট। রিটার্ন চাই।"

জিজ্ঞেস করলাম, "কিসের রিটার্ন?"

"মাসের শেষে বেতন।"

এরপর শুরু হলো দৈনিক রিপোর্টিং। আমি কোথায় গেলাম, কার সাথে দেখা করলাম, কয়টা ফর্ম জমা দিলাম, ইত্যাদি। একদিন আমি একটু রাগ করে বলেই ফেললাম, "তুমি কি আমার বউ, না কি চাকরির অফিসার?"

সে শান্ত গলায় বলল, "তুমি চাকরি পাওয়ার আগ পর্যন্ত আমি দুটোই।"

একদিন দুপুরে ফিরে দেখি সে বারান্দায় দাঁড়িয়ে। আমাকে দেখেই বলল, "এত তাড়াতাড়ি কেন?"

আমি বললাম, "ইন্টারভিউ হয়নি।"

সে ভ্রু কুঁচকে বলল, "মানে তুমি নিজেই বাদ পড়েছ?"

তারপর চায়ের কাপটা এমনভাবে নামাল, মনে হলো কাপটা চাকরির বাজারে আমার ভবিষ্যৎ।

আমি একদিন সাহস করে বললাম, "চাকরি পাওয়া কি এত সহজ?"

সে ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল, "সহজ না বলেই তো আমি বিয়ে করেছি।"

একদিন সত্যিই একটা ছোট চাকরি হলো। বেতন শুনে পিয়া খাতুন মিনিটখানেক চুপ করে থাকল। আমি ভয়ে ভাবলাম এবার বুঝি চাকরিটাও বাতিল!

তারপর সে বলল, "ঠিক আছে। আপাতত যুদ্ধবিরতি।"

আমি খুশিতে বললাম, "মানে?"

সে বলল, "মানে আজ রাতে ডাল একটু ঘন হবে।"

আমি বুঝে গেলাম এই সংসারে ভালোবাসা প্রকাশ পায় রান্নার মান দিয়ে।

সেদিন রাতে ঘুমানোর আগে সে বলল, "কাল কিন্তু সময়মতো উঠবা।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "চাকরি তো হয়ে গেছে!"

সে গম্ভীর গলায় বলল, "এইটা টিকে রাখার লড়াই।"

আমি চুপচাপ শুয়ে পড়লাম। মনে মনে ভাবলাম ভাইয়া ঠিকই বলেছিল, "সংসার মানুষকে সোজা করে।"

আমি পিয়া খাতুনের দিকে তাকাই। সে সুন্দর ঠোঁটে মুচকি হাসে। জগতের সবচেয়ে সুন্দর সে হাসি!

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৩০৮৪
ট্রেড সার্ভিস সেন্টার-১, প্রধান কার্যালয়

এক কাপ চায়ের অন্তরালে

তারজিনা রহমান

ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে সুহাসিনী উঠে পড়ে– কারণ সে শুধু একজন চাকরিজীবী নয়, সে একজন মা। সকালের নাস্তা তৈরি করতে করতেই সে মাথায় সাজিয়ে নেয় সারাদিনের হিসেব। অফিসে ক্লোজিং আছে, কাস্টমারের চাপ থাকবে, আবার ছেলেটার স্কুলে আজ পরীক্ষা।

ছেলেকে রেডি করে, টিফিন রেডি করে, নিজে কিছু একটা মুখে দিয়েই বেরিয়ে পড়ল। এক হাতে স্কুল ব্যাগ, অন্য হাতে ছেলেটিকে ধরে রাখার সাবধানতা। ছেলেকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে অফিসের দিকে দৌড়ানো। কেউ জানে না, এই টিপিক্যাল নারীদের মাথার ভেতর কত হিসেব একসাথে চলে।

অফিসে ঢুকেই বদলে যেতে হয় সুহাসিনীকে। আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠ, গোছানো কথা, দায়িত্বশীল সিদ্ধান্ত। সহকর্মীদের সাথে কাজের দায়িত্ব ভাগ করে নেওয়া। ব্যস্ততম দিনের মাঝে খুব বেশি সুযোগ মেলে না বাসায় ফোন দেওয়ার। কেউ বোঝে না– মাথার ভেতর হাজার চিন্তার মাঝেও সে হাসিমুখে কাজ করে যায়।

অফিসের কাজ শেষ করে বের হলো সুহাসিনী। বের হয়ে একটা চা নিয়ে হাঁটতে শুরু করল। ঘড়ির কাঁটা যতই এগোক, জীবনের

তাড়া যতই বেড়ে যাক, এই ছোট্ট সময়টা শুধুই তার জন্য রেখেছে সে। এই চা আর একাকীত্ব– এই সময়টুকুর মূল্য অনেক, কেউ চাইলেও এই সময়ের ভাগ সে দিতে চায় না কাউকে।

ঠক ঠক। দরজার কড়া নাড়তে থাকে। কখনো ডোর বেল বাজানো হয় না, বেলের শব্দে যদি বাচ্চাদের ঘুম ভেঙে যায়। বাইরে থেকেই শুনতে পায়, একটু একটু করে বড় হওয়া ছেলেটা ভেতর থেকেই উল্লাসে চিল্লে ওঠে, "বুড়ি আম্মু এসেছে!" বুড়ি যে কি না আধো আধো ডাক দিতে শিখেছে–মা... মা... সারাদিনের ক্লান্তি নিয়ে ঘরে ঢুকে কোনো কথা লাগে না, সন্তানের গায়ের সেই পরিচিত ঘ্রাণেই মন ভরে যায় স্বর্গীয় সুখে।

রাতে ঘরে ফিরে একই চক্র– বাচ্চাদের খাওয়ানো, পড়ানো, ঘর গোছানোর দায়িত্বগুলি পালাক্রমে শেষ করে। বাচ্চার মাথায় হাত দিয়ে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে জীবনের হিসেব মেলাতে চায় সে, কিন্তু কোথাও একটা জটিল অঙ্কের প্ররোচনায় হিসেবটা জটিলতার জাল ভাঙতে পারে না। সুহাসিনীর রাতের গভীরতা বাড়তে থাকে আর ভাবতে থাকে... আজও কি সে ভালো মা হতে পেরেছে?

চাকরিজীবী মা কখনো নিখুঁত হতে পারে না, কিন্তু সে প্রতিদিন চেষ্টা করে যায়। নিজের স্বপ্নগুলো পেছনে রেখে, শুধু সন্তানের ভবিষ্যৎটা সামনে রাখতে। সে জানে, একদিন তার সন্তান বুঝবে... মা অফিসে যেত দায়িত্ব এড়াতে নয়, বরং ভবিষ্যতে সন্তানের জন্য দায়িত্বটা আরও শক্তভাবে পালন করতে।

চাকরিজীবী মা কোনো অপরাধী নয়। তারা সংগ্রামী, অদমনীয় যোদ্ধা। যুদ্ধ করতে করতে সে অভ্যস্ত হয়ে যায়, জীবনে চাওয়া-পাওয়ার হিসেব তারা করে না। চাওয়াগুলি চাইতে চাইতে যখন ধুলোর মতো ধূসর হয়ে যায়, তখন তারা আশা ছেড়ে দেয়। কী হবে চাওয়ার সাথে পাওয়ার মেলবন্ধন না হলে? আসলে কিছুই হয় না।

আসলে সবাই যে বলে– এটা ছাড়া চলবে না, ওটা ছাড়া তার হবে না– সবই কিন্তু হয়ে যায়। সাথে মেনে নেওয়ার পাশাপাশি মনেও নিতে শিখে যায়। মানুষ আসলে অনেক কিছুই পারে যেটা সে জানে না। পরিস্থিতি তাদেরকে চিনিয়ে দেয়। অভিযোগের পাল্লাটা কারো কারো দিকে ওজনে ক্রমশ নিচে নামলেও, তোয়াক্কা করে চলতে পারে; মনে হয় এগুলো একজন সুহাসিনীর রোজগেরে চিরচেনা অভ্যাস।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৪৯১৮
গরিব-ই-নেওয়াজ অ্যাভিনিউ শাখা, ঢাকা

স্মৃতিকথায় আকিতা বেগম

নুরেন দূর্দানী

আমাদের জঞ্জালভরা শহুরে জীবনে টুকরো টুকরো স্মৃতি জমে থাকে। ব্যাংকের কাউন্টারে বসে থাকা মানুষটাকে বাইরে থেকে খুব নির্লিপ্ত মনে হয়। অথচ প্রতিদিন এই কাউন্টারের এপাশ-ওপাশ দিয়ে কত জীবনের গল্প নীরবে যাতায়াত করে, তার হিসেব কোনো লেজারে লেখা থাকে না। শহুরে ব্যস্ততার ভিড়ে

আমরা টাকা গুণি, হিসাব মেলাই, কিন্তু অজান্তেই মানুষের জীবন থেকে কিছু টুকরো স্মৃতি জমা করে রাখি; যেন অদৃশ্য কোনো ডিপোজিট।

মনে পড়ে প্রথম চাকরির দিন; অনেকগুলো বছর কেটে যাওয়ার পর মানুষের সাথে মানুষের সখ্যতা বাড়ে। সময়ের সাথে সাথে শিখেছি, মানুষের সাথে মানুষের হৃদ্যতা কত সহজে তৈরি হয়। কাউন্টারে দাঁড়িয়ে কেউ তার সঞ্চয়ের গল্প বলে, কেউ জীবনের ক্লান্তি খুলে ধরে। মুহূর্তের মধ্যেই অচেনা মানুষও আপন হয়ে যায়। এই অগণিত মুখের ভিড়ে একজন মানুষের কথা আজও আলাদা করে মনে পড়ে– আকিতা বেগম।

আকিতা বেগম নিয়মিত গ্রাহক ছিলেন। দুয়ারে দুয়ারে কাজ করে যা আয় করতেন, তা তিনি খুব হিসেব করে ভাগ করতেন। কিছু টাকা থাকত আবাসের খরচ, কিছু আহারের জন্য, আর বাকি অংশ একমাত্র সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য। প্রত্যেক মাসে তিনি এসে 'আইএফআইসি সহজ একাউন্ট'-এ টাকা জমা দিতেন। আমার কাউন্টারে দাঁড়িয়ে তিনি যেন নিজের স্বপ্নটা রেখে যেতেন; তিলে তিলে অর্জিত অর্থ– নিঃশব্দে, বিনয়ের সাথে।

একবার ঈদুল ফিতরের আগে তিনি অন্যরকম আনন্দ নিয়ে এসেছিলেন। সেদিন খুচরো নয়, বেশ ভালো অঙ্কের টাকা জমা দিলেন। হয়তো অন্য কারো কাছে তা বড় অঙ্ক নয়, কিন্তু আকিতা বেগমের কাছে নিজের খরচের পর জমা হওয়া হাজার টাকার প্রতিটি মুদ্রাই ছিল অনেক আনন্দ এবং উৎসবের। তিনি জানালেন, ঈদ করতে বাড়ি যাচ্ছেন। ছেলের জন্য নতুন শার্ট-প্যান্ট কিনেছেন। ছেলেটা এবার কলেজে পড়ে– এই কথাগুলো বলতে গিয়ে তাঁর চোখে গর্ব ঝিলমিল করছিল। আগামী মাসে উৎসবের পর আবার দেখা হবে– সেই আশা নিয়ে আমিও তাঁকে ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় দিলাম।

কিন্তু এরপর কয়েক মাস কেটে গেল। আকিতা বেগম আর এলেন না। প্রত্যেক মাসে হিসেব মেলাতে মেলাতে অজান্তেই তাঁকে খুঁজতাম। লাইনে ভিড় হলে উঁকি দিতাম– পরিচিত শাড়ি পরা কোনো নারীকে দেখা যায় কি না। নিয়মিত কাউকে না দেখতে পাওয়ার যে অদ্ভুত শূন্যতা, তা ব্যাংকের ব্যস্ত পরিবেশেও টের পাওয়া যায়।

তিন-চার মাস পর একদিন হঠাৎ লাইনের পেছনে তাঁকে দেখতে পেলাম। আকিতা বেগম শাড়ির আঁচলে মাথা ঢাকা, মুখে গভীর বিষণ্নতা। সবার কাজ শেষ করে যখন তিনি সামনে এলেন, আমি স্বাভাবিকভাবেই জানতে চাইলাম– ডিপিএস নিয়মিত দিচ্ছেন না কেন, কোনো সমস্যা হয়েছে কি না। তিনি যেন এই প্রশ্নের অপেক্ষাতেই ছিলেন। ভাঙা কণ্ঠে বলতে শুরু করলেন– কার জন্য তিনি ভবিষ্যতের টাকা জমাবেন! সব স্বপ্ন তো ফিকে হয়ে গেছে ঈদের আনন্দের দিনেই! তাঁর একমাত্র ছেলে বিকেলে বেরিয়ে কানে হেডফোন দিয়ে স্টেশনের লাইনে বসে মোবাইলে গেম খেলছিল। ট্রেন আসলেও সে টের পায়নি। যতোক্ষণে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল, ততক্ষণে ল্যাম্পপোস্টের ধাক্কা খেয়ে মুহূর্তেই ট্রেনের চাকার নিচে পিষে গেছে আকিতা বেগমের একমাত্র উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।

আমি তখন কাউন্টারের এপাশে বসে থাকা একজন ব্যাংকার মাত্র। আকিতা বেগম শাড়ির আঁচল টেনে চোখের অনর্গল পানি মুছে যাচ্ছেন অবিরত। আমিও কিছুটা রোবটের মতো নিয়ম অনুযায়ী শক্তভাবে বলে ফেললাম– জীবন চালিয়ে যেতে হবে, নিজের ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়টুকু করতে হবে। কথাগুলো বলার সময় বুঝেছিলাম, হিসেবের বাইরের এই ক্ষতির কোনো সমাধান আমার জানা নেই। চোখ মুছতে মুছতে আকিতা বেগম মাথা নেড়ে বিদায় নিলেন।

আমি আবার পেছনের লাইনের গ্রাহকদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। কিন্তু আকিতা বেগমের গল্প রয়ে গেল আমার সাথে। ব্যাংকিং জীবনে এমন অনেক গল্প জমে থাকে– যেগুলো কোনো রিপোর্টে ধরা পড়ে না, কোনো স্টেটমেন্টে লেখা থাকে না। সময়ের নিয়মে আমরা বদলি হয়ে যাই, শাখা বদলাই, শহর বদলাই– কিন্তু এই মানবিক স্মৃতিগুলোই আমাদের পেশাগত জীবনের সবচেয়ে নীরব, অথচ সবচেয়ে ভারী সঞ্চয়।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৫৭৫৩
তালতলা উপশাখা, ঢাকা

প্রথম আলো

মোহাম্মদ তানজীর আহমেদ

১৬ জুন, ২০২৫। সকাল ৮:৩০।

তাবাসসুমকে অন্যদিনের চেয়ে আজ বেশি ক্লান্ত লাগছে। আমি ফ্রেশ হয়ে এসে কিচেনে ঢুকে দেখলাম সে ফুটন্ত চায়ের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে; আমার শব্দ পেয়ে যেন সংবিৎ ফিরে পেল।

– "এই শরীর নিয়ে আমার জন্য রোজ চা-নাশতা বানানোর কি খুব দরকার?"

– "আহামরি কিছু তো বানাচ্ছি না। টেবিলে গিয়ে বসো, আমি নিয়ে আসছি, আবার দেরি হয়ে যাবে অফিসে যেতে।"

জানালা দিয়ে রোদ এসে ডাইনিং টেবিলের একটা কোণকে আলোকিত করে রেখেছে, তার মধ্য দিয়ে আমি ধুলোর উড়োউড়ি দেখছি।

– "আজ একটু তাড়াতাড়ি বাসায় এসো। দুপুরে কী খাও না খাও কিছুই তো জানি না। অসুখ একটা হলে কী করব আমি?"

এক হাতে ধরে রাখা ধোঁয়া ওঠা গরম চায়ের কাপ আর অন্য হাতের টোস্ট ও ডিম পোচের প্লেটটা আমার হাতে নিয়ে টেবিলে রাখলাম। সযত্নে স্ত্রীর হাতটা ধরে আমার পাশের চেয়ারটায় বসালাম।

– "যত দ্রুত সম্ভব কাজ শেষ করেই আমি বেরিয়ে পড়ব। তুমি আমাকে নিয়ে এত চিন্তা করো না, বিশ্রাম নাও। আমাকে নিয়ে ভাবার সময় তো পড়েই আছে, এখন আমাদের সন্তানকে নিয়ে ভাবার সময়। তুমি কোনো কাজই করবে না, আমি এসে সব করে দেব।"

তাবাসসুম ৯ মাসের অন্তঃসত্ত্বা। অফিসে গিয়ে সারাক্ষণ টেনশনে থাকতে হয় ওকে নিয়ে। যতই বলি রেস্ট নিতে, কাজ না করতে, কোনো কিছুই শোনে না। চাকরিবাকরি সব ছেড়ে স্বামীভক্ত গৃহিণী হওয়াটা আমিই মেনে নিতে পারি না, ও কীভাবে মানায় নিজেকে? এদিকে আমার পোস্টিংয়ের দরুন মেট্রোপলিটনের হাওয়া-বাতাসে বড় হওয়া দুরন্ত মেয়েটার উপজেলা আর ইউনিয়নের সাথে তাল মেলাতে প্রতিনিয়ত হিমশিম তো খেতে হচ্ছেই। আমার জন্য এত স্যাক্রিফাইস আমার মায়ের পরে এই মেয়েটাকেই সবচেয়ে বেশি করতে দেখলাম।

সকাল ১১:৩০। ক্লায়েন্টের সাথে কথা বলছিলাম, ঠিক তখনই কল এলো–

– "আমার খুব খারাপ লাগছে, তুমি কি একটু বাসায় আসতে পারবে?"

কাঁপা কণ্ঠস্বর ভেসে এল তাবাসসুমের। আমার মাথা শূন্য হয়ে গেল। দ্রুত অফিস থেকে বেরিয়ে ম্যানেজারকে কল দিয়ে ছুটির কথা বললাম। সদ্য ম্যানেজার হয়ে আসা অসম্ভব সহায়ক এবং প্রাণোজ্জ্বল হিমাদ্রি স্যারকে আগেই বলা ছিল যেকোনো সময়ে ছুটি লাগতে পারে। তিনি আমাকে দ্রুত আমার স্ত্রীর কাছে যেতে বললেন।

বাসায় গিয়ে তাবাসসুমকে নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছলাম যত দ্রুত সম্ভব। ওটি'তে নেওয়ার পর আমি বাইরে শুধু দোয়া পড়ছি আর টেনশনে নাই হয়ে যাচ্ছি। নিজের হার্টবিট স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি।

দুপুর ১:০৫। জোহরের আজান দিচ্ছে। আজানের ধ্বনিকে চিরে এক নবজাতকের চিৎকার আমার কানে এল। এর কিছুক্ষণ পরেই নার্স এসে একটি দেবশিশুকে আমার কোলে দিয়ে বলল–

– "আপনার ছেলে হয়েছে। বাচ্চার মা সুস্থ আছেন, কিছুক্ষণ পরেই দেখা করতে পারবেন।"

সন্তানকে দেখে আমার চোখ থেকে পানি বেরিয়ে এল। আমি বুকে জড়িয়ে ধরে মহান রাব্বুল আলামিনের কাছে মন ভরে কৃতজ্ঞতা জানালাম। আমার কী অনুভূতি হচ্ছিল তা একজন বাবা আর সৃষ্টিকর্তা ছাড়া কেউই জানবে না। এই মুহূর্ত আমার কাছে কখনো পুরোনো হবে না, কখনো সাদাকালো হবে না।

আমাদের এই পুরো জার্নিতে একমাত্র সহায়ক ছিলেন মহান আল্লাহ্ পাক। আর কেউই না। আমরা দুজনই এই প্রেগন্যান্সি জার্নিটার কাছে ছিলাম একেবারেই আনকোরা। তাই, কোনো বিপদ-আপদ ছাড়াই আমার সন্তানের রুহ তৈরি থেকে এই পৃথিবীর আলো দেখা পর্যন্ত যে সময়কালটা, এর পুরো দায়ভার নিয়েছিলেন শুধুই তিনি। তাঁর প্রতি আমার শুকরিয়া কখনোই শেষ হবে না। তিনি আমাকে এই জাহানের শ্রেষ্ঠ অনুভূতিটি দিয়েছেন, সবচেয়ে উত্তম উপহারটি দিয়েছেন– আমাদের অনুপ্রেরণা, আমাদের প্রথম সন্তান, আমাদের প্রথম আলো, আমাদের 'জেহুন'।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৭৫৬২
রামগঞ্জ-লক্ষ্মীপুর উপশাখা, লক্ষ্মীপুর

লীলাবতীর পাড়ে

মেহেদী হাসান

নীল চাঁদের আলো হেলে পড়েছে দলিরাম গ্রামের মাটির পথে। চারদিক নিস্তব্ধ– দূরে শুধু ঝিঁঝি পোকার গুঞ্জন আর কাছের বাঁশবাগানের মাথায় হাওয়া খেলার শব্দ।

এই গ্রামের কোনো পরিচিত বংশকুলেই নেই তোমার নাম। গুলশান-বনানীর ঝকঝকে ভবনের ছায়া এখানে পৌঁছায় না, নীলফামারী শহরের বড় ঘরের গর্বও না। কিন্তু আছে এক টুকরো জমি– অদ্ভুতভাবে আপন, অদ্ভুতভাবে গভীর।

জমিটার সামনে খনন হবে এক দিঘি– লীলাবতী। এখনো জন্ম নেয়নি, তবু মনে হয় বহুদিনের সঙ্গী। বর্ষার প্রথম ফোঁটা পড়লেই জল জমে উঠবে, আর শীতের ভোরে তার পাড়ে ঠান্ডা কুয়াশা নেমে আসবে। গ্রামের লোকেরা জানবে না কেন, কিন্তু সবাই বলবে– লীলাবতীর পানি নাকি একটু আলাদা, যেন পুরোনো কারো স্মৃতি ভাসে তাতে।

দিঘির ওপারে দাঁড়াবে তোমার দোচালা ঘর। কাঁচা ইট আর টিনের চাল, সামনে সরু বারান্দা। সেই বারান্দায় থাকবে একটি মাত্র বেঞ্চ– পুরোনো, কাঠের গায়ে ছোপ ছোপ দাগ, কিন্তু আশ্চর্য আরামদায়ক। সেই বেঞ্চেই তুমি ঘুমাবে, রাতের পর রাত।

জোছনার রাতে ঘুম ভাঙবে তোমার। চোখ খুলে দেখবে– সাদা আলো লীলাবতীর পানিতে পড়ে আলতো দুলছে। মনে হবে, তুমি কোনো অজানা পথিক, সুখ-দুঃখের ভিড় থেকে আলাদা হয়ে দাঁড়িয়ে আছো। শহরের কোলাহলের চেয়ে এ আলো বেশি সত্যি, বেশি গভীর। সেই আলোয় তোমার মনে হবে– গৃহত্যাগ আসলে মানুষের সব ছেড়ে যাওয়া নয়; বরং নিজের ভেতর ফিরে আসা।

বেঞ্চে শুয়ে তুমি ভাববে, জন্ম শহরে না থাকা বড় ঘর তোমাকে কখনো ডাকেনি। ডাক এসেছে এই অদ্ভুত শান্তির। সেই জোছনায় তুমি নিঃশব্দে বড় হয়ে উঠবে– না নামডাকের পথে, না সম্পদের ভারে– শুধু অস্তিত্বের সহজতায়।

ভোরের প্রথম আলো যখন বারান্দায় পড়ে, দূর থেকে মুরগির ডাক শোনা যায়। তোমার চোখ খুলে যাবে ধীরে ধীরে। চারপাশে ভিজে ঠান্ডা হাওয়া, লীলাবতীর জল মৃদু কাঁপছে। গ্রামের সকাল শুরু হচ্ছে, আর তোমার দিনের শুরুও ঠিক সেভাবেই– কোনো তাড়া নেই, কোনো বোঝা নেই।

এভাবে প্রতিটি দিন তোমাকে একটু একটু করে নিজের কাছে ফিরিয়ে আনবে। দলিরামের সেই জমি, লীলাবতী দিঘি, দোচালা ঘর আর বারান্দার বেঞ্চ– সব মিলিয়ে যেন একটাই সত্য বলে– মানুষের স্বপ্ন কখনো শহরের জমির পরিমাণে নয়, তার শান্তির গভীরতায় মাপা যায়।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৮০৩৫
মাঝিড়া উপশাখা, বগুড়া

মায়ের সঞ্চয় বাক্স থেকে ব্যাংক

অমিত ভাদুরী

সুজনদের ঘরের খাটের নিচে একটা ছোট টিনের বাক্স ছিল। পুরোনো, রং খসে পড়া, তবু মায়ের কাছে অমূল্য। বাক্সটার মুখে ছোট একটা তালা ঝুলত। চাবিটা থাকত মায়ের আঁচলের গিঁটে। সুজনের বাবা যখন জিজ্ঞেস করতেন, "ওটায় কী রেখেছ?" মা হেসে বলতেন, "ভবিষ্যৎ।" বাবা দিনমজুর। কাজ থাকলে ভাত, না থাকলে আলু-ভাত। সংসার চলত হিসেব করে। তবু মা প্রতিদিন বাজার থেকে ফেরার সময় পাঁচ টাকা, কখনো দশ টাকা আলাদা করে রাখতেন। কেউ জানত না। সুজন একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, "এত অল্প টাকা রেখে কী হবে?" মা বলেছিলেন, "অল্প অল্পে বড় হয় রে।" বছরের পর বছর সেই বাক্স ভারী হলো। টাকার সঙ্গে জমল স্বপ্ন : সুজনের পড়াশোনা, বোনের বিয়ে, অসুখে ঔষধ। কিন্তু টাকা থাকলেও ভয় ছিল। আগুন লাগলে? চুরি হলে? মা এসব ভাবতেন না, কিংবা ভাবলেও বিশ্বাস করতেন, নিজের হাতে থাকলেই নিরাপদ।

একদিন গ্রামে আইএফআইসি ব্যাংকের লোক এলো। উঠান বৈঠক। তারা বলল, ব্যাংকে টাকা রাখলে নিরাপদ, মুনাফা পাওয়া যায়, দরকারে ঋণও। মা চুপ করে শুনলেন। সভায় সুজনের মা বললেন, "শুনেছি, ব্যাংক তো বড়লোকের জায়গা।" ব্যাংকের কর্মকর্তা মুচকি হেসে বললেন, "এখন সবার জন্য।" কয়েক সপ্তাহ পর এক দুপুরে মা হঠাৎ সুজনকে বললেন, "চল, ব্যাংকে যাবি?" সুজন অবাক। খাটের নিচ থেকে সেই টিনের বাক্স বের হলো। তালা খুলতেই টাকার এক গন্ধ। গন্ধটি যেন কাগজের, সময়ের এবং অপেক্ষার। মা টাকা গুনলেন না, শুধু বললেন, "সব।"

ব্যাংকের ভেতরে মা অস্বস্তিতে ছিলেন। ফরমে সই, ছবি তোলা– সবই নতুন। কর্মকর্তা ধৈর্য ধরে বোঝালেন। আইএফআইসি'তে 'সহজ একাউন্ট' হিসাব খোলা হলো। টাকা জমা পড়ল। মায়ের চোখে তখন অদ্ভুত এক শান্তি, কিন্তু টিনের বাক্স থেকে ভারটা নামল বুকে। ফেরার পথে মা বললেন, "এখন কি টাকা আমার হাতছাড়া?" সুজন উত্তর দিল, "না মা, এখন টাকা আরও নিরাপদ।" মা হালকা হাসলেন। সেদিন সন্ধ্যায় খাটের নিচে বাক্সটা খালি পড়ে রইল। তালা খোলা, চাবি আঁচলে নেই। পরের মাসে মায়ের সঞ্চয়ে মুনাফা যোগ হলো। ছোট অঙ্ক, কিন্তু মায়ের চোখে বড় বিস্ময়। কিছুদিন পর অসুখে হাসপাতালে যেতে হলো বাবাকে। মায়ের চেক বই দিয়ে ব্যাংক থেকে টাকা তুলল সুজন। কোনো ভয় নেই, কোনো তাড়াহুড়া নেই। মা বললেন, "ভালোই তো।" একদিন মা নিজেই সুজনকে বললেন, "পাশের বাড়ির রশিদা খালাকে বলবি ব্যাংকে টাকা রাখতে।" সুজন অনুধাবন করল, টিনের বাক্স শুধু খাটের নিচ থেকে নয়, মায়ের মন থেকেও সরে গেছে।

এখনও বাক্সটা আছে। তাতে টাকা নেই, আছে স্মৃতি। আর ব্যাংকের পাসবইয়ে, পাতার পর পাতা, জমে আছে মায়ের সঞ্চয়। এবার তা নিরাপদ, নিয়মের ভেতরে, ভবিষ্যতের জন্য।

এমপ্লয়ি আইডি : ০১০১৬৫
সোনাপুর বাজার উপশাখা, রাজবাড়ী

ভ্রমণকথা

হিমালয়ের দেশে

ইমতিয়াজ হোসেন অলি

ছোটবেলা থেকে মধ্যবিত্তের বেড়াজালে বড় হওয়ায় বিদেশের মাটিতে পা দেওয়ার বিষয়টা অনেকটা স্বপ্নের মতো ছিল। কিন্তু জীবনে ধৈর্য ধারণের ফলে আল্লাহ্ কখনো হতাশ করেননি; একটু একটু করে অনেক কিছুই পেয়েছি। হোক সেটা নিজের টাকায় ভালো একটা ফোন, কিংবা নিজের প্রথম মোটরসাইকেল। চাকরির সুবাদে একটু একটু করে সঞ্চয়ের মাধ্যমে আমারও গত বছর বিদেশের মাটিতে পা দেওয়ার সৌভাগ্য হয় The Land of the Himalayas খ্যাত নেপালে।

ভ্রমণের শুরু কাঠমান্ডু দিয়ে। ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পা রাখতেই মনে হলো শহরটা যেন একসাথে অতীত আর বর্তমানকে বুকে জড়িয়ে রেখেছে। পুরোনো মন্দির, সংকীর্ণ গলি, ধূপের গন্ধ আর মানুষের কোলাহলে কাঠমান্ডু ছিল জীবন্ত। স্বয়ম্ভুনাথ আর পশুপতিনাথের মতো জায়গাগুলোতে দাঁড়িয়ে সময় যেন ধীর হয়ে এসেছিল। হাজার বছরের ইতিহাস চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকলে নিজের অস্তিত্বটাকেই ক্ষুদ্র মনে হয়।

থামেল ছিল এই ভ্রমণের সবচেয়ে প্রাণবন্ত অধ্যায়। সন্ধ্যা নামলেই থামেলের রাস্তাগুলো আলো, গান আর মানুষের ভিড়ে অন্য এক রূপ নিত। ক্যাফে, রেস্টুরেন্ট, ট্রাভেল শপ– সব মিলিয়ে একটা অবিরাম চলমান জীবন। ক্লান্ত শরীর নিয়ে বসে গরম কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে ভাবছিলাম, ভ্রমণ মানে শুধু জায়গা বদল নয়, মনটাকেও নতুন করে সাজানো।

এরপর যাত্রা পোখারার দিকে। পাহাড়ি রাস্তা পেরিয়ে যখন পোখারায় পৌঁছালাম, তখন মনে হলো প্রকৃতি এখানে আলাদা করে হাসে। ফেওয়া লেকের শান্ত জল, দূরে অন্নপূর্ণা রেঞ্জ– সবকিছু যেন নিখুঁত। ভোরবেলা সূর্যোদয়ের সময় পাহাড়ের চূড়ায় আলো পড়তে দেখে বুকটা অদ্ভুত এক প্রশান্তিতে ভরে গিয়েছিল। শহরের কোলাহল এখানে নেই, আছে নিঃশব্দ সৌন্দর্য।

পোখারা থেকে ঘান্ডরুক– এই পথটাই ছিল সবচেয়ে হৃদয়ছোঁয়া। পাহাড়ি গ্রাম, পাথরের পথ আর স্নিগ্ধ বাতাসে হাঁটতে হাঁটতে মনে হচ্ছিল, প্রকৃতি আমাকে আপন করে নিয়েছে। ঘান্ডরুকের ঘরবাড়ি, স্থানীয় মানুষের সরল হাসি আর পাহাড়ের বুক চিরে নেমে আসা মেঘ– সব মিলিয়ে এক নিঃশব্দ গল্প বলছিল। এখানে সময় থেমে থাকে, মানুষ নিজের ভেতরের শব্দ শুনতে পায়।

ভ্রমণের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর মুহূর্ত ছিল 'দ্য ক্লিফ' (The Cliff) থেকে বাঞ্জি জাম্প। দাঁড়িয়ে যখন নিচের অতল গহ্বরের দিকে তাকালাম, তখন বুকের ভেতর ভয় আর উত্তেজনা একসাথে ঢেউ তুলল। এক মুহূর্তের দ্বিধা, তারপর লাফ। সেই কয়েক সেকেন্ডে

মনে হলো, আমি সব বাঁধন ছেড়ে শূন্যে ভাসছি। ভয় মিলিয়ে গিয়ে জায়গা করে নিল মুক্তির অনুভূতি। বাঞ্জি শেষে দাঁড়িয়ে বুঝলাম– নিজেকে হারিয়ে ফেললেই কখনো কখনো নিজেকে নতুন করে খুঁজে পাওয়া যায়।

নেপালের এই ভ্রমণ আমাকে শিখিয়েছে- জীবন শুধু নিরাপদ গণ্ডির ভেতরে থাকার জন্য নয়। কখনো পাহাড়ের পথে হাঁটতে হয়, কখনো শূন্যে ঝাঁপ দিতে হয়– তবেই জীবন সত্যিকার অর্থে অনুভব করা যায়।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৫৯৫৮
আনোয়ারা শাখা, চট্টগ্রাম

জুয়েল থেকে মেরিনা : স্মৃতির সিঙ্গাপুর ডায়েরি

কাজি রাহাত আল ওয়াহেদ

অক্টোবর ২০২৫-এ সহধর্মিণীকে সঙ্গে নিয়ে সিঙ্গাপুর ভ্রমণটি ছিল আমাদের একসাথে প্রথম বিদেশ যাত্রা। ভ্রমণের মূল উদ্দেশ্য ছিল নতুন পরিবেশ দেখা ও একটি আন্তর্জাতিক নগরের কার্যকর পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা কাছ থেকে অনুভব করা।

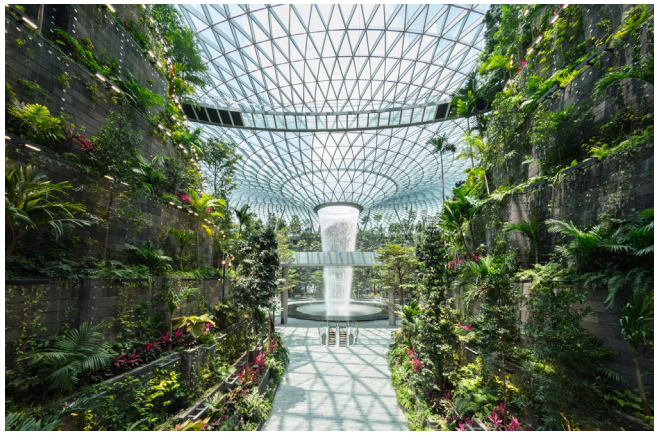

চাঙ্গি এয়ারপোর্টে নেমেই যেন বুঝে গিয়েছিলাম, সিঙ্গাপুর নিজেকে ধীরে ধীরে উন্মোচন করে। কৃত্রিম স্থাপনার মাঝেও প্রকৃতি যে এমন জীবন্ত হতে পারে, তা সেখানে না গেলে বিশ্বাস করা কঠিন। সেই মুহূর্তেই বুঝেছিলাম– এই ভ্রমণ শুধু দেখা নয়, অনুভবের।

রাতের মেরিনা বে আমাদের সামনে খুলে দিয়েছিল আলোর এক অনবদ্য ক্যানভাস। আকাশ ছুঁয়ে থাকা দালান, স্থির জলে প্রতিফলিত আলো আর শহরের নীরব গুঞ্জন– সব মিলিয়ে সময় যেন কিছুক্ষণের জন্য থেমে গিয়েছিল। 'গার্ডেনস বাই দ্য বে'-এর সুপারট্রিগুলো দাঁড়িয়ে ছিল ভবিষ্যতের প্রতীক হয়ে। আলো-ছায়ার খেলায় শহর হয়ে উঠেছিল কল্পনার চেয়েও বাস্তব।

ইউনিভার্সাল স্টুডিওস ও জুরাসিক ওয়ার্ল্ডে আমরা ফিরে গিয়েছিলাম শৈশবের বিস্ময়ে। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে কীভাবে বিনোদনকে অভিজ্ঞতায় রূপ দেওয়া যায়, তা এখানে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

ওশান অ্যাকুরিয়ামে প্রবেশ করতেই বিশাল কাচের দেয়ালের ওপারে ধীরগতিতে চলতে থাকা হাঙর, রে ফিশ ও অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণী এক ধরনের নীরব বিস্ময় তৈরি করে। সমুদ্রের গভীর জগৎ কতটা সুশৃঙ্খল ও ভারসাম্যপূর্ণ, তা কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়। এই অংশটি ভ্রমণের ব্যস্ততার মাঝে এক স্থির অভিজ্ঞতা হয়ে ছিল।

সিঙ্গাপুর জু (চিড়িয়াখানা)-তে প্রবেশ করলেই স্পষ্ট হয়, এখানে শুধু প্রাণী নয়, পরিকল্পিত অভিজ্ঞতাই প্রদর্শিত হচ্ছে। বিশাল খোলা এলাকা, ঘন বনজঙ্গল এবং পরিচ্ছন্ন পথ– সবকিছুই দর্শনার্থীর জন্য নিরাপদ ও প্রাকৃতিক পরিবেশের অনুকরণে সাজানো। বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী শান্তিপূর্ণভাবে তাদের পরিবেশে বিচরণ করছে। পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায়, প্রাণী সংরক্ষণ এবং মানুষের সহাবস্থানের ভারসাম্য বজায় রাখার বিষয়টি কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

এই সফর আমাদের কাছে শুধু পর্যটন অভিজ্ঞতা নয়; এটি ছিল একটি আন্তর্জাতিক নগরের শৃঙ্খলা, পরিকল্পনা ও উদ্ভাবনী চিন্তার বাস্তব পাঠ। একসাথে প্রথম বিদেশ ভ্রমণ হিসেবে সিঙ্গাপুর আমাদের স্মৃতিতে জায়গা করে নিয়েছে তার পরিপাটি ব্যবস্থাপনা ও বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতার জন্য।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৯৫৬১
বনশ্রী শাখা, ঢাকা

মেঘ-সূর্য-পাহাড়ের ডাকে

আর কে আসিফ খান

তারিখ : ০৭/১১/২০২৫

সদ্য সাঁথিয়া শাখা থেকে মনিপুর বাজার উপশাখায় বদলির আদেশ পেয়েছি। ০৯/১১/২০২৫ তারিখে আমার অফিশিয়াল জয়েনিং ডেট। এর মাঝখানের সময়টা যেন প্রকৃতির কাছে নিজেকে সঁপে দেওয়ার এক অদ্ভুত সুযোগ হয়ে এল।

আমরা কয়েকজন অফিস সহকর্মী মিলে আগেই একটি ট্যুরের পরিকল্পনা করেছিলাম। শুরুতেই কোথায় গিয়েছিলাম, তা বলছি না। বর্ণনার ভেতর দিয়েই পাঠক বুঝে নেবেন গন্তব্যের নাম ও মাহাত্ম্য।

যাত্রার শুরু

০৬/১১/২০২৫, রাত ১১টা ৪৫ মিনিট।

ঢাকার আরামবাগ থেকে আমাদের বাস ছাড়ার সময়। সাতজন মানুষ– সাত জায়গা থেকে এসে এক বিন্দুতে মিলিত হব। আমি নিজে আসছি পাবনা থেকে, তাও পুরো পরিবার নিয়ে। সম্ভবত সবচেয়ে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছেন লিয়াকত ভাই– দিনাজপুর থেকে। অনামিকা আপু এসেছেন মাগুরা থেকে, আরামবাগে বাস ধরতে।

ঠিক সময়েই যাত্রা শুরু হলো– একটি অজানা সবুজ ডাকের দিকে। এই ট্যুরে আমাকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞতা তন্নী আপু ও মারুফ ভাইয়ের প্রতি। প্রকৃতি, বিশেষ করে পাহাড়– আমাকে অসম্ভব টানে। আর যদি হয় দেশের অন্যতম সর্বোচ্চ চূড়া– তাহলে তো কথাই নেই।

এই চূড়ায় যাওয়ার ইচ্ছা বহুদিনের। কিন্তু দুটি কারণে যাওয়া হয়নি– এক, উপযুক্ত টিমের অভাব; দুই, দীর্ঘ ট্রেকিংয়ের বাধা। যখন জানলাম পাহাড় আরোহণের অনুমতি মিলেছে, তাও আবার চাঁদের খোলা গাড়িতে– তখন আর নিজেকে থামাতে পারিনি।

পাহাড়ের পথে

রাত ১২টায় ঢাকা ছাড়ি, সকাল সাড়ে আটটার দিকে পৌঁছে যাই বান্দরবান শহরে। একটি স্থানীয় হোটেলে ফ্রেশ হয়ে সকালের নাশতা সেরে নিই। বান্দরবান শহর দেখে বোঝার উপায় নেই– এই শহর কত বিশাল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দ্বাররক্ষক।

নাশতার পর মিনিবাসে রওনা হই রুমা বাজারের উদ্দেশ্যে। শহর পেছনে ফেলে পাহাড়ি আঁকাবাঁকা পথে যত এগোই, ততই সভ্যতার শব্দ কমে আসে। চারপাশে শুধু সবুজ, মেঘ আর পাহাড়– প্রকৃতির কোলে ঢুকে পড়ছি আমরা।

পাহাড়ের পথে

প্রায় দুই ঘণ্টার যাত্রা শেষে রুমা বাজারের একটু আগে একটি আর্মি ক্যাম্পে নামি। এখানে আমাদের সবার তথ্য নিবন্ধন করা হয়। দুপুরের খাবার সেরে আগে থেকে বুকিং দেওয়া চাঁদের গাড়িতে শুরু হয় আমাদের কাঙ্ক্ষিত চূড়ার দিকে যাত্রা।

ভয় আর উত্তেজনার মিশ্র অনুভূতি নিয়ে পাহাড়ি পথে এগোই। মাঝপথে হঠাৎ বৃষ্টি– যেন যাত্রাকে আরও রোমান্টিক করে তুলল। একসময় লেকপাড়ে বিরতি। পাহাড়ি ফল দিয়ে হালকা নাশতা, তারপর নীল স্বচ্ছ পানিতে গোসল– ক্লান্তি যেন মিলিয়ে গেল মুহূর্তেই।

সেই মাহেন্দ্রক্ষণ

আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন

বিকেল চারটার দিকে আমরা চূড়ায় পৌঁছে যাই। আগে থেকে বুকিং করা জুম ঘরে ব্যাগ রেখে ফ্রেশ হয়ে বের হই। হাতে চা-কফি, সামনে বিস্তীর্ণ আকাশ– সূর্যাস্তের অপেক্ষা।

অবশেষে আসে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। এত উঁচু থেকে জীবনে প্রথম সূর্যাস্ত দেখা। কী যে অপরূপ দৃশ্য– ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। রাতে আর্মি ক্যাম্পে ডিনার। এরপর রাত দুইটা পর্যন্ত গল্প, আড্ডা, হাসি। ঘুমাতে যাওয়ার আগে পরিবারকে মনে পড়লেও– এত উঁচুতে নেটওয়ার্ক নেই। পাহাড়ের এক কোণে দাঁড়িয়ে প্রিয় মানুষদের খোঁজ না পাওয়ার সেই অনুভূতি– অদ্ভুত এক শূন্যতা।

মেঘের ভেতর সূর্যোদয়

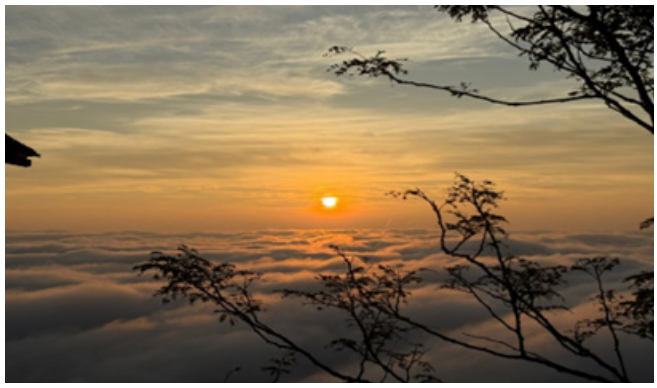

মেঘের আড়ালে সূর্যের উঁকি

এই পাহাড়ের আসল আকর্ষণ– মেঘের ভেতর থেকে সূর্যোদয় দেখা। উত্তেজনায় কারও ঠিকমতো ঘুম হলো না। ভোরে সময়মতো উঠে বের হই।

আহা! কী দৃশ্য!

মেঘের বুক চিরে সূর্য উঠে আসছে। ভাসমান মেঘগুলো চকচক করছে। কেউ কেউ বলে উঠল–"এখনই যদি মৃত্যু আসে, আফসোস নেই।" পৃথিবীর অদ্ভুত নিয়ম– সব সুন্দর দৃশ্য হয় খুব অল্প সময়ের। তবে সেই সৌন্দর্য মানুষের মনে থেকে যায় বহুদিন।

সূর্যোদয় শেষে আর্মি ক্যাম্পে নাশতা করি। এখানে তন্নী আপুকে ধন্যবাদ না দিলেই নয়– উনার এক নিকটাত্মীয় এই জোনের এরিয়া কমান্ডার হওয়ায় আমরা পেয়েছি রাজকীয় আপ্যায়ন। যেখানে জুম ঘরে রাত্রিযাপনের ব্যবস্থাই ছিল দুরূহ।

সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে নিষিদ্ধ এলাকা পার হয়ে পাহাড়ের শেষ সীমানায় পৌঁছাই। ভয়ংকর অথচ অপূর্ব সেই দৃশ্য আবার মনে করিয়ে দেয়– নিষিদ্ধ জিনিসের প্রতি মানুষের আকর্ষণ চিরন্তন।

ফেরার পথে

স্বল্প সময়ের ট্যুর হওয়ায় এবং নীলগিরি যাওয়ার পরিকল্পনায় আমরা কেওক্রাডংয়ের চূড়া থেকে ফেরার সিদ্ধান্ত নিই। পথে দেশের অন্যতম সাজানো পাহাড়ি গ্রাম মুনলাই পাড়া। সেখানেও পাহাড়ি ফল দিয়ে হালকা নাশতা।

নীলগিরি ভ্রমণ ও বান্দরবান থেকে ফেরার গল্প– পরবর্তী প্রকাশনায় আবার বলা যাবে।

সমাপ্তি কথা

মন চায় হারিয়ে যায়

এই ভ্রমণ শুধু একটি ট্যুর নয়– এটি ছিল নিজেকে নতুন করে আবিষ্কারের এক অনন্য অভিজ্ঞতা। কর্মব্যস্ত ব্যাংকিং জীবনের মাঝখানে প্রকৃতি যেন আমাদের শিখিয়ে দেয়– থামতে, দেখতে এবং অনুভব করতে।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৬৮৩৬
মনিপুর বাজার উপশাখা, গাজীপুর

চিত্রার পাড় থেকে বলছি

হাসান আলী

৩০ মে ২০২৫ তারিখটি LPMD ডিপার্টমেন্টের জন্য একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দিন হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ভ্রমণের আগের কয়েক দিন টানা বৃষ্টিপাতের কারণে নির্ধারিত আয়োজনটি নিয়ে সবার মাঝেই ছিল কিছুটা অনিশ্চয়তা। অনেকের মনেই আশঙ্কা ছিল– ভ্রমণের দিনেও বৃষ্টি হলে পরিকল্পিত কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে। তবে প্রকৃতি সেদিন আমাদের অনুকূলে থাকায় সব আশঙ্কা ভুল প্রমাণিত হয় এবং দিনটি পরিণত হয় এক সুন্দর ও সফল অভিজ্ঞতায়।

সকালে যাত্রা শুরুর সময়ও আকাশ ছিল বেশ মেঘলা এবং আবহাওয়া ছিল মনোরম। বৃষ্টির কোনো লক্ষণ না থাকায় সহকর্মীদের মধ্যে স্বস্তি ও ইতিবাচক মানসিকতা লক্ষ্য করা যায়। নড়াইলের মনোরম চিত্রা রিসোর্টে পৌঁছে সবুজে ঘেরা পরিবেশ,

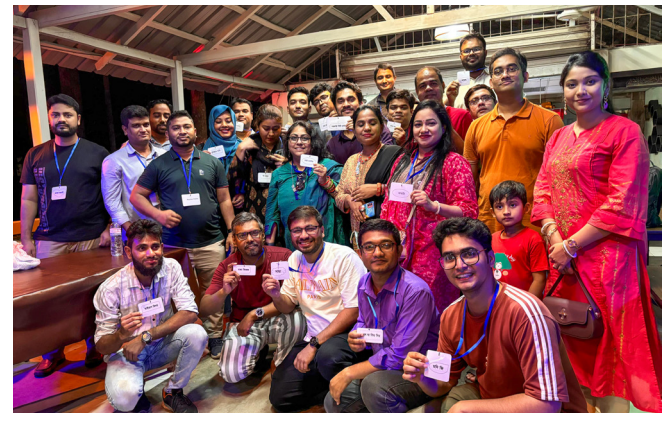

চিত্রার ভরা যৌবন, খোলা প্রাঙ্গণ ও শান্ত আবহ আমাদের সবাইকে মুহূর্তেই মুগ্ধ করে। এই অনুকূল আবহাওয়া ভ্রমণের পুরো সময়জুড়ে এক আনন্দঘন পরিবেশ সৃষ্টি করে, যা আমাদের ভ্রমণকে আরও মনোমুগ্ধকর করে তোলে।

এই ভ্রমণের মূল লক্ষ্য ছিল কর্মব্যস্ততার বাইরে সহকর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য, দলগত সংহতি ও ইতিবাচক সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করা। সে লক্ষ্যে দিনব্যাপী বিভিন্ন বিনোদনমূলক খেলাধুলার আয়োজন করা হয়। সিনিয়র ও জুনিয়র নির্বিশেষে সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে পুরো আয়োজনটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। কর্মক্ষেত্রের আনুষ্ঠানিকতার বাইরে এমন মিলনমেলা টিমওয়ার্ককে আরও জোরদার করতে কার্যকর ভূমিকা রাখে।

আয়োজিত সব খেলা আমার খুব ভালো লাগছিল, তবে লেজকাটা খেলা বিশেষভাবে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। খেলাটি শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সহকর্মীদের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। বন্ধুসুলভ প্রতিযোগিতা, কৌশল আর প্রাণখোলা হাসিতে পুরো পরিবেশ হয়ে ওঠে উচ্ছ্বাসে ভরা। এই খেলাটি কেবল বিনোদনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং মানসিক সতেজতা ও পারস্পরিক বন্ধন দৃঢ় করার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

খেলাধুলার ফাঁকে সবাই একসাথে বসে খাবার গ্রহণ করেন, যা ছিল আন্তরিক আলাপচারিতা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের একটি চমৎকার সুযোগ। এই মুহূর্তগুলো সহকর্মীদের মধ্যে সম্পর্কের গভীরতা বাড়ায় এবং একটি পারিবারিক আবহ তৈরি করে। দিনশেষে দলবদ্ধ ছবি তোলা এবং সবার মজার মজার ছদ্মনাম দেওয়ার মাধ্যমে দিনটির আনন্দঘন স্মৃতিগুলো সংরক্ষণ করা হয়।

ফিরতি পথে সবার মধ্যেই ছিল তৃপ্তি ও সন্তুষ্টির অনুভূতি। প্রতিকূল আবহাওয়ার আশঙ্কা নিয়ে শুরু হওয়া এই দিনটি যেভাবে সুন্দর পরিবেশ, সুশৃঙ্খল আয়োজন এবং সকলের আন্তরিক অংশগ্রহণে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার।

এই ভ্রমণ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়– পেশাগত উৎকর্ষের পাশাপাশি এমন উদ্যোগ কর্মীদের মানসিক উৎকর্ষ, পারস্পরিক আস্থা এবং দলগত শক্তি বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। চিত্রা রিসোর্টে LPMD ডিপার্টমেন্টের এই আয়োজন ভবিষ্যতেও একটি ইতিবাচক ও অনুপ্রেরণামূলক দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হবে।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৭৭৩২
লোন পারফরম্যান্স ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন, প্রধান কার্যালয়

ফটোগ্রাফি

কুয়াশার মায়াজালে একাকী যাত্রা

আজিমুল আবিদ খান রিফাত
এমপ্লয়ি আইডি : ০১০৮৬২
ফেনি শাখা, ফেনি

মেঘে ঢাকা পাহাড় আর আঁকাবাঁকা পথ-প্রকৃতির মাঝে হারিয়ে যাওয়ার এক অদ্ভুত হাতছানি
গ্যাংটক, সিকিম

মো. শামসিল আরেফিন
এমপ্লয়ি আইডি : ০০৯৯৭৯
বিরামপুর উপশাখা, জয়পুরহাট

Rose-ringed Parakeet

সব্যসাচী দাশ
এমপ্লয়ি আইডি : ০০৮৯২০
রিস্ক ম্যানেজমেন্ট, ইউনিট ২
প্রধান কার্যালয়

‘শুন্যের পথে যাত্রা’
মেঘনা তীরের কোলঘেঁষে কোনো এক লোকালয়ে
মতলব উত্তর

রেজাউল করিম
এমপ্লয়ি আইডি : ০১০৬১৩
আনন্দ বাজার উপশাখা, চাঁদপুর

ইভেন্টস্

আইএফআইসি ব্যাংকের গৌরবময় ৪৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপিত

যথাযথ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে আইএফআইসি ব্যাংক গত ৮ অক্টোবর তার ৪৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন করেছে। শাখা-উপশাখায় দেশের সর্ববৃহৎ ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক আইএফআইসি রাজধানীর পুরানা পল্টনে অবস্থিত নিজস্ব প্রধান কার্যালয় 'আইএফআইসি টাওয়ার'-এর মাল্টিপারপাস হলে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান জনাব মো. মেহমুদ হোসেন; স্বতন্ত্র পরিচালক জনাব কাজী মো. মাহবুব কাশেম (এফসিএ); ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব সৈয়দ মনসুর মোস্তফা; উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ, প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের প্রধান এবং ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

ব্যাংকের চেয়ারম্যান জনাব মো. মেহমুদ হোসেন তাঁর বক্তব্যে ৪৯ বছরের এই গৌরবময় সাফল্যের জন্য ব্যাংকের সকল সম্মানিত গ্রাহক, শেয়ারহোল্ডার, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি উল্লেখ করেন, সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা, আস্থা ও সহযোগিতার ফলেই আজ আইএফআইসি ব্যাংক এই অবস্থানে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, ভবিষ্যতে আইএফআইসি ব্যাংক তার সেবা, দক্ষতা ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

শুভেচ্ছা বক্তব্যে ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব সৈয়দ মনসুর মোস্তফা ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের প্রতি সময়োপযোগী দিকনির্দেশনা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নিরলস প্রত্যয়ের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি জানান, সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত আইএফআইসি ব্যাংক বর্তমানে সারা দেশে ১৪১৫টি আউটলেট এবং ৬,০০০-এরও বেশি নিবেদিতপ্রাণ কর্মকর্তা-কর্মচারীর মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের কাছে ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দিচ্ছে। তিনি আরও বলেন, আইএফআইসি গ্রাহকসেবার মানোন্নয়ন, আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর সেবা এবং ডিজিটাল ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্প্রসারণে নিরলস কাজ করে চলেছে, যাতে ভবিষ্যতের ব্যাংকিং আরও সহজ, নিরাপদ ও স্মার্ট হয়।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আনন্দঘন মুহূর্ত উদ্‌যাপনে অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ ও কর্মকর্তাবৃন্দ একসঙ্গে কেক কাটেন।

দেশব্যাপী বিভিন্ন বিজনেস কনফারেন্স/মিট-এ আইএফআইসি ব্যাংক

আইএফআইসি ব্যাংক উপশাখা বিজনেস মিট ২০২৫

২১ জুলাই ২০২৫ পুরানা পল্টনস্থ আইএফআইসি ব্যাংক-এর প্রধান কার্যালয়ে আইএফআইসি টাওয়ার-এর মাল্টিপারপাস হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে 'উপশাখা বিজনেস মিট ২০২৫'। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান জনাব মো. মেহমুদ হোসেন। হাইব্রিড মডেলে আয়োজিত উক্ত অনুষ্ঠানে শাখা-উপশাখা থেকে প্রায় ২৫০০ কর্মকর্তা সরাসরি অনলাইনে অংশগ্রহণ করেন।

অর্ধবার্ষিক ব্যাবসায়িক সম্মেলন ২০২৫

২৬ জুলাই ২০২৫, পুরানা পল্টনস্থ আইএফআইসি টাওয়ারের মাল্টিপারপাস হলে 'অর্ধবার্ষিক ব্যাবসায়িক সম্মেলন ২০২৫' অনুষ্ঠিত হয়েছে। ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের মাননীয় চেয়ারম্যান মো. মেহমুদ হোসেন সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব সৈয়দ মনসুর মোস্তফা'র সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন জনাব কাজী মো. মাহবুব কাশেম এফসিএ, জনাব মো. গোলাম মোস্তফা ও জনাব মুহাম্মদ মনজুরুল হক। উক্ত সম্মেলনে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ, প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ ও দেশের ১৮৯টি শাখার ব্যবস্থাপকগণ অংশগ্রহণ করেন।

কুমিল্লায় আইএফআইসি ব্যাংক-এর 'ম্যানেজার্স মিট'

কুমিল্লা ও নোয়াখালী জেলার সকল শাখা ও উপশাখার কর্মকর্তাদের নিয়ে কুমিল্লা সদরের হালিমনগরের স্থানীয় একটি মিলনায়তনে গত ১৪ আগস্ট ২০২৫ 'ম্যানেজার্স মিট' শীর্ষক বিশেষ ব্যাবসায়িক সভার আয়োজন করেছে আইএফআইসি ব্যাংক। ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব জনাব সৈয়দ মনসুর মোস্তফা'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান জনাব মো. মেহমুদ হোসেন।

খুলনায় আইএফআইসি ব্যাংক-এর ‘ম্যানেজার্স মিট’

খুলনা জেলার সকল শাখা ও উপশাখার কর্মকর্তাদের নিয়ে সদরের স্থানীয় একটি মিলনায়তনে গত ০৯ অক্টোবর ২০২৫ ‘ম্যানেজার্স মিট’ শীর্ষক বিশেষ ব্যাবসায়িক সভার আয়োজন করেছে আইএফআইসি ব্যাংক। ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব সৈয়দ মনসুর মোস্তফা’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান জনাব মো. মেহমুদ হোসেন।

‘পরিবর্তনের পরিক্রমায় এক বছর’ শীর্ষক টাউন হল সভা

আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি’র বর্তমান পরিচালনা পর্ষদের সফল এক বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে ‘পরিবর্তনের পরিক্রমায় এক বছর’ শীর্ষক এক বিশেষ টাউন হল সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাটি ব্যাংকটির প্রধান কার্যালয়ের মাল্টিপারপাস হল থেকে সরাসরি ও ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হয়, যাতে অংশগ্রহণ করেন ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের পরিচালকবৃন্দ ও ব্যাংকের সকল কর্মকর্তাবৃন্দ।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান জনাব মো. মেহমুদ হোসেন। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যান ও স্বতন্ত্র পরিচালক জনাব মো. এবতাদুল ইসলাম; অডিট কমিটির চেয়ারম্যান ও স্বতন্ত্র পরিচালক জনাব কাজী মো. মাহবুব কাশেম, এফসিএ; এবং নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান ও পরিচালক জনাব মো. গোলাম মোস্তফা। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে অংশগ্রহণ করেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব সৈয়দ মনসুর মোস্তফা-সহ উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ, বিভাগীয় প্রধানগণ এবং শাখা ও উপশাখা ব্যবস্থাপকসহ সর্বস্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ।

উক্ত সভায় গত এক বছরে ব্যাংকের বিভিন্ন সূচকে অর্জিত অগ্রগতি ও উন্নয়নের তথ্যচিত্র তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি, ব্যাংকের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও কৌশলগত দিকনির্দেশনা নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়।

সভার অন্যতম আকর্ষণীয় অংশ ছিল ‘আমার আইএফআইসি, আমার স্বপ্ন’। এই পর্বে ব্যাংকের সর্বস্তরের কর্মকর্তারা ব্যাংক-সংক্রান্ত বিভিন্ন চিন্তা, অভিজ্ঞতা ও পরামর্শ তুলে ধরেন, যার ওপর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সরাসরি আলোচনা করেন। এছাড়া সভায় একটি প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে সরাসরি ও ভার্চুয়াল মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন প্রশ্ন ও মন্তব্য শেয়ার করেন।

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

জাপান বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ হাসপাতালে বিশেষ ছাড়ে চিকিৎসাসেবা পাবেন আইএফআইসি ব্যাংকের গ্রাহক ও কর্মীরা

আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি এবং জাপান বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ মেডিকেল সার্ভিসেস লিমিটেড-এর মধ্যে স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক একটি বিশেষ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। বুধবার, ১৯ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে রাজধানীর পুরানা পল্টনস্থ আইএফআইসি টাওয়ারে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। আইএফআইসি ব্যাংকের পক্ষে জনাব হেলাল আহমেদ, হেড অব অপারেশনস এবং জাপান বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ হাসপাতালের পক্ষে জনাব সরদার এ রাজ্জাক, পরিচালক (ফাইন্যান্স অ্যান্ড এইচআর), নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন।

এই চুক্তির আওতায় আইএফআইসি ব্যাংকের গ্রাহক, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যগণ জাপান বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ হাসপাতালে বিশেষ ছাড়ে উন্নত চিকিৎসাবিষয়ক বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করতে পারবেন।

আইএফআইসি ব্যাংকের কার্ডধারীদের জন্য পিৎজা হাটের কুপন উপহার

আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি এবং আন্তর্জাতিক ফুড চেইন পিৎজা হাট-এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে। গত ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, আইএফআইসি ব্যাংক ও পিৎজা হাটের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে এই অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। এই সমঝোতার ভিত্তিতে এখন থেকে আইএফআইসি ব্যাংকের যেকোনো নতুন কার্ডধারী ইস্যুকৃত ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ডের সাথে পিৎজা কুপন উপহার হিসেবে পাবেন।

শপিং ব্যাগ সুপারমার্কেটে বিশেষ ছাড় পাবেন আইএফআইসি গ্রাহকেরা

আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি এবং চট্টগ্রামের প্রিমিয়ার রিটেইল ডেস্টিনেশন শপিং ব্যাগ সুপারমার্কেট-এর মধ্যে গত ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫ একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে। আইএফআইসি ব্যাংকের পক্ষে স্বাক্ষর করেন ব্যাংকের আগ্রাবাদ শাখার চিফ ম্যানেজার জনাব মো. মঞ্জুরুল মুমিন এবং শপিং ব্যাগ সুপারমার্কেটের পক্ষে স্বাক্ষর করেন প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মিল্টন দে। এই চুক্তির আওতায় এখন থেকে আইএফআইসি ব্যাংকের সকল গ্রাহক শপিং ব্যাগ সুপারমার্কেটে কেনাকাটায় বিশেষ সুবিধা ও ছাড় উপভোগ করতে পারবেন।

আইএফআইসি ব্যাংকের সকল শাখা-উপশাখায় জমা দেওয়া যাবে সর্বজনীন পেনশন স্কিমের টাকা

আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি এবং জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ (এনপিএ)-এর মধ্যে গত ২৮ জুলাই ২০২৫ একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই চুক্তির মাধ্যমে আইএফআইসি ব্যাংকের সকল শাখা ও উপশাখা থেকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা পেনশন কিস্তি প্রদানের সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন। রাজধানীর অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে সংশ্লিষ্ট এই সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয়।

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান জনাব মো. মাহিউদ্দিন খান এবং আইএফআইসি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব সৈয়দ মনসুর মোস্তফা সমঝোতা স্মারকটি স্বাক্ষর ও বিনিময় করেন। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সদস্য (অর্থ ব্যবস্থাপনা) জনাব মো. গোলাম মোস্তফা এবং আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি'র উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মো. মনিতুর রহমান।

দেশব্যাপী বিভিন্ন উন্নয়ন ও সেবামূলক কার্যক্রমের সঙ্গে আইএফআইসি ব্যাংক

'প্রযুক্তির অগ্রযাত্রায় নারীর পাশে আইএফআইসি' হলি ফ্যামিলি স্কুলে কম্পিউটার ও বই প্রদান

'প্রযুক্তির অগ্রযাত্রায় নারীর পাশে আইএফআইসি' উদ্যোগের আওতায় আইএফআইসি ব্যাংক দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সেই ধারাবাহিকতায় গত ১৫ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে ময়মনসিংহের হলি ফ্যামিলি স্কুলে শিক্ষার্থীদের মাঝে কম্পিউটার ও বই বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে আইএফআইসি ব্যাংকের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন জনাব খন্দকার আনোয়ার এহতেশাম, হেড অব ব্র্যান্ডিং, কমিউনিকেশনস অ্যান্ড করপোরেট অ্যাফেয়ার্স; জনাব ফারিহা হায়দার, হেড অব সেন্ট্রালাইজড রিটেল মার্কেটিং; জনাব আমান উল্লাহ খান, ব্যবস্থাপক, ময়মনসিংহ শাখা এবং প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ। হলি ফ্যামিলি স্কুলের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সিস্টার শান্তি গোমেজ, প্রধান শিক্ষক; জনাব অশীষ কুমার চক্রবর্তী, জ্যেষ্ঠ শিক্ষক (গণিত) এবং অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীবৃন্দ।

নারী শিক্ষার্থীদের তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষ করে তোলা এবং একটি প্রযুক্তিনির্ভর ভবিষ্যতের জন্য তাদের প্রস্তুত করাই এই ক্যাম্পেইনের মূল লক্ষ্য। ২০২৪ সাল থেকে শুরু হওয়া এই ক্যাম্পেইনের আওতায় ইতোমধ্যে চট্টগ্রাম, বরিশাল, খুলনা ও সিলেট বিভাগের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও বই প্রদান কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

‘প্রযুক্তির অগ্রযাত্রায় নারীর পাশে আইএফআইসি’
বেগম রোকেয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে কম্পিউটার ও বই প্রদান

‘প্রযুক্তির অগ্রযাত্রায় নারীর পাশে আইএফআইসি’ উদ্যোগের আওতায় আইএফআইসি ব্যাংক দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সেই ধারাবাহিকতায় গত ২৬ নভেম্বর ২০২৫ রংপুরের বেগম রোকেয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে কম্পিউটার ও বই বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে আইএফআইসি ব্যাংকের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, সিনিয়র ম্যানেজার (ট্রেড সার্ভিস সেন্টার-১) এবং প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ। বেগম রোকেয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ জনাব ফজলুল হক লিলু-সহ অন্যান্য সম্মানিত শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীবৃন্দ।

নারী শিক্ষার্থীদের তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষ করে তোলা এবং একটি প্রযুক্তিনির্ভর ভবিষ্যতের জন্য তাদের প্রস্তুত করাই এই ক্যাম্পেইনের মূল লক্ষ্য। ২০২৪ সাল থেকে শুরু হওয়া এই ক্যাম্পেইনের আওতায় ইতোমধ্যে চট্টগ্রাম, বরিশাল, খুলনা ও সিলেট বিভাগের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও বই প্রদান কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

আইএফআইসি ব্যাংকের আয়োজনে বিভিন্ন কর্মশালা

মুদ্রা ব্যবস্থাপনায় ২,৪০০-এর বেশি কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান

মুদ্রা ব্যবস্থাপনাকে আরও সুসংহত, সুশৃঙ্খল ও আধুনিক করার লক্ষ্যে ‘তফসিলভুক্ত ব্যাংকের শাখা কর্তৃক মুদ্রা ব্যবস্থাপনা’ শীর্ষক ধারাবাহিক অনলাইন কর্মশালার মাধ্যমে আইএফআইসি ব্যাংকের ২,৪০০-এর বেশি কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের সমন্বয়ে ও বিভিন্ন শাখার সহযোগিতায় ২০২৫ সালের জুলাই ও আগস্ট মাসে প্রতি শনিবার ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালাগুলোতে প্রধান অতিথি ও রিসোর্স পারসন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ।

প্রশিক্ষণকালে তারা অংশগ্রহণকারীদের নোট নীতিমালা, নোট রিফান্ড রেগুলেশন, নোট সর্টিং, জাল নোট শনাক্তকরণ ও প্রতিরোধ এবং আধুনিক রিপোর্টিং প্রক্রিয়ার ওপর বিস্তারিত প্রশিক্ষণ দেন। আইএফআইসি ব্যাংকের কারেন্সি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের প্রধান জনাব উইলিয়াম চৌধুরী এই কর্মশালাগুলোতে সভাপতিত্ব করেন।

ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে আইএফআইসি ব্যাংকে ‘মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ’ বিষয়ক সচেতনতামূলক কর্মসূচি

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)-এর সার্বিক সহযোগিতা ও দিকনির্দেশনায় আইএফআইসি ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জন্য ‘মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ’ বিষয়ক একটি সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। গত ৩০ অক্টোবর ২০২৫, রাজধানীর পুরানা পল্টনস্থ আইএফআইসি টাওয়ারে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব সৈয়দ মনসুর মোস্তফা এই কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।

অনুষ্ঠানে রিসোর্স পারসন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএফআইইউ-এর যুগ্ম পরিচালক জনাব মো. জয়নুল আবেদীন। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা জনাব মো. মনিতুর রহমান। কর্মসূচিতে মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে বিদ্যমান আইন, বিধিমালা এবং বিএফআইইউ কর্তৃক জারিকৃত সার্কুলার ও নির্দেশিকা যথাযথভাবে অনুসরণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের জন্য এএমএল ও সিএফটি সংক্রান্ত সচেতনতামূলক কর্মশালা

আইএফআইসি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত সদস্যদের জন্য অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং (এএমএল) ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ (সিএফটি) কমপ্লায়েন্স বিষয়ক একটি সচেতনতামূলক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। গত ২১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত এই কর্মশালায় ব্যাংকের চেয়ারম্যান জনাব মো. মেহমুদ হোসেন-এর নেতৃত্বে পরিচালনা পর্ষদের সদস্য জনাব মো. এবতাদুল ইসলাম, জনাব কাজী মো. মাহবুব কাশেম (এফসিএ), জনাব মো. গোলাম মোস্তফা এবং জনাব মুহাম্মদ মনজুরুল হক উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব সৈয়দ মনসুর মোস্তফা, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ এবং ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা পর্যায়ের কর্মকর্তারা এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

রিসোর্স পারসন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)-এর অতিরিক্ত পরিচালক জনাব রেজওয়ানুর রহমান এবং যুগ্ম পরিচালক জনাব জুয়াইরিয়া হক। কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য ছিল এএমএল ও সিএফটি কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণে পরিচালনা পর্ষদের ভূমিকা, প্রাসঙ্গিক নিয়ন্ত্রক নির্দেশনা এবং ব্যাংকসহ রিপোর্টিং সংস্থাসমূহের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

কর্মশালায় বিএফআইইউ কর্তৃক পরিদর্শন থেকে প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণসমূহ, দেশের মানি লন্ডারিং সংক্রান্ত সাম্প্রতিক পরিস্থিতি এবং সুশাসন ও কমপ্লায়েন্স তদারকি জোরদারে পরিচালনা পর্ষদের ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

রাজশাহীতে ‘ফেস্টিভ্যাল অব ইয়ুথ ২০২৫’ অনুষ্ঠিত

আইএফআইসি ব্যাংকের উদ্যোগে রাজশাহী সরকারি মহিলা কলেজে তিন শতাধিক শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে ‘ফেস্টিভ্যাল অব ইয়ুথ ২০২৫’ শীর্ষক বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছে। গত ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তরুণ শিক্ষার্থীদের মাঝে আর্থিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব গঠনের লক্ষ্যে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী অফিসের নির্বাহী পরিচালক জনাব মো. মেজবাউল হক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইএফআইসি ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও চিফ ইনফরমেশন অফিসার জনাব মো. মনিতুর রহমান। অনুষ্ঠানটিতে সভাপতিত্ব করেন রাজশাহী সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ জনাব মো. সারওয়ার জাহান।

এই আয়োজনে শিক্ষার্থীদের আর্থিক সক্ষমতা ও সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থাপন করা হয়। শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণের মূল বিষয়গুলো নিচে তুলে ধরা হলো :

- আর্থিক পরিকল্পনা ও এর প্রয়োজনীয়তা সঞ্চয়ের গুরুত্ব ও কৌশল, ব্যাংকিং খাত ও সেবার সংক্ষিপ্ত বিবরণ
- ডিজিটাল আর্থিক সেবা ও সাইবার নিরাপত্তা, জাল নোট শনাক্তকরণ পদ্ধতি উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং ব্যাংকিং খাতে ক্যারিয়ার গঠন

অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা এসব বিষয়ে বিশদ ধারণা লাভ করেন এবং সরাসরি অতিথিদের নিকট থেকে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর জানার সুযোগ পান।

সিলেটে ‘ফেস্টিভ্যাল অব ইয়ুথ ২০২৫’ অনুষ্ঠিত

ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ব্যাংকিং বিষয়ক প্রাথমিক ধারণা, সঞ্চয়ের অভ্যাস ও অর্থ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সাম্যক ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনায় ‘ফেস্টিভ্যাল অব ইয়ুথ ২০২৫’-এর আওতায় সিলেটে আর্থিক সাক্ষরতা বিষয়ক বিশেষ কর্মশালার আয়োজন করেছে আইএফআইসি ব্যাংক। ০৪ নভেম্বর ২০২৫ সিলেট সরকারি মহিলা কলেজের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত কর্মশালাটি কলেজটির অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়।

কলেজের অধ্যক্ষ জনাব অধ্যাপক ভুবনজয় আচার্য-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সিলেট অফিসের নির্বাহী পরিচালক জনাব খালেদ আহমেদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিলেট সরকারি মহিলা কলেজের উপাধ্যক্ষ মো. শামসুল ইসলাম এবং আইএফআইসি ব্যাংকের ব্র্যান্ডিং, কমিউনিকেশনস অ্যান্ড করপোরেট অ্যাফেয়ার্স বিভাগের প্রধান জনাব খন্দকার আনোয়ার এহতেশাম।

দুই শতাধিক শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে আয়োজিত এই কর্মশালায় রিসোর্স পারসন হিসেবে তরুণ শিক্ষার্থীদের মাঝে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, আর্থিক সুব্যবস্থাপনা ও প্রযুক্তিগত ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন আইএফআইসি ব্যাংকের হেড অব সেন্ট্রালাইজড রিটেইল মার্কেটিং জনাব ফারিহা হায়দার।

খুলনায় ‘ফেস্টিভ্যাল অব ইয়ুথ ২০২৫’ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনায় দেশের তরুণ প্রজন্মকে ব্যাংকিং কার্যক্রম, সঞ্চয়ের অভ্যাস ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে ‘ফেস্টিভ্যাল অব ইয়ুথ ২০২৫’-এর অংশ হিসেবে আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি গত ২৪ নভেম্বর ২০২৫ খুলনার খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (কুয়েট) একটি বিশেষ আর্থিক সাক্ষরতা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। কুয়েট-এর সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত এই আয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শতাধিক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও চিফ অব ব্রাঞ্চ বিজনেস জনাব মো. রফিকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অফিসের নির্বাহী পরিচালক জনাব মো. রুকনুজ্জামান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুয়েট-এর ছাত্র-কল্যাণ পরিচালক অধ্যাপক ড. বি. এম. ইকরামুল হক এবং রেজিস্ট্রার ও প্রকৌশলী জনাব মো. আনিছুর রহমান ভূঞা।

অনুষ্ঠানে আইএফআইসি ব্যাংকের হেড অব সেন্ট্রালাইজড রিটেইল মার্কেটিং জনাব ফারিহা হায়দার রিসোর্স পারসন হিসেবে পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন, ব্যক্তিগত আর্থিক ব্যবস্থাপনা, ডিজিটাল ব্যাংকিং ও প্রযুক্তিগত ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ-সহ বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে একটি দিকনির্দেশনামূলক উপস্থাপনা প্রদান করেন।

চট্টগ্রামে ‘ফেস্টিভ্যাল অব ইয়ুথ ২০২৫’ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনায় দেশের তরুণ প্রজন্মকে ব্যাংকিং কার্যক্রম, সঞ্চয়ের অভ্যাস ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে ‘ফেস্টিভ্যাল অব ইয়ুথ ২০২৫’-এর অংশ হিসেবে আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি ০৭ ডিসেম্বর ২০২৫ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বিশেষ আর্থিক সাক্ষরতা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে ব্যাংকিং অ্যান্ড ইন্স্যুরেন্স বিভাগের সার্বিক সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত এই উৎসবে প্রায় তিন শতাধিক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাংকিং অ্যান্ড ইন্স্যুরেন্স বিভাগের চেয়ারম্যান জনাব মো. আবু বকর সিদ্দিক। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম অফিসের নির্বাহী পরিচালক জনাব মো. মকবুল হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. তানভীর মোহাম্মদ হায়দার আরিফ এবং আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি’র উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও চিফ ইনফরমেশন অফিসার জনাব মো. মনিতুর রহমান। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীবৃন্দ, শিক্ষকবৃন্দ এবং আইএফআইসি ব্যাংকের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা এই আয়োজনে অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে আইএফআইসি ব্যাংকের আগ্রাবাদ শাখার চিফ ম্যানেজার জনাব মঞ্জুরুল মুমিন স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। এরপর পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন, ব্যক্তিগত আর্থিক ব্যবস্থাপনা, ডিজিটাল ব্যাংকিং ও প্রযুক্তিগত ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ-সহ বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে একটি দিকনির্দেশনামূলক উপস্থাপনা প্রদান করা হয়।

আইএফআইসি ব্যাংকের বিভিন্ন কর্মসূচি

ডেবিট কার্ডে লেনদেনে সেরা ১০ জন গ্রাহককে পুরস্কৃত করল আইএফআইসি ব্যাংক

আধুনিক প্রযুক্তিভিত্তিক ব্যাংকিং এখন প্রাত্যহিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এরই ধারাবাহিকতায় অনলাইনে বিল পরিশোধ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশে কেনাকাটা– সবক্ষেত্রেই ডেবিট কার্ড এখন গ্রাহকদের এক অনন্য সহযোগী। জীবনকে সহজ করা এই প্রযুক্তিনির্ভর অভ্যাস উদ্‌যাপন করতেই সম্প্রতি আইএফআইসি ব্যাংক আয়োজন করেছিল IFIC Season of Festivals শীর্ষক এক বিশেষ ক্যাম্পেইন।

মাসব্যাপী পরিচালিত এই ক্যাম্পেইনে অংশগ্রহণকারী গ্রাহকদের মধ্যে দেশে ও বিদেশে সর্বোচ্চ লেনদেনের ভিত্তিতে আইএফআইসি ব্যাংকের ১০ জন গ্রাহককে আকর্ষণীয় ট্রাভেল ও শপিং গিফট কার্ড প্রদান করা হয়েছে।

ক্যাম্পেইন চলাকালীন গ্রাহকরা আইএফআইসি ব্যাংকের ভিসা (VISA) ডেবিট কার্ড ব্যবহার করে বিভিন্ন পিওএস (POS- Point of Sale) এবং ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মে লেনদেন করেন। প্রতিটি লেনদেনে অর্জিত পয়েন্টের ভিত্তিতে সেরা ১০ জন গ্রাহককে বিজয়ী হিসেবে নির্বাচন করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট শাখা থেকে তাদের পুরস্কার হস্তান্তর করা হয়।

এই ক্যাম্পেইনের অন্যতম আকর্ষণ ছিল বিজয়ীদের জন্য ঘোষিত পুরস্কার। সর্বোচ্চ পয়েন্ট অর্জনকারী প্রথম বিজয়ী পেয়েছেন ৫০,০০০ টাকার এবং দ্বিতীয় বিজয়ী পেয়েছেন ২০,০০০ টাকার ট্রাভেল গিফট কার্ড, যা তারা দেশে বা বিদেশে ভ্রমণকালে ব্যবহার করতে পারবেন। এছাড়া ৩য় থেকে ১০ম স্থান অধিকারকারী বিজয়ীরা পেয়েছেন বিভিন্ন মূল্যমানের শপিং গিফট কার্ড, যা দিয়ে তাঁরা লাইফস্টাইল, ফ্যাশন, গ্যাজেট কিংবা অন্যান্য প্রয়োজনীয় কেনাকাটা করতে পারবেন।

ব্যাংকের পক্ষ থেকে জানানো হয়, গ্রাহকদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং ডিজিটাল ব্যাংকিংয়ে তাদের আগ্রহই এই আয়োজনকে সফল করেছে। এই ক্যাম্পেইনের মূল উদ্দেশ্য ছিল গ্রাহকদের দৈনন্দিন লেনদেনে ব্যাংক কার্ড ব্যবহারে উৎসাহিত করা। উল্লেখ্য, আইএফআইসি ব্যাংক বছরজুড়েই গ্রাহকবান্ধব বিভিন্ন ধরনের ক্যাম্পেইন পরিচালনা করে থাকে।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তিতে আইএফআইসি ব্যাংকের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে আইএফআইসি ব্যাংক 'জুলাই পুনর্জাগরণ ও তারুণ্যের উৎসব ২০২৫' আয়োজন করেছে। এরই অংশ হিসেবে ব্যাংকের পক্ষ থেকে ০৬ আগস্ট ২০২৫ তারিখে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

সকাল ৯:৩০ মিনিটে পুরানা পল্টনস্থ আইএফআইসি ব্যাংক প্রধান কার্যালয় সংলগ্ন নিজস্ব প্রাঙ্গণে ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে ফলজ গাছের চারা রোপণ করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব সৈয়দ মনসুর মোস্তফা। এ সময় দেশ ও জাতির সমৃদ্ধি এবং জুলাই গণঅভ্যুত্থানের শহিদদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনায় দোয়া করা হয়। এর আগে রাজধানীর বিজয় সরণিতে ব্যাংকের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা মোতাবেক আয়োজিত একটি র‍্যালিতে আইএফআইসি ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

আইএফআইসি ব্যাংকে ‘মিট দ্য সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট’ অনুষ্ঠান আয়োজিত

আইএফআইসি ব্যাংকের ডেটা প্রসেসিং অ্যান্ড আইটি সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট এবং লিগ্যাল অ্যাফেয়ার্স বিভাগে নবনিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে ‘মিট দ্য সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট’ শীর্ষক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। গত ৩ আগস্ট ২০২৫ তারিখে সংশ্লিষ্ট বিভাগে যোগদান করা ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনিদের (এমটি) জন্য এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব সৈয়দ মনসুর মোস্তফা। এ সময় ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা (সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট টিম) নবনিয়োগপ্রাপ্ত ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনিদের অভিনন্দন জানান এবং তাঁদের ক্যারিয়ারের নতুন এই পথচলায় সব ধরনের সহায়তার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি’র ৪৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা

আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি’র ৪৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) গত ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। হাইব্রিড পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত এই সভার সশরীরে উপস্থিতির অংশটি ঢাকার আর্মি গলফ ক্লাবে আয়োজিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান ও স্বতন্ত্র পরিচালক জনাব মো. মেহমুদ হোসেন। সভায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব সৈয়দ মনসুর মোস্তফা; ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যান ও স্বতন্ত্র পরিচালক জনাব মো. এবতাদুল ইসলাম; অডিট কমিটির চেয়ারম্যান ও স্বতন্ত্র পরিচালক জনাব কাজী মো. মাহবুব কাশেম (এফসিএ); নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান ও পরিচালক জনাব মো. গোলাম মোস্তফা; কোম্পানি সচিব জনাব মোকাম্মেল হক এবং ব্যাংকের সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ। এছাড়া ব্যাংকের পরিচালক জনাব মুহাম্মদ মনজুরুল হক ভার্চুয়ালি সভায় অংশগ্রহণ করেন।

নারায়ণগঞ্জের বিকেএমইএ প্রাঙ্গণে আইএফআইসি ব্যাংকের এটিএম বুথ উদ্বোধন

আর্থিক লেনদেন আরও সহজ ও দ্রুততর করার লক্ষ্যে নারায়ণগঞ্জের চাষাড়ায় অবস্থিত বিকেএমইএ (বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন)-এর প্রাঙ্গণে এটিএম বুথ স্থাপন করেছে আইএফআইসি ব্যাংক। ২২ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে এই বুথটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান জনাব মো. মেহমুদ হোসেন ও বিকেএমইএ প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ হাতেম।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আইএফআইসি ব্যাংকের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব সৈয়দ মনসুর মোস্তফা; উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সিআইও ও সিআরও জনাব মো. মনিতুর রহমান; হেড অব অপারেশনস জনাব হেলাল আহমেদ এবং নারায়ণগঞ্জ শাখার চিফ ম্যানেজার জনাব আব্দুর রহমান। বিকেএমইএ-এর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন এক্সিকিউটিভ প্রেসিডেন্ট জনাব ফজলে শামীম এহসান; সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব অমল পোদ্দার; ভাইস প্রেসিডেন্ট (ফাইন্যান্স) জনাব মো. মোরশেদ সারোয়ার এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ রাশেদ। এছাড়াও উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

আইএফআইসি ব্যাংকের সম্মানিত গ্রাহকগণ এই বুথের মাধ্যমে নিম্নোক্ত সেবাগুলো গ্রহণ করতে পারবেন :

- সহজেই টাকা উত্তোলন
- আইএফআইসি বা অন্য ব্যাংকের একাউন্টে ফান্ড ট্রান্সফার
- ব্যালেন্স চেক ও মিনি স্টেটমেন্ট
- কার্ড অ্যাক্টিভ করা এবং পিন পরিবর্তনসহ এটিএম সংক্রান্ত অন্যান্য জরুরি সেবা।

আইএফআইসি ব্যাংক এই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে গ্রাহকসেবা নিশ্চিত করতে এবং দেশের আর্থিক খাতে ডিজিটাল রূপান্তরের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে অঙ্গীকারবদ্ধ।

আইএফআইসি ব্যাংকের ল' এবং আইটি বিভাগে নিয়োগপ্রাপ্ত নতুন ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসারদের সনদপত্র প্রদান

আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি-তে সদ্য সমাপ্ত তিন মাসব্যাপী নিবিড় প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শেষে আয়োজিত এক বর্ণাঢ্য সমাপনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ৪র্থ ব্যাচের ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনিদের (আইন ও আইটি) সনদপত্র প্রদান করা হয়েছে।

২০ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে রাজধানীর আইএফআইসি টাওয়ারে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব সৈয়দ মনসুর মোস্তফা চতুর্থ ব্যাচের ১৭ জন আইটি ট্রেইনি এবং ১৪ জন আইন (ল') বিভাগের ট্রেইনি-সহ মোট ৩১ জন কর্মকর্তাকে সনদপত্র তুলে দেন। অনুষ্ঠানে ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দসহ প্রধান কার্যালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মুন্সীগঞ্জে আইএফআইসি ব্যাংকের উদ্যোগে প্রান্তিক গ্রাহকদের মাঝে প্রকাশ্যে ঋণ বিতরণ কর্মসূচি

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনায় মুন্সীগঞ্জে ১০, ৫০ ও ১০০ টাকার হিসাবধারী প্রান্তিক ও ভূমিহীন কৃষক, নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, স্কুল ব্যাংকিং হিসাবধারী এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য গঠিত পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় প্রকাশ্যে ঋণ বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ২১ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে মুন্সীগঞ্জ সদরের একটি মিলনায়তনে ৩২টি তফসিলি ব্যাংকের সমন্বয়ে এই ঋণ বিতরণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। এ আয়োজনে লিড ব্যাংক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আইএফআইসি ব্যাংক।

আইএফআইসি ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও চিফ অব ব্রাঞ্চ বিজনেস জনাব মো. রফিকুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্টের অতিরিক্ত পরিচালক জনাব কাজী মুতমাইন্না তাহমিদা।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে মোট ২৭ জন ঋণগ্রহীতার মাঝে পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় ঋণ বিতরণ করা হয়। এ সময় ৩২টি ব্যাংকের প্রতিনিধি, স্থানীয় ব্যবসায়ী ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আইএফআইসি ব্যাংক ও ভিসার যৌথ ক্যাম্পেইনে বিজয়ীকে পুরস্কার প্রদান

ডিজিটাল পেমেন্টের বিশ্বব্যাপী সমাদৃত জনপ্রিয় গেটওয়ে ভিসা (VISA) এবং আইএফআইসি ব্যাংকের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত 'ক্রস-বর্ডার ক্যাম্পেইন' (আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০২৫)-এর বিজয়ীকে আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কৃত করেছে আইএফআইসি ব্যাংক।

গত ২১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ক্যাম্পেইনের বিজয়ী–আইএফআইসি ব্যাংকের সম্মানিত গ্রাহক জনাব শাহরিয়ার আহমেদ (ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইসলাম গার্মেন্টস লিমিটেড)-এর হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। তাঁর হাতে এক লক্ষ টাকার গিফট ভাউচার তুলে দেন আইএফআইসি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব সৈয়দ মনসুর মোস্তফা এবং ভিসার কান্ট্রি ম্যানেজার (বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটান) জনাব সাব্বির আহমেদ।

অনুষ্ঠানে আইএফআইসি ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

যশোরে আইএফআইসি ব্যাংকের উদ্যোগে দিনব্যাপী 'ক্যাশলেস বাংলাদেশ' ক্যাম্পেইন

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনায় এবং আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি'র উদ্যোগে লিড ব্যাংক হিসেবে যশোরে 'ক্যাশলেস বাংলাদেশ' কার্যক্রম সম্প্রসারণে দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে যশোরের সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক জনাব আরিফ হোসেন খান।

বাংলাদেশ ব্যাংকের পেমেন্ট সিস্টেমস ডিপার্টমেন্টের পরিচালক জনাব রাফেজা আক্তার কান্তা'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের খুলনা অফিসের নির্বাহী পরিচালক জনাব মো. রুকনুজ্জামান; যশোর জেলার জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি ও সহকারী কমিশনার এবং এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট জনাব মো. তাওমীদ হাসান এবং আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব সৈয়দ মনসুর মোস্তফা।

দিনের উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি :

জনসচেতনতামূলক র‍্যালি– কর্মসূচির শুরুতে 'ক্যাশলেস বাংলাদেশ' নিয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করা হয়।

বিশেষ সেমিনার– র‍্যালি শেষে সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কের মিলনায়তনে 'ক্যাশলেস বাংলাদেশ উদ্যোগ' বিষয়ক একটি বিশেষ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে লিড ব্যাংক হিসেবে আইএফআইসি ব্যাংক-সহ অন্যান্য ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

সাফল্যের স্বাক্ষর

তথ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনায় ISO সনদ পেল আইএফআইসি ব্যাংক

আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি তথ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনায় আন্তর্জাতিক মানদণ্ড 'ISO/IEC 27001:2022' সনদ অর্জন করেছে। গ্রাহকদের তথ্য সুরক্ষায় আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের শর্তাবলি ও চাহিদা সফলভাবে পূরণ করায় সার্টিফিকেশন সংস্থা 'ব্যুরো ভেরিটাস' (Bureau Veritas) ব্যাংকটিকে এই স্বীকৃতি প্রদান করেছে।

এ উপলক্ষে গত ৭ আগস্ট ২০২৫ তারিখে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ব্যুরো ভেরিটাসের কান্ট্রি ম্যানেজার জনাব সোহেল আজাদ, আইএফআইসি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব সৈয়দ মনসুর মোস্তফা'র কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে এই সনদ হস্তান্তর করেন। এই অর্জন আইএফআইসি ব্যাংকের গ্রাহকদের তথ্য সুরক্ষা নীতি বাস্তবায়ন এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল ডিজিটাল পরিবেশে নিরবচ্ছিন্ন সেবা নিশ্চিত করারই প্রতিফলন।

অনুষ্ঠানে ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মো. মনিতুর রহমান, জনাব মো. রফিকুল ইসলাম, জনাব কে.এ.আর.এম. মোস্তফা কামাল; সিএফও জনাব দিলিপ কুমার মন্ডল; হেড অব ট্রেজারি জনাব মোহাম্মদ শাহিন উদ্দিন; হেড অব আইটি জনাব নাজমুল হক তালুকদার; ব্যুরো ভেরিটাসের অপারেশন ম্যানেজার জনাব মুকুট কে. বড়ুয়া এবং রিজিওনাল সেলস ম্যানেজার কে.বি.এম. তারেক-সহ উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পরিবারে যারা এলো

ওসমান আল আরহাম
জন্ম : ০২ জুলাই ২০২৫
পিতা : মো. মাহবুব এলাহী
বাবুরাইল বাজার উপশাখা

রাসেশ্বরী চৌধুরী
জন্ম : ০৬ জুলাই ২০২৫
পিতা : রাজিব চৌধুরী
নন্দা উপশাখা

সানিন আল আরাফ
জন্ম : ০৭ জুলাই ২০২৫
পিতা : মো. শামীম হাসান
প্রধান কার্যালয়

রুফাইদা কামাল দুআ
জন্ম : ০৮ জুলাই ২০২৫
পিতা : মো. কামাল আতা ইসলাম
পটুয়াখালী শাখা

রেহজান আরিব
জন্ম : ০৯ জুলাই ২০২৫
মাতা : উম্মে নাজনীন
সিলেট শাখা

অক্ষর সাধু
জন্ম : ০৯ জুলাই ২০২৫
পিতা : অজয় কুমার সাধু
প্রধান কার্যালয়

তাশদীদ বিন রিয়াদ
জন্ম : ২৬ জুলাই ২০২৫
পিতা : মোহাম্মদ রিয়াদ
রাঙ্গুনিয়া উপশাখা

মোঃ আরিয়ান ইসলাম
জন্ম : ২৬ জুলাই ২০২৫
পিতা : শেখ শাকিল
সরারচর উপশাখা

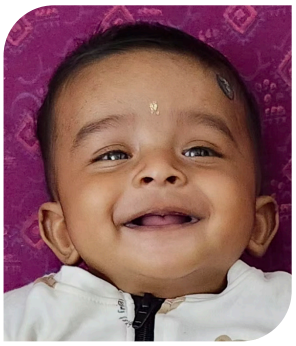

ত্রিনয় মন্ডল রুদ্র
জন্ম : ৩১ জুলাই ২০২৫
পিতা : সুদীপ্ত কুমার মন্ডল
প্রধান কার্যালয়

শাফায়াত ইসলাম রিশান
জন্ম : ০১ আগস্ট ২০২৫
পিতা : মো. রবিউল ইসলাম
কানাইপুর বাজার উপশাখা

তাহরিন চৌধুরী ইকরা
জন্ম : ০১ আগস্ট ২০২৫
পিতা : মো. বিন ইয়ামিন চৌধুরী
চৌমুহনী শাখা

সানাফ সালমান
জন্ম : ০২ আগস্ট ২০২৫
পিতা : সালমান মাহবুব
প্রধান কার্যালয়

পরিবারে যারা এলো

নুসাইবা আফনান
জন্ম : ০৫ আগস্ট ২০২৫
পিতা : মো. আনোয়ার হোসেন
শুতি খালপার উপশাখা

ফাইজা জান্নাত
জন্ম : ০৮ আগস্ট ২০২৫
পিতা : ফিরোজ আহমেদ
মেহেরপুর শাখা

তানফিজুর রহমান
জন্ম : ০৮ আগস্ট ২০২৫
পিতা : মোস্তাফিজুর রহমান
আশুগঞ্জ শাখা

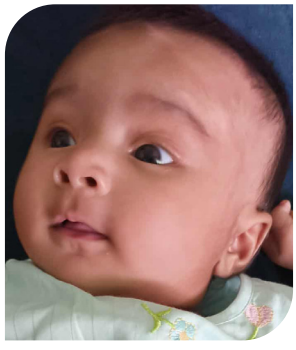

যুবায়া ইনায়াত স্নিগ্ধা
জন্ম : ১১ আগস্ট ২০২৫
পিতা : মো. শিহাব সরকার
জিনজিরা উপশাখা

আরুম্মিতা সাহা
জন্ম : ১১ আগস্ট ২০২৫
পিতা : সুষম চন্দ্র সাহা
নাসিরনগর উপশাখা

তাজরিয়ান শেহজা
জন্ম : ১১ আগস্ট ২০২৫
পিতা : মো. তাশরিফ উল ইসলাম
সখিপুর উপশাখা

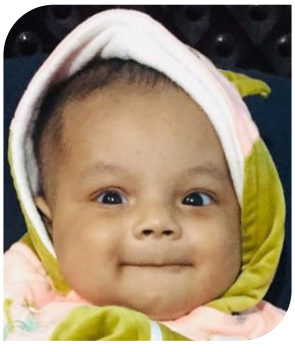

সুহাইল হোসেন আহিল
জন্ম : ১২ আগস্ট ২০২৫
পিতা : হোসেন শহীদ সোরা ওয়ার্ধী
প্রধান কার্যালয়

আলফিয়া মারিয়াম ইশাল
জন্ম : ১৫ আগস্ট ২০২৫
পিতা : রাকিবুল হাসান
আনোয়ারা শাখা

সায়িব ইবনে ইসলাম
জন্ম : ১৬ আগস্ট ২০২৫
মাতা : সানজিদা সাকি
আর.কে. মিশন উপশাখা

আজরিন খন্দকার
জন্ম : ১৭ আগস্ট ২০২৫
পিতা : খন্দকার রাকিবিল্লাহ শোভন
পল্লবী ফেজ-২ উপশাখা

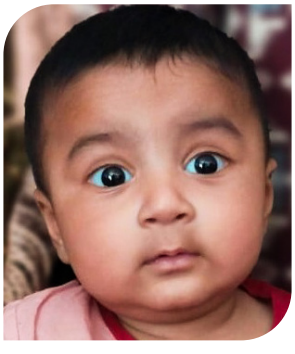

মো. নুবাইদ রাহমান (রায়েদ)
জন্ম : ১৮ আগস্ট ২০২৫
মাতা : উম্মে নুসরাত বেগম
বড়দী বাজার-মেহেরপুর উপশাখা

মাহসান আহমেদ
জন্ম : ১৮ আগস্ট ২০২৫
পিতা : মো. মোছাব্বির আলী বিশ্বাস
লবণছড়া বাজার উপশাখা

পরিবারে যারা এলো

মো. শাহরিফ রিয়াসাত আযান
জন্ম : ১৯ আগস্ট ২০২৫
পিতা : মো. শাহেদ হোসেন
নজু মিয়া হাট শাখা

আমাতুল্লাহ খানম মেহনূর
জন্ম : ১৯ আগস্ট ২০২৫
পিতা : মো. আশিকুল খান
কুষ্টিয়া শাখা

মেহনুর মিজবাহ
জন্ম : ২০ আগস্ট ২০২৫
পিতা : শিহাব আল মুরাদ
করটিয়া শাখা

সাইশা বিশ্বাস
জন্ম : ২১ আগস্ট ২০২৫
পিতা : কাকন চন্দ্র বিশ্বাস
প্রধান কার্যালয়

কায়েদ বিন কামরুল (আজান)
জন্ম : ২৩ আগস্ট ২০২৫
পিতা : মোহাম্মদ কামরুল হাসান
পটিয়া শাখা

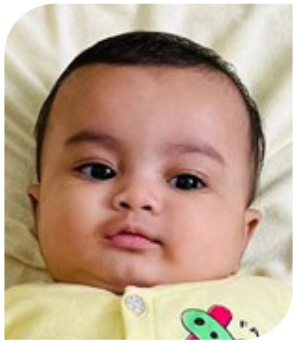

আফরাহিম ফায়াদ
জন্ম : ২৪ আগস্ট ২০২৫
পিতা : এ. এম. আসাদ ফরিদ আবির
বায়েজিদ উপশাখা

আনায়া বিনতে শাহরিয়ার
জন্ম : ২৫ আগস্ট ২০২৫
পিতা : আসিফ শাহরিয়া অন্তর
দাপুনিয়া-ময়মনসিংহ উপশাখা

ওয়ারিশা রহমান আরশিন
জন্ম : ২৭ আগস্ট ২০২৫
পিতা : তানভীর রহমান তাকিব
নিকুঞ্জ শাখা

অর্ণব দে
জন্ম : ২৭ আগস্ট ২০২৫
পিতা : অনিক দে
রাজবাড়ী শাখা

মুসাররাত মুমিন তাহিয়া
জন্ম : ২৮ আগস্ট ২০২৫
পিতা : মো. মনজুরুল মুমিন
আগ্রাবাদ শাখা

রোকন উদ্দিন রুহাদ
জন্ম : ২৯ আগস্ট ২০২৫
পিতা : মোহাম্মদ রোকন উদ্দিন
আর্টিলারি রোড উপশাখা

আমায়রা বিনতে সালেহ
জন্ম : ৩০ আগস্ট ২০২৫
পিতা : মো. আবু সালেহ
ভেড়ামারা উপশাখা

পরিবারে যারা এলো

জুহায়ের অয়াইস খান
জন্ম : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
মাতা : নওশীন আরা হক
প্রধান কার্যালয়

আয়িশা বিনতে আতিউর
জন্ম : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
পিতা : মো. আতিউর রহমান
শ্রীবরদী উপশাখা

জাহ্নবী দাশ
জন্ম : ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
পিতা : অজয় কান্তি দাস
খিলপাড়া বাজার উপশাখা

মোহাম্মদ আহমের হোসেন ফিদান
জন্ম : ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
মাতা : ফাতেমা-তুজ-জোহরা শরনা
প্রধান কার্যালয়

তাহসিন বিন কবির
জন্ম : ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
পিতা : মো. ইয়াসিন কবির
সাতক্ষীরা শাখা

ইনায়া হাবীব
জন্ম : ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
মাতা : সাবরিনা কবির
সিটি গেট উপশাখা

হোসাইন যুহায়ের আমিন লাবিব
জন্ম : ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
পিতা : মো. রুহুল আমিন
গোয়ালন্দ শাখা

ইনায়া ইলহাম
জন্ম : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
পিতা : মো. আরমান হোসেন
নবাবপুর উপশাখা

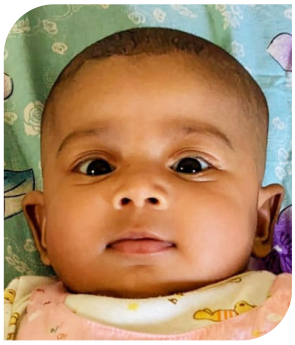

ওয়াফীকাহ রহমান জুনাইশা
জন্ম : ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
পিতা : মোঃ এবাদুর রহমান ময়নুল
হবিগঞ্জ শাখা

মুহাম্মাদ রাইয়ান হাসনাইন
জন্ম : ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
পিতা : মাহমুদুল হাসান
মির্জাখীল উপশাখা

সমৃদ্ধ দাস সাক্ষ্য
জন্ম : ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
পিতা : রাজীব চন্দ্র দাস
বখরাবাদ উপশাখা

নুরাইসা জামান মেহ্উইশ
জন্ম : ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
পিতা : মো. আশরাফুজ্জামান
প্রধান কার্যালয়

পরিবারে যারা এলো

আয়মান বিন আরিফ
জন্ম : ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
পিতা : মো. আরিফুজ্জামান
প্রধান কার্যালয়

রুবাইয়াত সামাহ্ আরিফ
জন্ম : ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
পিতা : আরিফ মহিউদ্দিন জীবন
বন্দরটিলা শাখা

আইশা বিনতে হাসান
জন্ম : ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
পিতা : হাসান আলী
প্রধান কার্যালয়

আরিন বিনতে আজিজুর
জন্ম : ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
পিতা : মো. আজিজুর রহমান
রূপাতলী উপশাখা

আরিশ বিন আজিজুর
জন্ম : ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
পিতা : মো. আজিজুর রহমান
রূপাতলী উপশাখা

তাহরীম ইসলাম ইনায়া
জন্ম : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
পিতা : মো. খাইরুল ইসলাম তুরান
কলাটিয়া উপশাখা

নবনীতা ইসলাম তিতলি
জন্ম : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
মাতা : নায়না ইসলাম
প্রধান কার্যালয়

মো. সানাফ উমায়ের
জন্ম : ০৩ অক্টোবর ২০২৫
পিতা : মো. তামজিদুল ইসলাম
ইসাপুরা বাজার শাখা

কাজী ফারিশতা জামান (রায়া)
জন্ম : ০৪ অক্টোবর ২০২৫
পিতা : কাজী ফরহাদুজ্জামান
প্রধান কার্যালয়

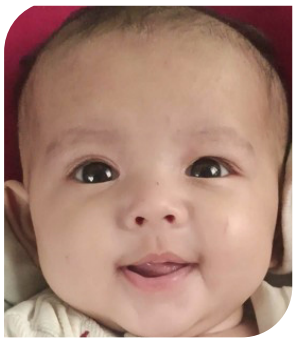

তায়ীন আহমেদ
জন্ম : ০৪ অক্টোবর ২০২৫
পিতা : আহমেদ হাসান তুষার
গুলশান শাখা

মো. আরহাম আব্দুল্লাহ্
জন্ম : ০৬ অক্টোবর ২০২৫
পিতা : মো. সেলিম রেজা
প্রধান কার্যালয়

মেহজাবিন জামান
জন্ম : ০৬ অক্টোবর ২০২৫
মাতা : মোসা. মাহবুবা খানম
কুমারখালী উপশাখা

পরিবারে যারা এলো

আশরিয়া তানরীম
জন্ম : ০৭ অক্টোবর ২০২৫
মাতা : তাজমিনা মুস্তানসির
বগুড়া উপশহর উপশাখা

মুহাম্মদ নসীমুল বাত্বহা (নিহাদ)
জন্ম : ০৭ অক্টোবর ২০২৫
মাতা : ফারজানা আক্তার
প্রধান কার্যালয়

মির্জা মুহাম্মদ সাহরান সানাফ
জন্ম : ১০ অক্টোবর ২০২৫
পিতা : মির্জা মুহাম্মদ আসিফ সাকিব
প্রধান কার্যালয়

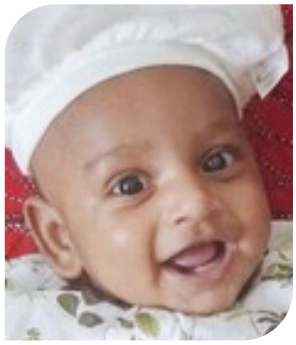

রুহাব আবদুল্লাহ তাশদীদ
জন্ম : ১২ অক্টোবর ২০২৫
মাতা : ইসরাত জেরিন তিশা
বগুড়া বউ বাজার উপশাখা

মায়রীন বিনতে হাসান
জন্ম : ১৫ অক্টোবর ২০২৫
পিতা : মো. মেহেদী হাসান
প্রধান কার্যালয়

উমাইর জাসির
জন্ম : ১৫ অক্টোবর ২০২৫
পিতা : খালিদ হোসেন আসাদ
ইসলামিক ব্যাংকিং শাখা

আরহাম আহমেদ চৌধুরী
জন্ম : ২১ অক্টোবর ২০২৫
পিতা : সায়েম আহমেদ চৌধুরী
কোম্পানিগঞ্জ শাখা

জুহাইর ইজয়ান চৌধুরী
জন্ম : ২৩ অক্টোবর ২০২৫
মাতা : জারিন তাসনিম
প্রধান কার্যালয়

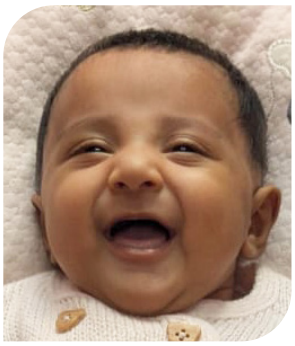

ইনশিরাহ খান
জন্ম : ২৩ অক্টোবর ২০২৫
পিতা : ইমরান খান তুষার
মরিয়ম নগর উপশাখা

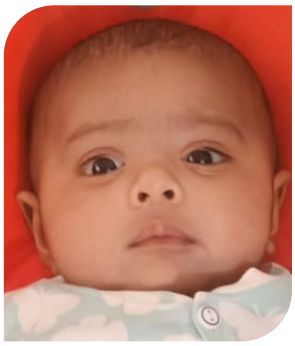

সি এ এফ এম যোহায়ের আজমি ইয়াফী
জন্ম : ২৪ অক্টোবর ২০২৫
পিতা : কাজী আতাউল ইয়ামীম
সাভার বাজার শাখা

বিভান সিংহ
জন্ম : ২৫ অক্টোবর ২০২৫
মাতা : বিথী দেবী
জিতু মিয়া'স পয়েন্ট উপশাখা

ফাতিহা নূর ইলমা
জন্ম : ০৩ নভেম্বর ২০২৫
পিতা : এ. এস. এম. নূর
প্রধান কার্যালয়

পরিবারে যারা এলো

শাফাআত ইসলাম সাইফ
জন্ম : ০৪ নভেম্বর ২০২৫
পিতা : শাহিন
পাঁচদোনা শাখা

আলফিনা মাহবুব সারাহ
জন্ম : ০৪ নভেম্বর ২০২৫
পিতা : মো. মাহবুবুর রহমান
শ্যামপুর উপশাখা

ইজহান বিন আকিব
জন্ম : ০৫ নভেম্বর ২০২৫
পিতা : মো. আকিব হোসেন
শিমুলতলী উপশাখা

ইব্রাহিম জাদিদ আজলান
জন্ম : ০৭ নভেম্বর ২০২৫
মাতা : তাজ্জিবা জলিল পিউ
বনানী শাখা

ফাইজান ইসলাম সামীর
জন্ম : ০৮ নভেম্বর ২০২৫
পিতা : সাইদুল ইসলাম
প্রধান কার্যালয়

অদ্রিক পাল শুদ্ধ
জন্ম : ১০ নভেম্বর ২০২৫
মাতা : অপর্ণা সরকার
মান্ডা উপশাখা

আয়মুন বিনতে সাইফ
জন্ম : ১১ নভেম্বর ২০২৫
মাতা : মায়মুনা শারমিন নিশি
পল্টন উপশাখা

রাফান আহমেদ
জন্ম : ১২ নভেম্বর ২০২৫
পিতা : মো. শামীম আহমেদ
তাহেরপুর শাখা

ফারদিন আজওয়াদ
জন্ম : ১২ নভেম্বর ২০২৫
পিতা : মো. কামরুল ইসলাম
প্রধান কার্যালয়

সাদাফ আরহাম সায়ান
জন্ম : ২২ নভেম্বর ২০২৫
পিতা : মোঃ খালিদ বিন শাহজাহান
রংপুর লালবাগ উপশাখা

মেহফিন হক নাজাফী
জন্ম : ২৩ নভেম্বর ২০২৫
পিতা : মো. রাজিউল হক
পূর্ব চোরাইল উপশাখা

রাজিন মাহতাব আদিয়ান
জন্ম : ২৫ নভেম্বর ২০২৫
পিতা : ফজলে রাব্বি উদয়
জামালপুর চৌরাস্তা বাজার উপশাখা

পরিবারে যারা এলো

ওয়ারিশা আহমাদ ইফরা
জন্ম : ২৫ নভেম্বর ২০২৫
পিতা : নাসির আহমদ
যশোর শাখা

শাহ মোহাম্মদ তাওহীদ জারিফ
জন্ম : ২৮ নভেম্বর ২০২৫
পিতা : মো. সাইদুল ইসলাম
প্রধান কার্যালয়

অরুনিকা পাল
জন্ম : ২৯ নভেম্বর ২০২৫
পিতা : সুমন পাল
বিরল বাজার শাখা

অপর্নিকা পাল
জন্ম : ২৯ নভেম্বর ২০২৫
পিতা : সুমন পাল
বিরল বাজার শাখা

সাফওয়াত আহমেদ আনাস
জন্ম : ০৫ ডিসেম্বর ২০২৫
পিতা : সাফফাত আহমেদ শুভ্র
প্রধান কার্যালয়

ওয়াসিফ রাইয়্যান
জন্ম : ০৯ ডিসেম্বর ২০২৫
পিতা : মো. সেলিম রহমান
বানেশ্বর শাখা

মোহাম্মদ মাহিদুল আলম ফাইযান
জন্ম : ১০ ডিসেম্বর ২০২৫
মাতা : সাবিকুন্নাহার লিন্ডা
গ্যাস ফিল্ড গেট উপশাখা

আজলান আহমেদ
জন্ম : ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫
পিতা : আবু খালিদ আহমেদ
আশুগঞ্জ শাখা

আহনাফ আব্দুল্লাহ ইলহাম
জন্ম : ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫
পিতা : মো. আব্দুল্লাহ আল-মামুন
কামারপাড়া উপশাখা

নুসায়ের উর রহমান রায়ান
জন্ম : ২২ ডিসেম্বর ২০২৫
পিতা : মো. রহিম-উর-রহমান রাফি
বুসচি বাজার উপশাখা

এ.এস.এম সারিম
জন্ম : ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫
পিতা : এ. এস. এম সায়েম
সানারপার উপশাখা

যাদের হারিয়েছি

হাসমত উল্লাহ
এমপ্লয়ি আইডি : ০০৩৮২২
রিটেইল বিজনেস অ্যাসোসিয়েট
এসএমই অ্যান্ড রিটেইল প্রোডাক্টস

মোহাম্মদ আবির রিয়াদ
এমপ্লয়ি আইডি : ০০৫৭৫৭
অফিসার, ইনভেস্টমেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন
ইসলামিক ব্যাংকিং শাখা

শাখা-উপশাখায়
দেশের বৃহত্তম ব্যাংক
আইএফআইসি
আপনার প্রতিবেশী হয়ে
ছড়িয়ে আছে সারা দেশে

এজেন্ট নয়
সরাসরি ব্যাংকের সাথে ব্যাংকিং

Published by :

IFIC Bank PLC
Head Office: IFIC Tower, 61 Purana Paltan
Dhaka 1000, Bangladesh
16255, Hunting Number: 09666716250
newsletter@ificbankbd.com
info@ificbankbd.com IFICBankPLC
www.ificbank.com.bd